কুসুমকুমারী নাটক।

না ৬০৭

শ্রীচন্দ্রকালী ঘোষ-

প্রণীত।

" সংসার বিষ-বৃক্ষস্য দ্বে এব রসবৎ ফলে।
কাব্যামৃত রসাস্বাদঃ সঙ্গমঃ সুজনৈঃ সহ॥

নীতিরত্নম্।

কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং বহুবাজারস্থ ১১২ সংখ্যক ভবনে
ইষ্টান্‌হোপ যন্ত্রে মুদ্রিত।

মূল্য ১্ এক টাকা মাত্র।

ভূমিকা।

সভাবাজারস্থ গোপনীয় নাট্য সভায় যৎকালীন কৃষ্ণকুমারী নাটকের অভিনয় হইয়াছিল, সেই সময় উক্ত সভার কয়েক জন সভ্য আমাকে সেক্সপিয়ারের আভাস লইয়া বঙ্গীয় সাধুভাষায় এক খানি নাটক প্রস্তুত করিতে অনুরোধ করেন, আমি সেই অনুরোধে মহাকবি সেক্সপিয়ারপ্রণীত সিম্বেলিনের গল্পকে মনোনীত করিয়া তাহার আভাসে এই কুসুমকুমারী নাটক রচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, কিন্তু কুসুমকুমারী সিম্বে-লিনের অবিকল অনুবাদ নহে, ইহাতে কেবল সেক্সপিয়ারের স্থূল ভাবটি গ্রহণ করা হইয়াছে, এবং যাহাতে অঙ্ক সকল আর নায়কনায়িকার সংখ্যা অল্প হয়, এইরূপ প্রণালীতে এই পুস্তক রচনা করা হইয়াছে, এবং মধ্যে মধ্যে নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিদিগের যাহাতে বিশ্রাম হয়, সে বিষয়েও বিশেষ যত্ন করা গিয়াছে, ফলে বর্ত্তমানের বঙ্গভাষার নাট্যাভিনয়ের যে যে নিয়ম আছে, সেই সকলকে অবলম্বন করিয়া আমি এই গ্রন্থ প্রস্তুত করি-য়াছি। প্রথমতঃ আমার এই গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কিত করিতে মানস ছিলনা, সেই কারণে আমি ইহার কয়েক অঙ্ক প্রভাকরের মাসিক পত্রে প্রকাশ জন্য প্রেরণ করিয়াছিলাম এবং বিগত ১ লা কার্ত্তিকের মাসিক প্রভাকরে এই গ্রন্থের প্রথম অঙ্ক প্রচারিত হয়, তৎপরে আমার কয়েক জন আত্মীয় বন্ধুর বিশেষ যত্ন ও অনু-রোধে কুসুমকুমারীকে এক্ষণে পুস্তকাকারে প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলাম। আমার যে ইহা প্রথম উদ্যম, তাহা এস্থলে লেখা

অনাবশ্যক, গ্রন্থ পাঠেই সে বিষয় বিচক্ষণ পাঠকবৃন্দ জানিতে পারিবেন, সুতরাং এই পুস্তকে নাটক লিখন প্রণালীর অনেক দোষ পড়িয়াছে। গুণগ্রাহক পাঠক মহোদয়গণ সেই সকল দোষ মর্জ্জনা করিবেন আমি আপাততঃ এই পুস্তক প্রকাশ করিয়া সাধারণে বিদ্যোৎসাহি নাটকপ্রিয় মহাত্মাদিগের আশ্রয় লইলাম, আমার এরূপ আশ্রয়কে মহাবৃক্ষের আশ্রয় বলিলেও বলা যাইতে পারে, কারণ ভাগ্যদোষে যদিও আকাঙ্ক্ষিত ফল হইতে বঞ্চিত হইতে হয়, তথাচ ছায়া কেহ নিবারণ করিতে পারিবেন না। পরিশেষে আমি এইস্থলে আমার কয়েক জন প্রিয়বন্ধুকে বিশেষ ধন্যবাদ প্রদান না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারি না, তাঁহারা আমাকে যথেষ্ট সাহায্য দান করিয়াছেন ইতি।

২৪ জ্যৈষ্ঠ সন ১২৭৫ সাল। শ্রীচন্দ্রকালী ঘোষ।

গ্রন্থার্পণ।

পরমপূজনীয় শ্রীযুক্ত রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর
মহাশয় শ্রীচরণেষু।

মহাশয়!

এই মহানগরস্থ ধনাঢ্য ও মহৎ ব্যক্তিগণের মধ্যে যখন আপনার বঙ্গ সাধুভাষার উন্নতি বিষয়ে যথেষ্ট যত্ন আছে, এবং যখন সেই ভাষায় লিখিত পুস্তক সকল পর্য্যালোচনা করিতে আপনি প্রচুর প্রীতিলাভ করিয়া থাকেন, বিশেষতঃ যখন আপনি আমাকে নিয়ত স্নেহ ও অনুগ্রহ করেন, তখন আপনাকে আমার শ্রমরূপ উদ্যানের নবপ্রস্ফুটিত প্রথম কুসুমরূপ এই কুসুম-কুমারী নাটকখানি অর্পণ না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারি না। যদিও আমার কল্পনা-তরুর মূলদেশে সাহিত্যরূপ সুবারি সেচন না হওয়াতে, এবং অজ্ঞানতা বশতঃ মানসক্ষেত্র বিজন থাকা হেতুতে এই নবকুসুম সুন্দর ও সতেজ হয় নাই বটে, তথাচ পরিশ্রমের প্রথম চিহ্ন বিবেচনা করিয়া ইহাকে অনুগ্রহপূর্ব্বক অবহেলন করিবেন না। নিবেদনমিতি।

২৪ জ্যৈষ্ঠ ১২৭৫ সাল।

মহাশয়ের নিতান্ত বশম্বদ
শ্রীচন্দ্রকালী ঘোষ।

নাট্যোল্লেখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষ।

বজ্রবাহু	... ইন্দোরাধিপতি।
গণেশ শাস্ত্রী	... রাজমন্ত্রী।
শম্ভুদেব শাস্ত্রী	... মন্ত্রীর ভ্রাতা।
বিদ্যাবিনোদ	... রাজ-জামাতা ও প্রধান নায়ক।
নীলধ্বজ	... ইন্দোরদেশস্থ এক অপরাধী।
বীরেন্দ্র সিংহ, অন্য নাম (অম্বর)	... জ্যেষ্ঠ রাজকুমার।
ধীরেন্দ্র সিংহ, ঐ (সম্বর)	.. কনিষ্ঠ রাজকুমার।
ধন্বন্তরী	... রাজ-বৈদ্য।
সত্যসুত	... নায়ক নায়িকার প্রতিপালক, একজন বৃদ্ধ রাজানুচর।
বামদেব ও সুদর্শন	... দুইজন শিবির-রক্ষক।
রঘুবীর সিংহ	... সিন্ধু দেশাধিপতি।
বিষ্ণুদাস	... তদীয় মন্ত্রী।
বীরবাহু	... সিন্ধু সেনাপতি।
দ্বন্দ্বপ্রিয়	... সেনাপতির পারিষদ্।

স্ত্রী।

কুসুমকুমারী	... ইন্দোরাধিপতির দুহিতা - প্রধানা নায়িকা।
যশোদা বাই	... ইন্দোরাধিপতির দ্বিতীয়া মহিষী।
কুটিলা	... রাজ-মহিষীর পরিচারিকা।
উর্ব্বশী	... রাজ-কুমারীর পরিচারিকা।

ইন্দোরদেশস্থ বিদুষক, প্রহরীগণ, ক্ষতযোদ্ধা ও নর্ত্তকীদ্বয় ইত্যাদি।

কুসুমকুমারী নাটক।

প্রথমাঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

ইন্দোর দেশস্থ রাজমন্ত্রীর উপবেশনাগার।

(গণেশশাস্ত্রী ও শম্ভুদেব শাস্ত্রীর প্রবেশ।)

শম্ভু। মহাশয়! কল্য যে রাজভবনে একটা গোলযোগ উঠেছিল সেটা কি সত্য? আপনিতো গত রাত্রিতে বিস্তর অনুসন্ধান কোরে ছিলেন, তথাচ কি সুকুমারগণের কোন তত্ত্ব পেলেন না?

গণে। আর ভাই! সে কথা সত্য না হলে কি আমি এত কষ্ট লই' আহার নিদ্রা ত্যাগ করে কাল সমস্ত রাত্রি এই মহানগরের পথ ঘাট সমুদায় অন্বেষণ কোরেছি, কিন্তু রাজকুমারদের কোন সন্ধানই পাওয়া গেল না। কি করি, ভেবে ভেবে অস্থির হয়েছি।

শম্ভু। আজ্ঞা এ তো অস্থির হবার কথাই বটে, কিন্তু ইহা বড় আশ্চর্য্যের বিষয়, যে রাজভবন থেকে কুমারগণকে চুরী কোরে কে নিয়ে গেল? আমি ত ইহার কিছুই স্থির করতে পাচ্চিনা।

গণে। আর ভাই! ও কথা বল কেন! সেনাপতি অমনোযোগী হলে দুর্গকে কি রক্ষা কত্তে পারা যায়? আমাদেরও সেই রূপ ঘটেছে। মহারাজ যে অবধি দ্বিতীয় দারপরিগ্রহ করেছেন, সেই অবধি রাজপুরের ত আর কোন তত্ত্বাবধারণই করেন না, দিবানিশি বিলাস-কাননে প্রেয়সীর সঙ্গেই কালযাপন করেন, আমি আর কত দেখ্‌বো?

রাজকার্য্য নির্ব্বাহ কর্‌তেই সময় পাইনা, তা আবার অপর কার্য্য কিরূপে দেখি? দুহাতে দুচক্ষে এ ভিন্ন আর কি কত্তে পারি?

শম্ভু। মহাশয়! আমাদের দ্বিতীয় রাজমহিষীর স্বভাবটা না কি বড় ভাল নয়? শুন্‌তে পাই, তিনি না কি অত্যন্ত রোষ-পরবশ এবং শরীরে না কি দয়ার লেশ মাত্র নাই?

গণে। হায়! সে কথা আর কেন জিজ্ঞাসা কর? তিনি অত্যন্ত অভিমানিনী। আর দেখ, তাঁর বিবাহ হয়ে অবধি এ রাজ্যে একদিনের জন্য কুশল নাই। আজ বিদ্রোহ, কাল যুদ্ধ, পরশ্ব রাজকোষ শূন্য, এইরূপ ঘটনা নিয়তই ঘট্‌চে, বিশেষতঃ প্রজাপুঞ্জের কেহই সুখী নয়, অধিক কি, এ বৎসর বসুমতীও শস্য উৎপাদনে বিরতা হয়েচেন, এ সকল সমূহ অমঙ্গলের লক্ষণ। আবার কি না, রাজার উত্তরাধিকারী রত্ননিধিস্বরূপ রাজকুমারদুটীও আমাদের ভাগ্যদোষে অপহৃত হলেন। যেরূপ দুর্লক্ষণ দেখ্‌চি, তাতে বোধ হয়, আরো কিছু বিষম ব্যাঘাত ঘট্‌লেও ঘোট্‌তে পারে। যা হউক, সুকুমার রাজকুমারদ্বয়ের জন্য আমার চিত্ত অতিশয় ব্যাকুল হয়েছে। আমি এরূপ মনোবেদনা আর কখনই পাই নাই।

শম্ভু। আহা! একি সামান্য শোকের বিষয়! বোধ হয়, মহারাজেরও অতিশয় দুঃখ হোয়েছে। যখন আপনি এত খেদ কচ্চেন, তখন মহারাজের যে হবে, তার সন্দেহ কি?

গণে। ভাই! মহারাজেরই যদি দুঃখ হবে, তবে এমন ঘট্‌বেইবা কেন? তিনি কিছু মাত্রই দুঃখিত হন নাই। সুখ দুঃখ ভোগ, এ কেবল বুদ্ধিশালী ব্যক্তিদিগেরই ঘটে থাকে, তা যখন আমাদের মহারাজ এই প্রাচীন বয়সে বিবাহ করেছেন, তখন যে তাঁর বুদ্ধি আছে, এ কথা কেমন করে বলা যেতে পারে? আর এ পর্য্যন্ত যে যৎকিঞ্চিৎ বুদ্ধি আছে, তাও ত্বরায় বিলুপ্ত হবে। তবে, রাজকুমারদের জন্য আমার এত ব্যাকুল হবার কারণ এই যে, প্রথমা রাজমহিষী যখন স্বর্গারোহণ করেন, তখন তিনি রাজকুমারী কুসুমকে ও রাজ-

কুমারদ্বয়কে আমাব হস্তে সমর্পণ করে সাশ্রুনয়নে এই কথা বলে ছিলেন যে "মন্ত্রীবব! আমি এখন বিদায় হোলেম, তুমি আমার এই কুমারদ্বয়কে ও কুমারীটীকে সর্ব্বদা রক্ষণাবেক্ষণ কোরো" এই কথা বোলেই রাজমহিষী প্রাণত্যাগ করেন, আমিও সেই দিবসাবধি ঐ বালক বালিকাদিগের প্রতি আপন সন্তান অপেক্ষা অধিক স্নেহ করিয়া আসিতেছি, আর তারাও স্নেহের সামগ্রীই বটে, তাদের চাঁদমুখ দেখ্‌লে হৃদয় সুশীতল ও পবিতৃপ্ত হয়। হায়! হায়! এমন অমূল্য নিধিদ্বয়কে কোন্ পাষাণ হৃদয় রাজপুব হোতে অপহরণ কর্‌লে?

শম্ভু। মহাশয়! আপনি যা আজ্ঞা কর্‌চেন, সে সমস্ত সত্য, প্রাচীন বয়সে বিবাহ করাই অতি কদর্য্য কার্য্য। কিন্তু ভবের কি আশ্চর্য্য ভাব! দিন দিন লোকের যত অধিক বয়স হয়, ততই তার বিবাহ সুখাস্বাদনের প্রবৃত্তি বৃদ্ধি পায়। এটা কিছুমাত্র বিবেচনা করে না, যে আর কত কালই বা জীবিত থাক্‌বো। বয়সে ইন্দ্রিয় অবশ হোয়ে এলেও মানবজাতি নবসুখের অনুসরণ কোরে থাকে। দন্তহীন বৃদ্ধ কুক্কুরেরা যেমন অস্থিখণ্ড দেখলে ত্যাগ কর্‌তে পারে না, চর্ব্বণ করিতেও অক্ষম হয়, প্রত্যুতঃ জিহ্বা দ্বারা লেহন করে, বৃদ্ধ ব্যক্তি দিগের তরুণীভার্য্যা হোলেও সেইরূপ ঘটে। শিশুকালে যারা মাতৃহীন হয়, তারা যে বিষম অনিষ্ট ভোগ কর্‌বে, এবিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। বোধ হয় এই কারণেই আপনি মাতৃহীন রাজশিশুদের প্রতি এত অনুরাগ প্রকাশ কোরে থাকেন।

গণে। ভাই! তা কি তুমি আজ্ জান্‌লে? মাতৃবিয়োগী বালক বালিকাদিগের যে কষ্ট হয়, আবাল বৃদ্ধ সকলেই ইহা চিরকাল দেখ্‌চেন। নবীন তরু যেমন সতেজে উঠিবার সময় কোন গুরুতর আঘাত পেলেই একেবারে বক্র ও নিস্তেজ হয়ে যায়, সেইরূপ শৈশবকালে সন্তানগণ যদি মাতৃ-বিয়োগ স্বরূপ গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হয়, তা হোলে তাদের ভাগ্য বশতঃ কোন উচ্চ অবস্থা প্রাপ্ত হউক বা না হউক, তথাচ তাহারা নিজ মনে কখন সুখী হোতে পারে না। সে যা হউক, এ বিষয়ে আমা-

দের আর বাক্যব্যয় করা বৃথা, বিধি অবশ্যই প্রবল হবে। এখন ঈশ্বর সন্নিধানে প্রার্থনা এই যে, রাজকুমারী কুসুম যেন সুখ স্বচ্ছন্দে থাকে। সেটী যদি সুখে জীবিতা থাকে, তা হলেও প্রথমা রাজমহিষীর স্মরণ-স্তম্ভ জাগরূক থাক্‌বে।

শম্ভু। রাজকুমারীর বিবাহের কি কোন কথা হয় নাই?

গণে। রাজার তো সে বিষয়ে মন নাই, কিন্তু তার উপায় ভগবান এক প্রকার কোরে দিয়েছেন, তা কি তুমি জান না?

শম্ভু। আজ্ঞা না, ভগবান কিরূপে উপায় কোল্লেন?

গণে। সে তখন আর এক সময় বোল্‌বো, আমাকে এখন রাজসভায় যেতে হবে, আর অধিক বিলম্ব করা ভাল হয় না। রাজবাটীর সমস্ত লোক অতিশয় উদ্বিগ্ন আছেন, আমি সেখানে না গেলে কেহই সুস্থ হবেন না।

শম্ভু। আজ্ঞা, তবে আপনার আর বিলম্ব করা উচিত নয়, ত্বরায় গমন করুন, আমিও এখন বিদায় হোলেম।

[দুই পার্শ্ব দিয়া উভয়ের প্রস্থান।

ইতি প্রথম গর্ভাঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

রাণীর শয়নাগার।

(যশোদা বাই ও কুটিলার প্রবেশ।)

যশো। কুটিলে! আমি তোরে যে কথাটার অনুসন্ধান কত্তে বোলে ছিলেম, তার কি করেছিস্? আমি যা সন্দেহ করি, তার কি তুই কোন সূত্র পেলি?

কুটি। রাজমহিষি! আপনার আজ্ঞা প্রতিপালন কত্তে আমি কি কখন বিমুখ হই? যে দিন পর্য্যন্ত আমাকে সে দুটোর উপর চোক্ রাখ্‌তে বোলেছেন, সে অবধি আমি তাদের পশ্চাতে নিয়তই ফিরে থাকি। রাজমহিষি! আপনার বুদ্ধি কি সুক্ষ্ম! তা না হলে এমন ইন্দ্রাণী বা হবেন কেন? আর পূর্ব্বজন্মের পুণ্যবল না থাক্‌লে এত সুখ সম্পত্তি কি কপালে ঘটে?

যশো। কেন কেন, একথা বোল্‌চিস্ যে? আমি যা ভেবেছিলেম, তাই ঘটেছে না কি?

কুটি। রাজমহিষি! তাই বটে, বিশেষ অনুসন্ধান করে দেখ্‌লেম যে, আপনার আশঙ্কাই ফলেচে।

যশো। তুই কি কার মুখে শুনেচিস্, না স্বচক্ষে দেখেচিস্?

কুটি। রাজমহিষি! একবারেই কি কোন বিষয় দেখা যেতে পারে? গুপ্ত ব্যাপারের অনুসন্ধান না পেলে কি ধোর্ত্তে পারা যায়? দেখুন, বিড়ালেরা প্রথমে গন্ধ ধরে ইন্দুরের গর্ত্তের তত্ত্ব লয়, তার পরে তো সেই ইন্দুরকে বধ কোরে ক্ষুধা শান্তি করে। মহিষি! সেইরূপ সব কার্য্য বিবেচনা কর্‌বেন।

যশো। হ্যাঁ তাই বটে, কিন্তু তুই এ ব্যাপার কি করে জান্‌লি, তা শীঘ্র কোরে বল্, আমি শুন্‌তে অত্যন্ত ব্যগ্র হয়েছি।

কুটি। রাজমহিষি! তবে শুমুন্। প্রথমে আমি অপর দাস দাসীর মুখে সূচনা পেলেম যে, সে দুটো আপনার বাগানে গিয়ে প্রেমালাপ করে, তার পর এক দিন আমি একটা গাছের আড়াল থেকে স্বচক্ষে যে সকল ব্যাপার দেখ্‌লেম্, তাইতে আমার বিলক্ষণ বোধ হলো যে, আপনি যা আশঙ্কা কোরেছেন, তা সত্য। তাই তো আমি আপনার বুদ্ধিকে এতো প্রশংসা কচ্ছিলেম।

যশো। বলিস্ কি কুটিলে? তুই স্বচক্ষে কি দেখ্‌লি? তা আমাকে ভাল কোরে বল্ দেখি।

কুটি। রাজমহিষি! সে কথা আর কি বলবো? যে সব ব্যাপার দেখ্‌লেম, তাতে আমি রাগ সম্বরণ কর্‌তে পারি নি, তা আপনি শুন্‌লে কি স্থির হতে পার্‌বেন?

যশো। তুই শীঘ্র কোরে বল, আমার মাথা খাস্।

কুটি। ছি রাজমহিষি! ও কথা কি বল্‌তে আছে? তোমার শত্রুর মাথা খাই। আমি লুকিয়ে দেখলুম যে, দুটোতে প্রথমে বাগানে ঢুক্‌লো—সেখানে ফুলের তো অভাব নাই, ছুঁড়ি টা আপনার হাতে দুছড়া মালা গাঁথ্‌লে, তার পর দুটোতে সেই দুছড়া মালা পোরে পরস্পর মালা বদল কোরে একটা বকুল গাছের নীচে দুজনে গলা জড়িয়ে বোসে যে কত প্রেমের কথা বোল্‌তে লাগলো, তা তো আমার মনে নাই। সে যাক মেনে, তাতে কোন দুঃখ নাই, তার পর হতভাগী কি না তোমাকে গালাগালি দিতে লাগলো, আর ছোঁড়াটাও তাতে সায় দিলে। রাজমহিষি! আমি সে সব গালাগালি শুনে রাগে অন্ধকার দেখ্‌লেম, ইচ্ছা হোতে লাগলো যে, সে দুটোর মাথা কেটে ফেলি। তোমার খেয়ে আবার তোমারি নিন্দা করে, একি প্রাণে সয়! এরা বাড়ী থেকে দূর না হোলে আমার তো মনের দুঃখ যাবে না।

যশো। কেমন কুটিলে! যা তোকে বলেছিলেম, তা তো তুই স্বচক্ষে দেখ্‌লি। হাঁ, ও সব কথা শুনে তোর রাগ হোতে পারে বটে, তুই কি না আমার বাপের বাড়ীর দাসী।

কুটি। রাজমহিষি! সামান্য কথায় বলে "বড় ঘরের বড় কথা" ছুঁড়ি কি প্রেম কর্‌তে আর লোক পেলে না? ছি ছি! কি লজ্জা! চাকরের ছেলে বোলে একটু ঘৃণা হোলো না? এমন অকলঙ্কিত কুলকে একেবারে কলঙ্কগ্রস্ত কোরলে? আমাদের ঘরে হোলে পাঁশ পেড়ে কাট্‌তুম।

যশো। দূর হোক্‌ ও কথায় আর কাজ নাই, গিয়েছে না যেতে আছে, এখন শীঘ্র শীঘ্র গেলেই বাঁচি।

কুটি। রাজমহিষি! আমি তোমার কথা শুনে অবাক হোলেম। আমাকে যে এত দিন পরিশ্রম করালেন, তা কেবল শোনবার জন্যে না কি? আপনার ব্যবহার দেখ্‌চি অজার যুদ্ধ ও ঋষির শ্রাদ্ধের ন্যায় হোলো—আড়ম্বর অনেক, কিন্তু কার্য্য অল্প। যদি এই মনে ছিল, তবে এ অধিনীকে এত কষ্ট দিলেন কেন?

যশো। কুটিলে! তুই রাগ করিস্‌ কেন? আমাকে কি কর্‌তে হবে, তা কেন তুই বোলে দে না।

কুটি। এখনও যদি আপনাকে শেখাতে হবে, তা হলে মেয়ে মানুষ জন্মেছিলেন কেন? পরের কাজ ভাল বুঝেন, আপনার কাজ্‌ তো কিছুই বুঝ্‌লেন না। রাজার কাছে সুধু শুলিই হয় না, এই সময় যদি কাজ সাধ্‌তে পারেন, তবুও পথ আছে, নতুবা শেষে কি দায়ে ঠেক্‌বেন, তা তখন বুঝ্‌বেন।

যশো। কেন, আমি রাজমহিষি, আমার আবার দায় কি? আমার মুখের কথা খসালেই এ পৃথিবীর সমুদায় ঐশ্বর্য্যকে হাতে নিতে পারি। তা তুই কি বল্‌চিস্‌ খুলেই বল্‌না কেন?

কুটি। রাজমহিষি! আপনি অপরাধ ক্ষমা কর্‌বেন। আমি কি আপনাকে মাথা আর মুণ্ডু বোল্‌বো? এখন ও বুঝ্‌লেন না, তবে বলি শুনুন। মহারাজের যে রূপ বয়স হোয়েছে, তাতে যে আপনার পেটে ছেলে পিলে হয়, এমন আশা ভরসা তো দেখ্‌তে পাইনা। ভগবান আপনার প্রতি অনুকূল হোয়ে আপনার ভবিষ্যতের সুখের পথ

হোতে দুই মহা কন্টককে হরণ কোরেছেন, আর একটা সামান্য বাকি আছে বৈত নয়, সেটাকে যদি এখন নির্ম্মূল না করেন, তা হোলে ভাবী কালে অনেক কষ্টভোগ কোরতে হবে। কেমন, এখন তো বুঝলেন?

যশো। কুটিলে! আমি বুঝেছি বটে, কিন্তু তুই যে সামান্য কন্টকের কথা বল্‌চিস্‌, তা হোতে আমার তো কোন অনিষ্টের সম্ভাবনা নাই। সে আমার অধীন, কিন্তু আমি তো তার নয়।

কুটি। রাজমহিষি! আমি সব কথা ভেঙ্গে চুরে না বোল্লে আপনি বুঝবেন না, আপনি যে এত হাবা, তা আগে জান্‌তেম না। স্বাধীন অধীনের যে কথা বল্‌ছিলেন, সে কেবল কথামাত্র; কালে অধীনও স্বাধীন হোয়ে থাকে। মনে করুন, আপনার সন্তান সন্ততি যদি না হয়, তা হোলে তো তারি ছেলে রাজা হবে? আর বাগানে যে রকম দেখেছি, তাতে তার ছেলে হোতে বড় দেরি নাই। এখনও যদি কোন উপায় কোরে সে দুটোকে তাড়াতে পারেন, তা হলেই আপনার মঙ্গল, কেননা আপনার ছেলে তখন না হোলে মহারাজকে পোষ্যপুত্র নিতে হবে এবং তাতেও তুমি এক প্রকারে রাজার মা হবে।

যশো। কুটিলে! আমি তোর কথা এখন বুঝলেম। তবে এখন উপায় কি? রাজা পুত্রদের হারায়ে অবধি ছুঁড়িটাকে অত্যন্ত স্নেহ করেন, আর সদা সর্ব্বদা আমাকে যত্ন কর্‌তে বোলে থাকেন। তাঁর এই অভেদ্য স্নেহপাশ আমি কিরূপে ছেদ করি বল দেখি?

কুটি। রাজমহিষি! লোকেরা বুড় বয়সে বিবাহ কর্‌লে যেরূপ স্ত্রীর অত্যন্ত বশীভূত হোয়ে থাকে, সেইরূপ আমাদের মহারাজেরও ঘটেছে। আপনি তাঁর প্রকৃত মনের অবস্থা এখনও বুঝ্‌তে পারেন নি। ভাষা কথায় বলে থাকে যে, বুড় মানুষের প্রাণ অপেক্ষা যুবতী স্ত্রী প্রিয় হয়, তা আপনি সুধু যুবতী নন, রূপে পৃথিবীকে বশ কর্‌তে পারেন। রাজা কি আপনার কথা শুন্‌বেন না? এটা কি আবার কথা? মনের কোণেও ঠাঁই দিবেন না।

যশো। আচ্ছা তা যেন হোলো, এখন রাজাকে কি বল্‌বো বল দেখি?

কুটি। রাজমহিষি! এমন সুযোগ থাক্‌তে আপনি ভাব্‌চেন কেন? বাগানে যা যা হয়, তাই বল্‌বেন, আরো বল্‌বেন যে, দেখুন, এসব ব্যাপার আপনার একটা চাকরের ছেলের সঙ্গে হোচ্চে। বীর পুরুষেরা নীচ কার্য্যে অত্যন্ত বিরক্ত হন। কোন প্রকারে রাজার মনকে একেবারে চটিয়ে দেবেন, তার পরে ছুটোর মাথা খেতে পারেন ভালই, নচেৎ ছোঁড়া-টাকে এখানথেকে তাড়ালেও আপনাব মনস্কামনা সিদ্ধ হবে। ছুঁড়িটা ভেবে২ প্রাণত্যাগ কর্‌বে। আর দেখুন মহিষি! মহারাজ যদি এক দিনে সম্মত না হন, আপনি সে বিষয়ে ক্ষান্ত হবেন না, মাঝে২ কপট রাগ কর্‌বেন, তা হলেই মহারাজকে নিশ্চয় আপনার মতে মত দিতে হবে। যে বের যে মন্ত্র, তা চাই।

যশো। কুটিলে! তোকে আমি একমুখে প্রশংসা কর্‌তে পারিনি। এখন বুঝলেম যে, তুই আমার কত হিতকারিণী। রাজাকে আজ আমি সব কথা বোলে দিব, আর যাতে করে ছোঁড়াটাকে তাড়াতে পারি, তার জন্য বিশেষ চেষ্টা কর্‌বো। "মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন।" তা চল আমরা এখন যাই, মহারাজেব ভোজনের সময় হোয়েছে, পরে যা হয়, তোকে বোল্‌বো।

কুটি। মহিষি! দেখ যেন মহারাজকে দেখে সব ভুলে যেওনা।

[উভয়ের প্রস্থান।

ইতি প্রথমাঙ্ক।

দ্বিতীয়াঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

ইন্দোর দেশস্থ রাজসভা।

(মহারাজ বজ্রবাহুও গণেশশাস্ত্রী আসীন।)

বজ্র। বল কি মন্ত্রি? এতে কি রাগ সহ্য হয়, যে, আমার একটা সামান্য দাসের পুত্র আমার কন্যাকে বিবাহ করেছে! এবিষয় শুন্‌লে কার না রাগ হয়?

গণে। দেব! পুর্ব্বাপর বিবেচনা না করে সহসা রাগ করা আপনার তুল্য মহৎ ব্যক্তির উচিত নয়। আর মহারাজের এবিষয়ে বিশেষ রাগের কারণ তো কিছু এ অধীনের বুদ্ধিগোচর হয় না, কারণ বিদ্যাবিনোদ ক্ষত্রকুলোদ্ভব, আর এক জন প্রসিদ্ধ বীরপুরুষের পুত্র, স্বয়ং বীরপুরুষ, আর দেখুন, বিবিধ বিদ্যায় নিপুণ হোয়েছে, বিশেষতঃ সে অতি বিনয়ী, শান্ত, পরোপকারী, অতএব সর্ব্বতোভাবেই আপনার কন্যার উপযুক্ত পাত্র। সেই কারণে বোধ হয়, বিধি অগ্রে তাদের পরস্পরে মিলন করে দিয়েছেন, এতে আপনার রাগের বিষয় কি?

বজ্র। কি পরিতাপ! শৃগাল-শাবক গুণবিশিষ্ট হলেও কি সিংহ-কন্যার উপযুক্ত পাত্র হয়? বিদ্যার দ্বারায় আকরের দোষ কখন শোধিত হয় না। আর দেখ মন্ত্রি! আমরা হলেম রাজকুলোদ্ভব, অতএব তুল্য বংশজাত ব্যক্তি না হলে আমাদের সন্তান সন্ততির বিবাহ দেওয়া কি কর্ত্তব্য? আরো দেখ, আমি এ অবধি এ বিবাহের কিছুমাত্র সুচনা পাই নাই। অতএব আমার অজ্ঞাতে এরূপ কদর্য্য কার্য্য করা কি সামান্য স্পর্দ্ধার বিষয়?

গণে। মহারাজ! এ বিষয়েও বিদ্যাবিনোদ অথবা কুসুমের কিছু মাত্র দোষ নাই। কেন না, বাল্যকালাবধি আপনি তাদের দুই জনকে

সর্ব্বদা একত্রে রেখেছেন, এমন কি, বিদ্যাবিনোদকে আপনি পুত্রের তুল্য স্নেহ করেন, আর সেও সেই স্নেহের উপযুক্ত পাত্র বটে, সুতরাং কালসহকারে সমীপবর্ত্তী তরুকে কুসুমলতা যদি আশ্রয় করে থাকে, তাতে কি তাদের দোষ দেওয়া যায়? মহারাজের মনে কেন যে রাগ হোচ্চে, তা আমি স্থির কর্‌তে পাচ্চিনি, কিন্তু এ দাসের মতে এ মিলন অতি সুচারু ও পরিপাটি হয়েছে।

বজ্র। তোমার সঙ্গে এক্ষণে আমি বাগ্‌বিতণ্ডা কর্‌তে বসিনি। আমার যেরূপ রাগ হোচ্চে, তাতে সে দুটোর প্রাণ নাশ না করে আমি শান্ত হোতে পারিনি, আমার এই সূর্য্য তুল্য অকলঙ্কিত সূর্য্যবংশকে একেবারে রাহুগ্রস্ত করেছে, অতএব তুমি এইক্ষণে——

গণে। ধর্ম্মাবতার! বলেন কি? আশ্রিত ব্যক্তিদিগের প্রাণ নষ্ট করে আপনার কি গৌরব বৃদ্ধি হবে? দেখুন, বিদ্যাবিনোদের পিতা আপনার রাজত্বের জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত উৎসর্গ করেছিল, অতএব সে যখন মৃত্যুকালে আপনার হস্তে বিদ্যাবিনোদকে সমর্পণ করে গিয়েছে তখন কি তার প্রাণ নাশ করা আপ্‌নার উচিত? আর যদি রাজকুমারীর কথা বলেন, তা সে তো অবলা, শিশুকালাবধি নানা দুঃখ ভোগ করে আস্‌ছে, আর প্রথমা রাজমহিষি মৃত্যুশয্যায় চরমকালে আপনাকে কি বলেছিলেন, তা কি এককালে সকল বিস্মৃত হলেন? আর এতেও যদি আপনার মনে দয়ার উদয় না হয়, তা হোলেও আত্মহিতের জন্য বিদ্যাবিনোদের প্রাণ নষ্ট করা কোনমতেই বিধেয় নয়।

বজ্র। (সরোষে গাত্রোত্থান করিয়া) কি বল্লে?—আত্মহিত? বিদ্যাবিনোদ হোতে আমি কি হিত প্রত্যাশা কর্‌তে পারি? তুমি কি বার্দ্ধক্যাবস্থা প্রাপ্ত হোয়ে এক কালীন বাতুল হয়েছ নাকি? ছি ছি, কি লজ্জার কথা, এরূপ বাক্য তুমি আমার সম্বন্ধে কখন প্রয়োগ করো না।

গণে। (যোড়হস্তে) ধর্ম্মাবতার! এ অধীনের উপর অকারণ কেন রোষ প্রকাশ করেন? এ দাস যা বলে, তা অগ্রে শুনুন, তার পর মহারাজের যা বিবেচনা হয় তাই করবেন।

বজ্র। তোমার কথা আর কি শুন্‌বো ? তোমার কথা শুনাও যা, বাতুলের কথা শুনাও তাই। (চিন্তা করিয়া) আচ্ছা কি বল্‌বে বল।

গণে। মহারাজ ! এ দাসের এই নিবেদন, যে যখন আমাদের সহিত সিন্ধুদেশের সম্রাটের এক তুমুল যুদ্ধের আশঙ্কা আছে, তখন এই বিদ্যাবিনোদের প্রাণদণ্ড করা আপনার উচিত নয়। যদিও সে সামান্য ব্যক্তি বটে, তথাচ যুদ্ধবিষয়ে শত্রুদলের কালস্বরূপ। দেখুন, ক্ষুদ্র জীব হোতেও কখন কখন মহৎ লোকের বিশেষ সাহায্য হয়ে থাকে, সাগর বন্ধনের সময় ক্ষুদ্র কাট্‌বিড়ালও রঘুকুলতিলক রামচন্দ্রের সাহায্য করেছিল।

বজ্র। হাঁ তা বটে, কিন্তু বিদ্যাবিনোদ হোতে আমি সাহায্যের প্রত্যাশা করি না। কেন, আমার কি সৈন্য নাই ? আর যদি বলো যে, সেনাপতির মৃত্যু হয়েছে, তারি বা চিন্তা কি ? আমি স্বয়ং যখন যুদ্ধ ক্ষেত্রে উপস্থিত হব, তখন কি অরাতিকুলের রক্ষা থাক্‌বে ? আমার বাণ বজ্র তুল্য কঠিন, ও মহাত্মা অর্জ্জুনের শরের ন্যায় তীক্ষ্ণ, তবে আমার কিসের চিন্তা ? আর দেখ, এই বিদ্যাবিনোদ কুসুমকে আমার অজ্ঞাতে বিবাহ করেছে বলেই যে, কেবল তার উপর আমার রাগ, এমত নহে, সে আমার দ্বিতীয়া মহিষীর অত্যন্ত বিদ্বেষী, অতএব সে কারণেও তার প্রাণদণ্ড করা উচিত। আমার মহিষী ও আমাতে কি কিছু প্রভেদ আছে ? এক আত্মা, দুই কলেবর মাত্র।

গণে। মহারাজ ! একি কখন সম্ভব হয় ? বিদ্যাবিনোদের যেরূপ শান্ত প্রকৃতি, তাতে আমি এ কথা স্বকর্ণে শুন্‌লেও বিশ্বাস করি না। বোধ হয়, মহারাজের মনকে উত্তেজিত কর্‌বার নিমিত্ত কোন শঠ ব্যক্তি এইরূপ কল্পনা করে বলেছে। আমি ভাল জানি যে, বিদ্যাবিনোদ দ্বিতীয়া রাজমহিষীকে মায়ের অপেক্ষাও মান্য করে।

বজ্র। ভাল ভাল, তোমাকে কেউ বিশ্বাস কর্‌তে বল্‌চে না। আমি তার যথেষ্ট প্রমাণ পেয়েছি, আমি তোমার কথা শুন্‌তে চাই না, আমি এই দণ্ডে বিদ্যাবিনোদের প্রাণদণ্ড কর্‌বো। ওরে কে আছিস্।

(প্রহরীর প্রবেশ।)

প্রহ। ধর্ম্ম-অবতার!

বজ্র। দেখ্, বিদ্যাবিনোদকে ডেকে আন্। (প্রহরীর প্রস্থান, ও রাজা উপবেশন করিয়া মন্ত্রির প্রতি) বসো।

গণে। (উপবেশন করিয়া মৃদুস্বরে) হায়! আজ দেখ্‌ছি সর্ব্ব-নাশ হলো।

বজ্র। (চিন্তা করিয়া) তুমি যে নিস্তব্ধ হলে? আমার কথা বুঝি তোমাকে ভাল লাগ্‌লো না?

গণে। নরনাথ! আমি আর এ বিষয়ে কি বোল্‌বো? যা কিছু বল্‌বার ছিল, সব নিবেদন করেছি। এখন মহারাজের যেরূপ অভিরুচি হয়, তাই করুন। বিধাতার নির্ব্বন্ধ কে খণ্ডন কর্‌তে পারে?

বজ্র। দেখ, বিদ্যাবিনোদ ত আস্‌ছে, অতএব তোমার অনুরোধে তার প্রাণদণ্ড কর্‌বো না, কিন্তু তাকে আমার রাজ্য থেকে নির্ব্বাসিত হতে হবে।

গণে। মহারাজের যেরূপ অভিপ্রায় হয়, তাই কর্‌বেন। সে অধীন, বাঁচালেও বাঁচাতে পারেন, মার্‌লেও মার্‌তে পারেন।

(প্রহরী ও বিদ্যাবিনোদের প্রবেশ।)

বিদ্যা। (প্রণাম করত) রাজন্! কি জন্যে এ অধীনকে স্মরণ করে-ছেন। (মন্ত্রির প্রতি) মহাশয়! রাজার যে আজ এরূপ মূর্ত্তি দেখ্‌চি? আমাকে তো নিয়তই পুত্রবৎ স্নেহ করেন, তা আজ এরূপ ভাব কেন? শ্রীচরণে কি আমার কোন অপরাধ হোয়েছে?

বজ্র। রে পাপিষ্ঠ! নরাধম! দাসপুত্র! তুই নাকি আমার কন্যাকে বিবাহ করেছিস্? তোর চরিত্র যে বিষধর অপেক্ষাও কুটিল দেখ্‌চি। বাল্যকালাবধি তোকে যে প্রতিপালন করলেম্, তার কি এই ফল?

বিদ্যা! হে নরেশ! আমি আপনাকে পিতৃতুল্য ভক্তি করি, অত-

এব আপনার সমক্ষে কখনই মিথ্যা বাক্যে জিহ্বাকে কলঙ্কিত কর্‌বো না, আপনি আমার কোন অনিষ্ট করুন আর নাই করুন, আমি অবশ্যই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার কর্‌বো যে, আপনার কন্যা কুসুম ইচ্ছাপূর্ব্বক আমাকে বরণ করিয়া বরমাল্য প্রদান করেছে।

বজ্র। কি বল্লি? তোর যে বড় স্পর্দ্ধা দেখ্‌ছি? কুসুম তোকে বরমাল্য দিয়াছে, না তুই তাকে ভুলিয়েছিস্‌? বেটার এদিকে এই চরিত্র, আবার কি না আমার মহিষীকে কটু কাটব্য বলে, জানিস্‌ নি, এরাজ্যে এমন কার মাথার উপর মাথা যে, আমার স্ত্রীকে দুর্ব্বাক্য বলে।

গণে। (মৃদুস্বরে) হরি২! সত্য এককালে পৃথিবী হোতে তিরোহিত হলো না কি?

বিদ্যা। নরনাথ! রাজমহিষী আমার মাতৃতুল্য, তাঁকে আমি কটু—

বজ্র। চুপ্‌ বেহায়া। তোকে দেখ্‌লে আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে যায়, আবার মিথ্যা বাক্যে আমার কর্ণকে অপবিত্র কর্‌তে আস্‌চে। দেখ্‌, তোকে আমি এই দণ্ডেই যমালয়ে পাঠাতেম, কিন্তু তোর পিতার পূর্ব্ব-কার্য্যের অনুরোধে আমি তোর প্রাণনাশ না করে তোকে আমার রাজ্য হোতে বহিষ্কৃত কর লেম, বাঁচ্‌তে যদি আশা থাকে, তবে কখন আর এরাজ্যে প্রবেশ করিস্‌ নি।

বিদ্যা। মহারাজের দণ্ডাজ্ঞা আমি শিরোধার্য্য করে নিলাম, তাতে আমার কিছুমাত্র দুঃখ নাই, কিন্তু আমার সমুদায় বাক্য না শুনে আমার প্রতি দণ্ড বিধান করলেন, কেবল তাহাই আমার পরিতাপ। যদি অনুমতি করেন, তবে আমি যথার্থ কথা নিবেদন কর্‌তে প্রস্তুত আছি।

বজ্র। না, আমি তোর কথা আর শুন্তে চাই না। (প্রহরীর প্রতি) দেখ্‌, একে আমার রাজত্ব হোতে বহিষ্কৃত করে দিয়ে আমায় সংবাদ দে। সে সমাচার না পেলে আমি জলগ্রহণ কর্‌বো না। আমার প্রিয়াকে গালাগালি দেয় এত বড় স্পর্দ্ধা!

প্রহ। (বিদ্যাবিনোদকে ধরিয়া) চল্।

বিদ্যা। মহারাজ! এখন আমার বাক্য শুন্‌লেন না বটে, কিন্তু পশ্চাৎ এ বিষয়ের জন্যে অনুতাপ কর্‌বেন। (বিদ্যাবিনোদকে লইয়া প্রহরীর প্রস্থান)

গণে। ধর্ম্মাবতার! এদাসও এখন বিদায় প্রার্থনা করে।

বজ্র। না, না, বসো। তোমার সঙ্গে আমার আরো কিছু কথা আছে।

গণে। আজ্ঞা করুন।

বজ্র। দেখ, বিদ্যাবিনোদকে যৎকিঞ্চিৎ পাথেয় দেও গে। আর দেখ, সিন্ধুদেশের রাজার সহিত যুদ্ধটা যাতে না হয়, তারও চেষ্টা পেও, একান্ত পক্ষে না হোলে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হোতে হবে। (চিন্তা করিয়া) সেটাতো লোভী রাজা, কর না পেয়ে যে ক্ষান্ত থাক্‌বে, এমন তো আমার বোধ হয় না।

গণে। মহারাজের আজ্ঞা অবশ্যই প্রতিপালন কর্‌বো। তবে আমি এক্ষণে বিদায় হই।

বজ্র। আচ্ছা তুমি যাও, আর বিদূষককে একবার আমার নিকট পাঠ্যে দাও। আমার মনটা অত্যন্ত বিচলিত হোয়েছে। তার সঙ্গে কিঞ্চিৎ কথোপকথন করে মনটা সুস্থ করি।

গণে। যে আজ্ঞা মহারাজের রাজলক্ষ্মী অচলা হউন।

[মন্ত্রির প্রস্থান।

বজ্র। (স্বগত) প্রেয়সী আমার উপর যে কি পর্য্যন্ত সন্তুষ্ট হবেন, তা বল্‌তে পারিনি। বিদ্যাবিনোদ যথার্থই তাঁর প্রতি কটুবাক্য প্রয়োগ করে থাক্‌বে। তিনি যে মিথ্যা বাক্য বলেছেন, এ কথা কখন সম্ভব হয় না। তিনি অতি সুশীলা ও নম্র স্বভাবা। (কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া) স্নেহপাশ কি দুর্ভেদ্য! এই বিদ্যাবিনোদকে শিশুকাল অবধি প্রতিপালন করেছি বোলে তার জন্য আমার মনটা কেমন উদ্বিগ্ন হচ্চে, আর কুসুমের উপরে প্রথমতঃ রাগ হয়েছিল বটে, কিন্তু এখন আবার

সে রাগ মন হতে ক্রমে ক্রমে তিরোহিত হোচ্চে। যা হউক, তাকে দুই একবার বুঝিয়ে দেখ্‌বো, প্রবোধ না মানে উপায় নাই, কিন্তু তার জন্যে যে মহিষীকে অসন্তুষ্ট করা, তা আমি তো কখনই পার্‌বো না। দূর হোক, সে কথা পশ্চাৎ বিবেচনা করা যাবে, এখন এ বিষয়ে আর জল্পনার প্রয়োজন নাই। (নেপথ্যে পদশব্দ) বোধ হচ্ছে, বয়স্য আস্‌ছে। ওর সঙ্গে দু একটা রহস্যের কথা কওয়া যাক।

(বিদূষকের প্রবেশ।)

বিদূ। মহারাজের জয় হউক। তবে, এ অসময়ে আমাকে স্মরণ কর্‌লেন কেন বলুন দেখি। কিছু শ্রাদ্ধ ট্রাদ্ধ পটেছে নাকি?

বজ্র। বয়স্য! তাও বুঝ না, অসময়ে রসময়কে সকলে খুঁজে থাকে। সে যা হউক, বহু দিবস মৃগয়া করা হয় নাই, তা চল দেখি, আজ দুজনে শিকারে যাই।

বিদূ। মহারাজ! এবারে এ শর্ম্মা বড় শিকারে স্বীকার কর্‌বেন না। (আপনার প্রতি দৃষ্টি করিয়া) এঁর এবারে শিকারে বিকার উপস্থিত, আর দেখুন, আশ্চর্য্যের বিষয় এই, আহারের সময়ে শর্ম্মাকে মনে পড়ে না, কেবল বাগ ভাল্লুকের মুখে যাবার সময়েই বয়স্যের আদর বাড়ে।

বজ্র। (হাস্য করিয়া) কেন কেন, তোমার যে জঠরানল কিছু-তেই নিবৃত্তি হয় না। এত খাও, তবুও কি তোমার আশ মেটেনা?

বিদূ। মহারাজ! এখন হাসি ঠাট্টা রাখুন, বলুন দেখি, এবারে কত দিন আমাকে খাওয়ান নি। নূতন মাগ পেয়ে তো সব ভুলে গেছেন, বিবাহ করলেন, তাতে তো একখানি লুচি ভাগ্যে ঘট্‌লো না, এবার সুধু কথায় আর চিঁড়ে ভিজ্‌বে না।

বজ্র। বয়স্য! এবারে বিবাহ করা অবধি তোমার সঙ্গে দেখা হয় নাই বটে, তাতে তোমার ক্ষতি কি হয়েছে? যদি খাবার ইচ্ছা হয়ে-ছিল, চাকরদের বল্লেই তো হোতো। এ সংসারে আহারের দ্রব্যের তো অভাব কিছুই নাই।

বিদূ। মহারাজ! আর ঘেঁটিয়ে কাজ নাই। আপনার ভৃত্যদের যেরূপ গুন, তা আমি এক মুখে ব্যাখ্যা কর্‌তে পারি নি, আমিত এক জন সামান্য ব্রাহ্মণের সন্তান, আপনার মন্ত্রীকে তারা বাগে পেলে চেলা কাট মারে! আপনি যতক্ষণ উপস্থিত থাকেন, তখনই লোকে যা কিছু পায়, চোক ফিরালে তারা কাকেও মানে না কি? দেখুন দেখি, এই পরিজনদের জন্য আপনি ত অনেক অর্থ ব্যয় করেন, কিন্তু আপনি কি মনে করেন যে, সকলে তেমনি খেতে পায়? হুঁ—আধ-পেটাও হয় না! বামুণ ঘরে যেতে না যেতেই আপনার ভৃত্যেরা আগু থাক্‌তে লাঙ্গল তুলে বসে থাকে।

বজ্র। (হাস্য ক'রতেং) কেন, তোমার আহার অন্তে বুঝি ভৃত্য-দের কোন দিন বিলম্ব হোয়ে ছিল? তাই বুঝি তাদের উপর এত ক্রুদ্ধ হয়েছ? বয়স্য! তারা বহুবিধ কার্য্যে আবদ্ধ থাকে, সুতরাং সব সময়ে সকল কার্য্য সুচারুরূপে কর্‌তে পারে না। না হয়, আমি আজ তাদের শাসন করে দিব, তা হলেইত হলো!

বিদূ। মহারাজ! আর আপনার ধম্‌কাতে হবে না, আমার সঙ্গে সে বেটাদের ন মাসে ছ মাসে দেখা, তা আমাকে মানুক ভাল না মানুক ভাল, তাতে কি বোয়ে যায়? ধম্‌কানিতে তাদের তো সব হবে। আপ-নার কলঙ্ক নিবারণের জন্য কেবল বল্‌ছিলাম, এতে আমার অন্য কোন অভিপ্রায় নাই। আমার প্রতি যখন রবি দেবের কটাক্ষ আছে, তখন খুচ্‌রো তারা বিরূপ হয়ে কি কর্‌বে?

বজ্র। সে যাহউক বয়স্য, এখন তুমি কিছু খেতে চাও?

বিদূ। তা আবার জিজ্ঞাসা কর্‌চেন! আহারের তুল্য আর কি কোন সুখ পৃথিবীতে আছে? তা মহারাজ! কি খাওয়াবেন বলুন দেখি!

বজ্র। কেন, যা চাইবে, তাই খাওয়াবো। চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয়, এই চতুর্ব্বিধ খাদ্য আমি তোমাকে খাওয়াতে পারি।

বিদূ। মহারাজ! তা যদি হয়, তা হোলে আমি মন খুলে আশী-র্ব্বাদ কর্‌চি যে, আপনার এবারকার স্ত্রীর এক সুসন্তান হোক।

বজ্র। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) বয়স্য! আমার কি সে সুখ আর হবে? আমি কি আবার পুত্রমুখ দেখ্‌বো?

বিদু। মহারাজ! ভাবিত হন কেন? বয়স হয়েছে বলে যদি আপনি না পারেন, তবে আমি ত আছি! আর শেষেও তাই ঘট্‌বে! হা! হা! হা!

বজ্র। দূর ভাঁড়! তোমার যে দেখ্‌চি কিছু মাত্র লজ্জা নাই। মুখে যা আসে তাই বল যে? চিরকালটা একরূপে গেল? বুড় হলে, আজ বৈ কাল মর্‌বে, এখনো ভণ্ডামি ছাড়্‌লে না?

বিদু। মহারাজ! আমার চর্ব্বণশক্তি যত দূর থাকুক বা না থাকুক, ইন্দ্রিয়শক্তিটি বিলক্ষণ আছে। হা! হা! হা!

বজ্র। চর্ব্বণশক্তিরই বা অপরাধ কি? পেট২ করেইতো গেলে, শুধু আমাকে খেতে বাকি রেখেচ বৈ ত নয়। সে যাহউক, আর এখন মিছা বাক্য ব্যয় কর্‌বার প্রয়োজন নাই। আমার আহারের সময় হয়েছে, ঐ দেখ, বৈতালিকেরা গান কর্‌চে। তুমি না খেলে ত শিকারে যাবে না, চল তবে একত্রে আহার করিগে।

(নেপথ্যে গীত।)

রাগিণী খাম্বাজ—তাল আড়াঠেকা।

কালের গতি কে জানে কেমন্।
কালেতেই ঘটে সব অঘট ঘটন্॥
কালেতে আগত কাল, কালেতেই গত কাল,
কালের কি কালাকাল, আছে নিরূপণ?
কালে পতি প্রেম ভঙ্গে, সতী পরপতি সঙ্গে,
রতি-রাস রসরঙ্গে, রত সদা ক্ষণ॥
সাধু সদাশয় যেই, সাধু সদা নয় সেই,
কালের গতিক এই, অসাধু কখন॥

বিদূ। মহারাজকে এই আশীর্ব্বাদ করি যে, এবারের মহিষী চিরযৌবনা হউন। এ ক্ষেত্রে এর অপেক্ষা আপনার আর কি হর্ষদায়ক আশীর্ব্বাদ হতে পারে!

[উভয়ের প্রস্থান।

ইতি প্রথম গর্ভাঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

বাগ্যোদ্যান।

(কুসুমকুমারীর প্রবেশ।)

কুসু। (স্বগত) উর্ব্বশী আমাকে বলেছিল, যে এই সময় বাগানে এলে নাথের সঙ্গে দেখা হবে, তা তিনি কই? সে আমাকে ছলনা কল্লে না কি? না—বোধ হয়, তিনি এখনি আস্‌বেন। (চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি-পাত করিয়া) তবে আমি একটু এই পাথর খানায় বসি। (উপবেশন) হায়! আমার মতন হতভাগিনী রমণীকুলে আর কেউ নাই! মা' ছেলে-বেলায় তো মরে গেছেন, মাতৃসুখ যে কি, তা তো কিছু মাত্রই জানিনে। আর যদি ভাইদুটিকে নিয়ে ছিলাম, তাতেও তো বিধি বিড়ম্বনা দিতে ক্রুটি কোরলেন না! তারা যে কোথায় গেল, তার অনুসন্ধান তো কিছু মাত্রই পেলেম্ না, তাদের যে কি হোলো, তা ভগবানই কেবল বোল্‌তে পারেন! শেষে যদি মনোমত পতি পেয়ে কিছু দিন সুখী হয়ে ছিলাম, সে সুখ আমার এখন বিফল হলো! পিতা তাঁকে এদেশ পরিত্যাগ কত্তে অনুমতি করেছেন, তবে আর কাকে নিয়ে থাক্‌বো? (চিন্তা করিয়া) আহা! কি কমনীয় কায়, কি সুদৃশ্য চক্ষু, কি সুন্দর হাস্যভরা আস্য, কি মুখশ্রী, কি নাসিকা, আর কিবা সুন্দর ভ্রূভঙ্গী, যেন সাক্ষাৎ কন্দর্প। হায়! এমন সুন্দর ও গুণবিশিষ্ট পুরুষকে আমি কি তিলেক ছেড়ে থাক্‌তে পারি? একান্তই যদি তিনি এদেশ থেকে যান, তা হলে আমি তাঁর সঙ্গে যাব, নতুবা বিষ খেয়ে প্রাণত্যাগ কর্‌বো। যদি প্রিয়জন গেল, তা হলে এছার প্রাণে প্রয়োজন কি? (নেপথ্যে পদশব্দ।) বোধ হয়, আমার হৃদয় বল্লভ আস্‌চেন্। (উত্থান ও চতুর্দ্দিগ অবলোকন।) কই এখানে তো কেউ নাই, আমি স্বপ্ন দেখ্‌লেম না কি! বোধ হোচ্চে, তাঁর কোন বিপদ ঘটে থাক্‌বে; না হোলে তিনি এতক্ষণ

আস্‌তেন। আমার পোড়া ভাগ্যে বিপদের তো অভাব নেই। (দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া পুনঃ উপবেশন।)

(উর্ব্বশীর প্রবেশ।)

এই বুঝি এলেন ! (প্রকাশ্যে) কে ও ?

উর্ব্ব। রাজনন্দিনি ! আমি উর্ব্বশী।

কুসু। হাঁ রে উর্ব্বশি ! তুইও কি কালসহকারে আমার প্রতি বাম হলি ? তোর কি এই দুঃখের সময় আমার সঙ্গে ছলনা করা উচিত ? কৈ, আমার প্রাণনাথ কৈ ? আমি যে নিতান্ত অধীরা হয়েছি।

উর্ব্ব। রাজনন্দিনি ! কিঞ্চিৎ সুস্থ হোন। আপনার প্রাণনাথ এখনই আস্‌বেন। এখানে আর কেউ আছে কি না, আমি দেখ্‌তে এসেছি। এ বিষম কাণ্ড যদি অন্য কেউ দেখে, তা হলে কি আমার রক্ষা থাক্‌বে ?

কুসু। না, এখানে আর কেউ নাই। উর্ব্বশি ! তুই শীঘ্র যা, আমার মনোগতির মত সত্বরে গিয়ে প্রাণনাথকে এনে দে।

উর্ব্ব। রাজনন্দিনি ! তাঁকে ত্বরায় প্রেরণ কর্‌চি, শীঘ্র কথোপ-কথন সেরে নেবেন।

[প্রস্থান।

কুসু। (স্বগত) বোধ হচ্চে, স্বামির সমাগম সুখ অতি ত্বরায় লাভ কর্‌বো, কিন্তু সে সুখ আমার ভাগ্যে অদ্য সুখদায়ক হলো না। যা হোক, ক্ষণেক প্রাণকে পরিতৃপ্ত করে নিই, পরে ভাগ্যে যা আছে, তাই ঘটবে

(বিদ্যাবিনোদের প্রবেশ।)

(অগ্রসর হইয়া সজলচক্ষে) প্রাণনাথ ! অভাগিনীকে কি এতক্ষণে মনে পড়্‌লো, আমার চিত্ত-চকোর তোমার মুখচন্দ্রের সুধার আশায় অতি ব্যাকুলিত হচ্ছিল।

বিদ্যা। সে কি প্রিয়ে ! তুমি কি শোন নাই, যে আমার দুর্ভাগ্য

বশতঃ মহারাজ আমাকে অদ্যই এ রাজ্য পরিত্যাগ কর্‌তে আদেশ করেছেন। আমি কি আর সেই বিদ্যাবিনোদ আছি, যে তোমার বিমল মনাকাশে প্রণয় শশী দর্শন কোরে ক্ষুধিত চকোরকে প্রেমসুধা পান কোত্তে দেখ্‌বো। হায়! আমি তোমার পূর্ণচন্দ্রপ্রতিম বদনকমলে মধুব্রতের মধুর গুঞ্জন আর শুন্তে পাব না। হায়! বিধির বিড়ম্বনায় বিদ্যাবিনোদকে এখন বিদ্যাশূন্য হতে হলো!

কুসু। সে কি নাথ। তোমার বিদ্যা গেলেও বিনোদ গুণ যাবার নয়। তোমার যে সব বিনোদ। পিতা তোমাকে যা বলেছেন, আমি সমস্ত শুনেছি। এখন তো তুমি চল্লে, তবে এ দাসীকে সঙ্গে নেও, আমি তোমা ছাড়া তিলেক বাঁচবো না। এ অভাগিনীর তুমি বৈ আর কেউ নাই। তোমার হাতে মন প্রাণ সকলই সোঁপেছি। (বিদ্যাবিনোদের গলে হস্ত দিয়া ক্রন্দন।)

বিদ্যা। ও কি প্রিয়ে! তুমি কাঁদ কেন? (বস্ত্র দিয়া নয়ন মার্জ্জন।) তোমার এরূপ অবস্থা দেখে আমার হৃদয় যে বিদীর্ণ হচ্চে। এমন নির্দ্দয় কর্ম্ম কি কর্‌তে আছে? তুমি কি মনে কর, আমি অল্পদুঃখে তোমায় ছেড়ে যাচ্চি। কেবল কায়াকে সঙ্গে নিলাম, কিন্তু প্রাণ তোমারি কাছে রইল। লোকে দেখে, জলধর চন্দ্রমাকে আচ্ছাদন কল্লে;— লোকে দেখে, চন্দ্রকে অতিক্রম কোরে মেঘ চোলে গেল;——কিন্তু অভ্র কি কখনো প্রকৃতির হৃদয়াকাশ পরিত্যাগ করে? তেমনি লোকে দেখুক, কুসুমকুমারীর বক্ষস্থল ত্যাগ কোরে বিদ্যাবিনোদ বনবাসে গেল, কিন্তু সত্য কি বিদ্যাবিনোদ তোমারে পরিত্যাগ কোরে যাবে? মৃণাল ছিন্ন হলেও কি তার সংযোগ ছিন্ন হয়? প্রিয়ে! স্থির হও! আমি নিতান্তই তোমার। (গলদেশ হইতে হস্ত উত্তোলন।)

কুসু। (ক্রন্দন করিতে করিতে) না——আমি তোমারি সঙ্গে যাব। নাথ! বাল্যকালাবধি আমি অনেক দুঃখ পেয়েছি। আর তুমি আমায় বিরহ-যন্ত্রণা দিওনা।

বিদ্যা। প্রিয়ে! তোমার কোমল প্রাণে যন্ত্রণা দেওয়া কি আমার

সাধ ? প্রেয়সি ! তুমি আমার সঙ্গে গেলে উভয়ের মৃত্যুর পথকে কেবল প্রশস্ত করা হবে। মহারাজ এ কথা শুন্‌লে কি আর রক্ষা রাখ্‌বেন ? তৎক্ষণাৎ প্রাণনাশের অনুমতি দিবেন। দেখ প্রিয়ে ! তাই কি ভাল ? না ভবিষ্যতে মিলনের আশা রেখে কর্ম্ম করা ভাল ?

কুসু। (ক্রন্দন করিতে করিতে) তবে আমার কি হবে! বিরহ-যন্ত্রণা হতে আমাকে কে আর পরিত্রাণ কর্‌বে ?

বিদ্যা। প্রণয়িনি ! এত উতলা হোয়ো না। এ সময় উতলার কার্য্য নয়। যা বলি তা মন দিয়ে শুন।

কুসু। (ক্রন্দন করিতে করিতে) প্রাণনাথ ! বল।

বিদ্যা। দেখ, আমি ত এখন এ রাজ্য হতে চল্লেম, সময়ান্তরে কোন কল-কৌশলে তোমাকে নিয়ে যাব। আমি যেরূপ জীবিত রয়েছি, সেই রূপ এই বাক্যকে সত্য জ্ঞান করো।

কুসু। তবে কি এ অভাগিনীকে নিতান্তই পরিত্যাগ কর্‌বেন ? তবে এ চিরদুঃখিনী অবলা কি রূপে বাঁচবে ? (পুনঃ গলদেশ ধারণ ও ক্রন্দন।)

(নেপথ্যে গীত।)

রাগিণী ইম্‌নি—তাল আড়খেমটা।

প্রেম কি অমূল্য ধন।
প্রেম-গুণে বাঁধা এই অখিল ভুবন ॥
হৃদয়ে মানস খনি, পূর্ণ তাহে প্রেম-মণি,
পয়ঃ মাঝে যথা ননী, হয় দরশন।
বিষম বিচ্ছেদ-ঝড়ে, প্রেম--তরু নাহি নড়ে,
পতঙ্গ প্রদীপে পড়ে, প্রেমেরি কারণ ॥
মথি হৃদি-জলনিধি, নিরমল প্রেম নিধি,
নির্জ্জনে বসিয়া বিধি, করিল সৃজন ॥

বিদ্যা। ঐ শুন, তোমার মাতা দ্বিতীয়া রাজমহিষীর সখীগণ সঙ্গীত কর্‌চে। আহা কি চমৎকার ভাব! বোধ হয়, রাজ্ঞী অবিলম্বেই এই উদ্যানে কুসুম চয়নের জন্যে আস্‌বেন। অতএব প্রিয়ে! যা বলি তা শুন, আমাদের এ স্থলে আর বিলম্ব করা উচিত নয়।

কুসু। নাথ! বলুন, তবে এ অভাগিনীকে কি কর্‌তে হবে।

বিদ্যা। দেখ প্রিয়ে! আমি ত এখন তোমার নিকট হোতে বিদায় হলেম, কিন্তু প্রেমের চিহ্ন স্বরূপ তোমাকে এই এক গাছি কঙ্কণ দিচ্ছি। (হস্ত ধরিয়া কঙ্কণ পরাণ।) এই কঙ্কণকে তুমি সাবধানে রেখ, আর যত দিন তোমার হাতে থাক্‌বে, ততদিন নিশ্চয় জেনো যে, বিদ্যাবিনোদ তোমা বোই আর কারো নয়।

কুসু। (ক্রন্দন করিতে করিতে) নাথ! আমাকে আর কেন যন্ত্রণা দেও? অলঙ্কার আমার এখন ভাল লাগে না। আমার অদৃষ্টে দেখ্‌চি আরো অনেক বিপদ আছে। নাথ! তুমি কি কোন রূপে আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাবে না?—রে প্রাণ! এখন এই কষ্টময়দেহে কেন বাস কর্‌চিস? তুই কি এত কষ্টেও পরিত্যাগ কর্‌তে চাস্‌নি? মরণের এমন শুভ অবসর আর কবে হবে? হায়! কেন আমার পৃথিবীতে জন্ম হয়েছিল! কেন আমি মাতার সহগামিনী হই নাই! কেন আমি আজো বেঁচে আছি? রে প্রাণ! এখনি বাহির হ! যদি সহজে বাহির না হোস্, বলপূর্ব্বক বাহির কর্ব্বো। আমার প্রাণনাথ বিদায় হচ্ছেন, আমি এখনো এখানে আছি!—না, তিনি বিদায় হবেন কেন?—এই যে, আমার সম্মুখেই দাঁড়িয়ে আছেন!—এই যে, আমারে প্রিয়ে বোলে আলিঙ্গন কত্তে আস্‌ছেন!—এই যে, হাস্য কোরে আমারে ছলনা কচ্চেন! কৈ, না! তিনি যে নিশ্চল ও নিস্তব্ধ! তবে কি সত্যই বিদায় হবেন? (উচ্চৈঃস্বরে) হা প্রাণনাথ! তুমি কোথায় যাও?

বিদ্যা। তুমি দেখচি আজ একটা বিষম বিভ্রাট কর্‌বে। আমি আর বিলম্ব করতে পারি নি, রাজ্ঞী এখনই এসে পড়বেন, তা হোলেই

সর্ব্বনাশ উপস্থিত হবে। যদি তোমার কিছু বলবার থাকে, তা বল, নচেৎ আমি বিদায় হই।

কুসু। (ক্রন্দন করিতে করিতে) প্রাণনাথ ! আমার কি আর বল্-বার শক্তি তুমি রাখ্লে, সে বল্ যে তুমি একবারে হরণ করে নিলে। যদি একান্তই যাবে, তা হোলে এই রত্নহার ছড়াটী গ্রহণ কর। (গলদেশে হার প্রদান।) নাথ ! এই হার ছড়াটি যত্ন করে রেখ, আর এর প্রতি দৃষ্টি করে অভাগিনীকে মনে করো। যদি সত্য মিথ্যা হয়, অগ্নি শীতল হয়, ও দিবস রজনী হয়, তা হলেও এ দাসীর অকৃত্রিম প্রেমের উপর কোন সন্দেহ করো না। আমার সকলি তুমি, তোমার বিরহে দেখ্তে পাচ্চি, পুনরায় আমাকে মাতৃ ও ভ্রাতৃশোক ভুগ্তে হবে। এ কি সামান্য যন্ত্রণা——

বিদ্যা। (ক্রন্দন করিতে করিতে) প্রিয়ে ! আর বিচ্ছেদরূপ বাক্যবাণে আমার হৃদয়কে বিদীর্ণ করো না। তুমি যেরূপ স্ত্রীরত্ন, তা আমার ভাল জানা আছে। ভগবান করুন, তুমি এখন শারীরিক কুশলে থাক। তাঁরই প্রসাদে আমাদের অবশ্যই পুনরায় মিলন হবে। আর দেখ, পিতামাতাকে ভক্তি করো, কখনো তাঁদের উপর মন বিচ-লিত করো না। সৎপথে থাক্লেই নিশ্চয় জেন যে, পরিণামে ভাল হবে। (নেপথ্যে পদশব্দ) ঐ শুন, বোধ হয়, রাজ্ঞী আস্চেন, তবে এস একবার আলিঙ্গন করি। (উভয়ের ক্রন্দন করিতে করিতে আলিঙ্গন ও দুই পার্শ্ব দিয়া দুই জনের প্রস্থান।)

ইতি দ্বিতীয়াঙ্ক।

তৃতীয়াঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

সিন্ধুদেশের রাজসভা।

(রাজা রঘুবীর সিংহ আসীন, ও বিষ্ণুদাস মন্ত্রীর প্রবেশ।)

বিষ্ণু। (যোড়হস্তে) নরপতি! আপনার প্রেরিত দূত অদ্য ইন্দোরদেশ হোতে প্রত্যাগত হয়েছে।

রঘু। দূত যে বড় এত শীঘ্র এলো। রাজকরের বিষয় ইন্দোরাধিপতি কি বল্লেন ?

বিষ্ণু। মহারাজ ! তিনি কর দিতে অস্বীকার করেছেন। আরো বলেছেন, এ যাবৎ তিনি অনুগ্রহ করে কর দিচ্ছিলেন, তা এখন তিনি আর দিবেন না।

রঘু। বটে, অনুগ্রহ কবে কর দিয়ে আস্‌ছিলেন ? আবহমান ইন্দোর রাজবংশীয়েরা যা করে আস্‌চেন, তাকে কি না বজ্রবাহু এক্ষণে অনুগ্রহ বলেন ? আমি ত অগ্রেই জানি, যখন কর প্রদানে বিরত হয়েছে, তখন কি সে সহজে দেবে ? বিনা যুদ্ধে এ সকল কার্য্য মীমাংসা হয় না।

বিষ্ণু। মহারাজ ! তা সত্য বটে, যেরূপ পতঙ্গদিগের আসন্নকাল উপস্থিত হলে স্ব-ইচ্ছায় দীপশিখায় পতিত হোয়ে প্রাণত্যাগ করে, ধূর্ত্ত বজ্রবাহুরও সেইরূপ আসন্নকাল উপস্থিত দেখ্‌চি। পুরুষানুক্রমে তাঁরা যে কার্য্য করে আস্‌ছেন, এখন কি না তিনি তাহা রহিত কর্‌তে চান্। বিশেষতঃ যখন তাঁর প্রধান সেনাপতির মৃত্যু হয়েছে, তখন তিনি কি সাহসে এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হলেন ? সেনাপতি থাক্‌লেই আমরা তাঁদের বড় গ্রাহ্য করি, তা এখন তো তাঁর সৈন্যের মাথা শূন্য হয়েছে,

এ বিগ্রহ প্রজ্জ্বলিত হোলে কি ইন্দোরদেশ থাক্‌বে ? এককালে ভস্মরাশি হবে।

রঘু। তাই তো, বজ্রবাহুর যে বড় স্পর্দ্ধা দেখ্‌চি। মন্ত্রিবর! সহসা তিনি এরূপ কর্‌লেন কেন ?

বিষ্ণু। মহারাজ! আর করলেন কেন! আমি অগ্রেই ত নিবেদন করেছি যে, তাঁর আসন্নকাল উপস্থিত। সাধারণ ভাষায় বলে থাকে, "আসন্নকালে বিপরীত বুদ্ধি।"

রঘু। সে যা হউক, তবে যুদ্ধের আর বিলম্ব কর্‌বার প্রয়োজন নাই। অদ্য হোতে যুদ্ধের আয়োজন কর। সৈন্য সামন্তদের প্রস্তুত করবার জন্য সেনাপতিকে আদেশ কর।

বিষ্ণু। মহারাজের আজ্ঞা মাত্রই সমুদয় প্রস্তুত হবে। সে বিষয়ে আপনি কিছুমাত্র চিন্তা কর্‌বেন না। এখন তবে একবার সেনা-পতিকে ডাকা যাউক।

রঘু। আচ্ছা, তবে তাই কর। যুদ্ধবিষয়ে সেনাপতিই প্রধান পরামর্শদাতা। তবে তুমি একজন দূত পাঠিয়ে দাও, তাঁকে ডেকে

বিষ্ণু। (নেপথ্যে দৃষ্টি করিয়া) আর দূত পাঠাবার আবশ্যক নাই, তিনি ঐ আস্‌ছেন।

(বীরবাহুর প্রবেশ।)

বীর। (রাজাকে প্রণাম করত মন্ত্রীর প্রতি) মহাশয়! আমি কি এ সময় বাটীতে সুস্থ হয়ে থাক্‌তে পারি, রাজদূতের প্রত্যাগমন বার্ত্তা পেয়েই এখানে আস্‌চি।

রঘু। বীরবাহু! তুমি উপবেশন কর। মন্ত্রিবর! তুমিও বোসো। (উভয়ের উপবেশন।) অদ্য আমাদের যুদ্ধবিষয়ে একটা বিশেষ পরামর্শ কর্‌তে হবে।

বিষ্ণু। মহারাজ! সেনাপতির নাম কর্‌তে কর্‌তেই যখন উপ-

স্থিত হয়েছেন, তখন উনি অনেক দিন বাঁচবেন। আর আমার বিলক্ষণ বোধ হচ্চে যে, আমাদের অভিলষিত কার্য্য সুসিদ্ধ হবে।

রঘু। সে যা হোক, (সেনাপতির প্রতি) এখন তোমার এ বিষয়ে মত কি ?

বীর। মহারাজ! আমার বিবেচনায় যুদ্ধ করাই শ্রেয়ঃ। যখন ইন্দোরাধিপতি তাঁদের দেয় রাজকর দিতে অসম্মত হয়েছেন, তখন যুদ্ধ না করে আমরা কি রূপে ক্ষান্ত থাক্‌তে পারি ?

রঘু। ভাল, তবে তুমি সৈন্য আয়োজন কর গে। আর যুদ্ধের ঘোষণা এ রাজ্যে প্রচার করতে বিলম্ব করো না।

বীর। আজ্ঞে হাঁ, সে বিষয়ে বিলম্ব কর্‌বার আবশ্যক নাই, আমি অদ্যই রাজ্যে ঘোষণা কর্‌বো।

রঘু। (মন্ত্রীর প্রতি) মন্ত্রিবর! তুমি সেনাপতির যা যা আবশ্যক হয়, সমুদয় প্রস্তুত কর গে।

বিষ্ণু। মহারাজের জয় হউক। তবে আমরা এখন বিদায় হলেম।

রঘু। আচ্ছা তবে চল, আমরা সকলেই যাই, কিন্তু কল্য আহারের পূর্ব্বে একবার আমার সহিত সাক্ষাৎ করো।

[সকলের প্রস্থান।

ইতি প্রথম গর্ভাঙ্ক।
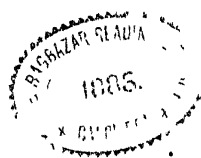
দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

সিন্ধুদেশস্থ সেনাপতির গৃহ।

(দ্বন্দ্বপ্রিয়ের প্রবেশ।)

দ্বন্দ্ব। (স্বগত) এই যে, যা ভাব্‌লেম, তাই যে দেখছি। সেনাপতি মহাশয় তো এখনও গাত্রোত্থান করেন নি, তা কেমন করেই বা করবেন? অধিক রাত্রি জাগরণ কল্লে লোকে কি প্রত্যুষে উঠ্‌তে পারে? সে যা হউক, যার জন্য তিনি কল্যরাত্রে এত কষ্ট লয়েছেন, তাকে তো কোনমতেই এখানে সুস্থির হতে দেওয়া হবেনা! একেই তার উপর আমার এক কুসংস্কার আছে, আর সে এখানে বাস কল্লে আমার বিলক্ষণ হানির সম্ভাবনা; কারণ ধনাঢ্য ব্যক্তিদিগের স্নেহের পাত্র যত অল্প হয়, ততই অধীনস্থ ধনাকাঙ্ক্ষিদিগের শ্রেয়ঃ। (চিন্তা করিয়া) বেলা তো দেখচি প্রায় এক প্রহর হলো, এখনো কি তাঁর নিদ্রাভঙ্গ হয় নি? (নেপথ্যে দৃষ্টি করিয়া সচকিতে) ও কে?——এই যে তিনিই আস্‌ছেন। এখন এঁর নিকট হতে সবিশেষ কথাটার অনুসন্ধান লওয়া যাক।

(বীরবাহুর প্রবেশ।)

মহাশয়ের যে কল্য রাজবাটী থেকে আস্‌তে অনেক বিলম্ব হয়েছিল, এর কারণ কি?

বীর। হাঁ, পথে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হয়েছিল বটে। ইন্দোরদেশের সেনাপতির পুত্র বিদ্যাবিনোদ আমাদের রাজ্যে বাস কর্‌বার মানসে এসেছেন। বিদ্যাবিনোদের পিতা ও আমি শিশুকালে এক গুরুর নিকটে অস্ত্র শিক্ষা করেছিলেম, আর তিনি আমাকে কনিষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় স্নেহ কর্‌তেন। এবং অনেক বিপদ হোতে উদ্ধার করেছিলেন, তাঁর পুত্রের সঙ্গে যখন আমার এই প্রথম সাক্ষাৎ হোলো, তখন আমি

কি প্রকারে তাঁর নিকট হোতে শীঘ্র আস্‌তে পারি? সুতরাং বিবিধ কথোপকথনে বিলম্ব হোয়েছিল।

দ্বন্দ্ব। আজ্ঞা! তা হতেই তো পারে, আপনি যে বিদ্যাবিনোদের কথা বল্লেন, তিনি কি ইন্দোরদেশ থেকে এসেছেন?

বীর। হাঁ,—আর তাঁকে আমার বাটীতে রাখ্‌বো মানস করেছি। তিনি এখনই এখানে আস্‌বেন, তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিবো। দেখ দ্বন্দ্বপ্রিয়! বিদ্যাবিনোদ দেখ্‌তে যেরূপ সুন্দর পুরুষ, সেইরূপ বিবিধ গুণেও ভূষিত। আর শাস্ত্র ও শস্ত্রবিদ্যায় মূর্ত্তিমান। বোধ হয়, বিধি বিবিধ বিধান চিন্তা করে এই বিদ্যাবিনোদকে নানা গুণের আকর করেছেন। এক আশ্চর্য্যের বিষয় দেখ্‌লেম যে, তাঁর অত্যন্ত শিষ্ট ও কোমল প্রকৃতি। অতএব এইরূপ নিধিকে প্রাপ্ত হোয়ে কি পরিত্যাগ কর্ত্তে পারি? মানস কোরেছি যে, আমার একমাত্র দুহিতাকে বিদ্যা-বিনোদের সঙ্গে বিবাহ দিয়া, তাঁকে পুত্রবৎ পালন কোর্‌বো।

দ্বন্দ্ব। মহাশয়! আমাকে তাঁর এত পরিচয় দিতে হবে না। আমি ইন্দোরদেশে কিছুদিন বাস কোরে ছিলাম, সেই জন্য তাঁকে বিলক্ষণ জানি, তবে তিনি আমাকে জানেন কি না বোল্‌তে পারি না। আর আপনি যে বিবাহের কথা বোল্‌ছিলেন, তাতে তিনি সম্মত হবেন না, কারণ তিনি গোপনে ইন্দোররাজ-দুহিতার পাণিগ্রহণ কোরেছেন!

বীর। তাতেই বা আমার ক্ষতি কি? এরূপ সর্ব্বগুণাকর লোক আমার নিকট অবস্থিতি কর্‌লেও অনেক উপকার আছে। (নেপথ্যে দৃষ্টি করিয়া) ঐ দেখ, তিনি আস্‌চেন, সাক্ষাৎ যেন কন্দর্প। আহা! কি সুপুরুষ। (বিদ্যাবিনোদের প্রবেশ ও সেনাপতিকে প্রণাম) এস এস, কাল রাত্রে তোমার তো কোন কষ্ট হয় নি?

বিদ্যা। আপনকার অনুগ্রহে আমার কিছুমাত্র কষ্ট হয় নি।

বীর। ভাল, দেখ বাপু! অদ্যাবধি তুমি আমার বাটীতেই থাক। তোমাকে আমি পুত্রবৎ প্রতিপালন কর্‌বো তুমি আমার সখার পুত্র, অতএব তোমাকে আমার পুত্রবৎ স্নেহ করা অসঙ্গত নয়। দ্বন্দ্বপ্রিয়!

তুমি একটু বিদ্যাবিনোদের সঙ্গে কথোপকথন কর। আমার একবার রাজবাটীতে যাবার প্রয়োজন আছে, সেখানকার কর্ম্মটা শেষ কোরে আসি, তার পর তিনজনে একত্রে আহার কোর্‌বো।

দ্বন্দ্ব। আজ্ঞে, তার ভাবনা কি, আপনি অক্লেশেই যান।

[বীরবাহুর প্রস্থান।

(বিদ্যাবিনোদের প্রতি) মহাশয়ের নাম কি ? আপনি কি ইন্দোরদেশ থেকে এসেছেন ?

বিদ্যা। আজ্ঞে হাঁ, আমার নাম বিদ্যাবিনোদ। মহাশয়ের নাম কি ?

দ্বন্দ্ব। আমার নাম দ্বন্দ্বপ্রিয়, আমি সেনাপতি মহাশয়ের একজন পারিষদ। তিনি আমাকে বিশেষ অনুগ্রহ করে থাকেন। মহাশয়ের কি জন্য ইন্দোরদেশ থেকে আসা হয়েছে ? কোন রাজকর্ম্ম বশতঃ কি?

বিদ্যা। আজ্ঞে না, আমাকে রাজাজ্ঞা বশতঃ স্বদেশ পরিত্যাগ কর্‌তে হয়েছে।

দ্বন্দ্ব। কেন কেন ? আপনি কি কোন অপরাধ করেছেন ? আপনাকে তো অপরাধীর ন্যায় বোধ হয় না।

বিদ্যা। মহাশয় ! অকৃত্রিম প্রেম বশতঃ যদি বিবাহকে দোষ বলা যায়, তা হলে আমি অপরাধী ব্যক্তি বটে।

দ্বন্দ্ব। মহাশয়ের কথা আমি বুঝ্‌তে পারলেম না। অনুগ্রহ করে প্রকাশ করে বলুন।

বিদ্যা। ইন্দোর রাজনন্দিনী ও আমি শৈশব কালাবধি একত্রে থাকতেম, সে জন্য আমাদের পরস্পরের মনে অকৃত্রিম প্রেমের উদয় হয়েছিল, তাই আমরা সঙ্গোপনে গান্ধর্ব্ব বিবাহ করেছিলেম, এই কথা রাজসন্নিধানে কোন প্রতারক বিদিত করেছিল, সেই হেতু, মহারাজ আমার উপর ক্রুদ্ধ হয়ে, প্রথমতঃ আমাকে তিরস্কার করত রাজকুমারী কুসুমকে পরিত্যাগ কর্‌তে বলেন, কিন্তু সে বিষয়ে আমি সম্মত না হওয়াতে তিনি আমার প্রাণদণ্ড কর্‌তে উদ্যত হন, তৎপরে

কি ভেবে আমাকে দেশ হতে বহিষ্কৃত কল্লেন, তা আমি জানিনি। এতে আমার দোষ গুণ বিবেচনা করে দেখুন। এ সকল অতি হৃদয়-বিদীর্ণকর কথা, কিন্তু আজ সেইটি আপনার নিকট ব্যক্ত কর্‌তে হোলো।

দ্বন্দ্ব। মহাশয়কে আমি অগ্রে বিবেচনা করেছিলাম যে, আপনি অতি বুদ্ধিমান, কিন্তু এখন বোধ হচ্চে যে, আপনার তুল্য নির্ব্বোধব্যক্তি আর দুটি নাই, আপনি এতে ক্রুদ্ধ হবেন না। আপনার অবস্থা শুনে মনের দুঃখে কেবল এ কথা বল্লেম্।

বিদ্যা। মহাশয়ের দুঃখের কারণ কি? আর আপনিই বা আমাকে কিসে নির্ব্বোধ বিবেচনা কল্লেন?

দ্বন্দ্ব। সে কথা বল্লে এখনই একটা বিরোধ হয়ে উঠ্‌বে, উচিত বাক্য সকলেরই কর্ণে অতি কর্কশ বোধ হয়, তাই বল্‌ছিলাম যে, ও কথা আপনার শুনে কাজ নাই।

বিদ্যা। মহাশয়! যদি না বল্‌বেন, তা হলে এ কথা আমার কাছে প্রসঙ্গ করাই অন্যায় হয়েছে।

দ্বন্দ্ব। মহাশয়! তবে শুনুন। আপনাদের ইন্দোরদেশস্থ সমস্ত অঙ্গনার চরিত্র অতি চপল, তাতে আবার আপনি রাজকুমারীর পাণিগ্রহণ করেছেন, সুতরাং তারও চরিত্র যে ভাল, এমন আমার কখন বোধ হয় না। তাই বল্‌ছিলেম যে, আপনি যখন তাঁরজন্য প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে প্রস্তুত ছিলেন, তখন আপনাকে নির্ব্বোধ না বল্লে আর কি বলি।

বিদ্যা। (রোষ প্রকাশ করিয়া) মহাশয় কি বল্লেন? সকলেই আপনার মতন পৃথিবীকে দেখে থাকে, আমাদের দেশের তুল্য স্ত্রীলোক কি আর কুত্রাপি আছে? তাহাদিগকে রত্নবিশেষ বল্লে ও বলা যেতে পারে, এবং সে সকলের শিরোভূষার তুল্য রাজকুমারী কুসুম ইন্দোরাধিপতির ঔরসে জন্মগ্রহণ করেছেন। মহাশয় না জেনে শুনে এরূপ বাক্য কখন প্রয়োগ কর্‌বেন না।

দ্বন্দ্ব। আমি অগ্রেই বলেছিলাম যে, উচিত কথা বল্লে আপনি

রাগ কর্‌বেন। আপনি সকল দেশকে সিন্ধুদেশের তুল্য জ্ঞান করেন না কি ?

বিদ্যা। মহাশয়! মিছে আমার সঙ্গে বাগ্‌বিতণ্ডা কেন করেন ? আমি বাল্যকালাবধি রাজকুমারী কুসুমের চরিত্র অবলোকন কোরে আস্‌চি। তাঁর তুল্য কোমলপ্রকৃতি স্ত্রীলোক আমার মতে ভূমণ্ডলে প্রাপ্ত হওয়া ভার। তাঁর রূপ যেমন, গুণও তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট।

দ্বন্দ্ব। মহাশয়! আমিও আপনাদের দেশে অনেক দিন বাস করে ছিলাম। আমার কাছে কোন কথা গোপন নাই। আমি এরূপ দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হয়ে বল্‌তে পারি, যে এখন যদি আপনাদের দেশে যাই, তা হলে সেই রাজকুমারী কুসুমের সতীত্বরূপ কুসুমকে অনায়াসেই অপহরণ কর্ত্তে পারি।

বিদ্যা। মহাশয়! বাতুলের মত কেন বকেন ? আপনি ত সামান্য মনুষ্য, দেবতারাও একার্য্যে কখন কৃতকার্য্য হোতে পারেন না।

দ্বন্দ্ব। হা হা! (হাস্য)। মহাশয়! দেখ্‌তে চান, না শুন্তে চান ? আপনি প্রথমে আমার সঙ্গে একটা পণ করুন, তার পরে আমি পারি কি না, পশ্চাৎ দেখে নেবেন।

বিদ্যা। কুসুমের সতীত্ব নষ্ট করা দূরে থাক, তার হস্তে যে কঙ্কণ আছে, তা যদি তুমি আমার কাছে এনে দিতে পার, তা হোলে আপনার চিরদাস হবো, আরও আমি সেই কুসুমের প্রদত্ত আমাদের প্রথম প্রণয়ের চিহ্নস্বরূপ এই রত্নহার ছড়াটিও তোমাকে প্রদান করবো। এ অপেক্ষা তো আর কিছু পণ নাই। আর যদি তুমি এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হতে না পার, তা হলে আমাকে কি দিবে ?

দ্বন্দ্ব। আমি আপনাকে পঞ্চ সহস্র মুদ্রা দিব। দেখুন, এখনও বিবেচনার সময় আছে। পণে প্রবৃত্ত হলে আর রক্ষা থাক্‌বে না।

বিদ্যা। আমার এই প্রতিজ্ঞা পর্ব্বত-তুল্য অচল জ্ঞান করো। মুখ থেকে একবার যা নির্গত হয়েছে, সে কথা আর কখন পরিবর্ত্ত হবে না। দেখ্‌তে পাচ্চি, তোমার ভাগ্যে পণ্ডশ্রম ও কিঞ্চিৎ

দণ্ড আছে। সতী স্ত্রীলোক কখন কি অন্য পুরুষের কুহকে ভুলে? তা হলে যে বেদ মিথ্যা হবে।

দ্বন্দ্ব। মহাশয়! আর বাক্য ব্যয়ের প্রয়োজন নাই। সেনাপতি মহাশয় এখনি আস্‌বেন, এখনতো আমরা স্থিরপ্রতিজ্ঞ হয়েছি, আর ইন্দোর রাজ্য এখান থেকে বহুদূরও নয়, আমি সত্বরেই প্রতিজ্ঞা পালন করে আস্‌বো, তখন জান্‌বেন যে, দ্বন্দ্বপ্রিয় কিরূপ লোক।

বিদ্যা। আচ্ছা, দেখা যাবে।

নেপথ্যে। সেনাপতি মহাশয় আপনাদের আহার কত্তে ডাক্‌ছেন।

দ্বন্দ্ব। তবে মহাশয় চলুন, আমরা আহার করিগে, আহারান্তে অদ্যই আমি আপনাদের দেশে যাত্রা কর্‌বো।

বিদ্যা। তবে চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

ইতি তৃতীয়াঙ্ক।

চতুর্থাঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

ইন্দোরদেশের রাজান্তঃপুরস্থ গৃহ।

(যশোদা বাই ও ধন্বন্তরির প্রবেশ।)

ধন্ব। দেবি! এ দাসকে কি জন্য স্মরণ করেছিলেন?

যশো। বৈদ্যরাজ! তোমার সঙ্গে আমার বিশেষ কথা আছে।

ধন্ব। আজ্ঞে করুন।

যশো। কয়েক দিন হলো, আমার কিছুই ভাল লাগ্‌চে না। আহার, নিদ্রা প্রভৃতি স্বাভাবিক কার্য্য সকলে আমার অত্যন্ত বিকার জন্মেছে। আর দিবানিশি মন যেন হুহু করে। এর কারণ কি?

ধন্ব। দেবি! আপনি যে সকল অসুস্থতার কথা বল্‌ছেন, এতে বিবিধ প্রকার রোগ উৎপন্ন হতে পারে, এখন থেকে যদ্যপি নিয়মিত ঔষধ সেবন না করেন, তা হলে পরিণামে একটা উৎকট রোগ জন্মাবে।

যশো। ভাল, তবে তুমি ঔষধ প্রস্তুত করগে। আর এ রূপ ঔষধ ব্যবস্থা করো, যাতে করে আমার মনের অসুস্থতা দূর হয়। আমি সেই জন্য বিশেষ ভাবিত আছি।

ধন্ব। রাজমহিষি! ঔষধ সেবনে ব্যাধির শান্তি হতে পারে, কিন্তু মনের অসুস্থতা নিবারণ কত্তে নিদানে কোন বিধান নাই। সে রোগের বৈদ্য একমাত্র রোগী স্বয়ং।

যশো। ভাল, দেখা যাক্, তোমার ঔষধে আমি কি উপকার পাই। দেখ বৈদ্যরাজ! কয়েক দিবস হলো, আমি তোমাকে যে বিষমিশ্র ঔষধের কথা বলেছিলাম, তা কি এনেছ?

ধন্ব। দেবি! আপনার আজ্ঞা কি আমি অবহেলন কোর্‌তে পারি। কিন্তু তাহা প্রদান কর্‌বার অগ্রে এ অধীন আপনাকে কিছু নিবেদন কর্ত্তে চায়।

যশো। কি বল্‌বে, বল।

ধন্ব। রাজ্ঞি! আপনি সে বিষ নিয়ে কি কোর্‌বেন? সে অতি ভয়ানক পদার্থ। মানব-জীবনের সঙ্গে তার অত্যন্ত শত্রুতা, আরো দেখুন, আপনি বোলছেন, যে আপনার কিছু ভাল লাগে না, অতএব এরূপ অবস্থায় প্রাণহারক দ্রব্য কাছে রাখা উচিত হয় না।

যশো। (ঈষৎ হাস্য করিয়া) বৈদ্যরাজ! তুমি কি ভাব্‌ছো আমি বিষপান কর্‌বো? তাও কি কখন হয়? আমার মন্দিরে আপাততঃ মূষিকেরা অত্যন্ত দৌরাত্ম্য কর্‌তে আরম্ভ করেছে, অতএব তাদের প্রাণনাশের জন্যই আমি তোমার নিকটে বিষ চেয়ে ছিলাম।

ধন্ব। (বিষপাত্র বাহির করিয়া) রাজ্ঞি! এই নিন্, ইহা অত্যন্ত সাবধানে রাখ্‌বেন, মনুষ্যে যদি এর এক বিন্দু পান করে, তা হলে তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হবে।

যশো। তাই কর্‌বো। বৈদ্যরাজ! তবে তুমি এখন বিদায় হও। (নেপথ্যে দৃষ্টিপাত করিয়া মৃদুস্বরে) আমি যে মূষিকের জন্য এই হলাহল সংগ্রহ কর্‌লেম, সে যে এই দিকেই আস্‌ছে।

(সত্যসুতের প্রবেশ।)

এস সত্যসুত এস।

ধন্ব। রাজ্ঞি! তবে আমি বিদায় হই। (মৃদুস্বরে) আমি তোমার স্বভাব বিলক্ষণ জানি, আমিও তেমনি বিষ তোমাকে দিয়ে গেলেম।

[ধন্বন্তরির প্রস্থান।

যশো। সত্যসুত! এখন তুমি কোথেকে আস্‌ছ?

সত্য। মাতঃ! আমি এখন রাজসভা হতে আস্‌ছি।

যশো। রাজা এখন কি কচ্চেন ?

সত্য। মহারাজ সভা হতে গাত্রোত্থান করে স্নান কর্‌তে গমন কল্লেন। (রাণীর হস্তে দৃষ্টিপাত করিয়া) জননি ! আপনার হস্তে উটি কি ?

যশো। ও সেই ঔষধ, আমি যার কথা তোমায় পূর্ব্বে বলেছিলাম। এর কিঞ্চিৎ পান কর্‌লে শারীরিক পরিশ্রমের কষ্ট এককালীন দূর হয়। কেন ? তুমি কি এটি চাও ?

সত্য। মাতঃ! ও তো অমৃত বিশেষ, তা এমন জিনিষ কি আমায় দিবেন ?

যশো। কেন ? আমি তো তোমাকে পূর্ব্বেই দিবার জন্য অঙ্গীকার করেছি। এই নাও। (হস্তে পাত্র প্রদান।) এর কিঞ্চিৎ সেবন করো, তাহলে এর যে কি গুণ, তা জান্‌তে পার্‌বে। তুমি আমার প্রিয় দাস, তারই জন্য তোমাকে দিলাম।

সত্য। জননি ! আপনার প্রসাদ শিরোধার্য্য। আমি ইহা বিশেষ যত্ন করে রাখবো।

যশো। সত্যসুত ! তবে তুমি এখন যাও, আর দেখ, কুসুম ত এখন ভাল আছে ? তার প্রতি যত্ন করো।

সত্য। মাতঃ! আপনি থাক্‌তে এ দাস আর কি যত্ন কর্‌বে ? রাজকুমারী ইদানী বড় ভাল নাই। তিনি দিবানিশি বিদ্যাবিনোদের জন্য আক্ষেপ করেন, এ দাস তাঁর মনকে শান্ত কর্‌তে অক্ষম হয়েছে।

যশো। আহা ! তাতো হতেই পারে, স্বামীর দুঃখে কার না মন ব্যাকুল হয় !

সত্য। আজ্ঞা হাঁ ! তা বটেই তো। আমি এখন বিদায় হলেম।

যশো। আচ্ছা, তবে তুমি এখন যাও, মহারাজের আহারের সময় হয়েছে, তিনি এখনই আস্‌বেন।

[সত্যসুতের প্রস্থান।

দূর হ, তুই যমপুরে গেলেই আমার মানস সিদ্ধ হয়। মেয়েটা ত তোরই জন্য বেঁচে আছে। সে যা হউক, আমার এখানে আর থাকা উচিত নয়।

[প্রস্থান।

ইতি প্রথম গর্ভাঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

রাজোদ্যান।

(দ্বন্দ্বপ্রিয়ের প্রবেশ।)

দ্বন্দ্ব। (স্বগত) হা! হা! (হাস্য।) কেমন কৌশলে আজ আমি এখানে এলেম! অর্থের লোভে কেনা বশ হয়! তা উর্ব্বশীতো একটা সামান্যা স্ত্রীলোক, সে যে টাকার কুহকে ভুলবে না, সেটাও কি আবার কথা! কিন্তু যা বলি, তাকে আমি সহজে বশ কর্ত্তে পারি নি। অনেক লোভ দেখিয়ে সে কার্য্য সিদ্ধ করেছি। বুদ্ধিবলের চেয়ে কি আর কোন বল আছে? বুদ্ধির দ্বারা লোক অঘটন ঘটাতে পারে। দেখ, এই বুদ্ধি ধোরে রাজকুমার সুন্দর যে রূপে বিদ্যার দর্শন লাভ করেছিল, আমিও সেইরূপ আজ রাজকুমারী কুসুমের সঙ্গ লাভ কর্ত্তে এসেছি। দেখ্‌তে পাচ্ছি, আমার কার্য্যটা সিদ্ধ হলে বিদ্যাবিনোদ এককালীন নিরাশা-রূপ সাগরে পতিত হয়ে বিবিধ মনোবেদনা পাবে। সে আমার দেশের স্ত্রীলোকদের যে রূপ নিন্দা করেছে, তাকে সমুচিত শাস্তি না দিলে কি আমার মনসুস্থ হবে? আর সে শাস্তি দেবার সুযোগ অতি সন্নিকট হয়েছে, এই উদ্যানে আসা তার প্রথম সোপান দেখ্‌ছি, এর পর এখন অনেক কাজ বাকি আছে। রাজনন্দিনীর সতীত্বরূপ রত্ন অপহরণ না কর্ত্তে পাল্লে আমার দ্বন্দ্বপ্রিয় নামই বৃথা হবে! (চিন্তা করিয়া) যেরূপ অস্ত্রবিশারদ সুশিক্ষিত সেনাপতিগণ অরাতিকুলের দুর্গকে ভেদ কর্‌বার অগ্রে তার চতুষ্পার্শ্ব নিরীক্ষণ করে, পরে যে দিকে শিথিল পায়, সেই দিক্ দিয়া প্রবেশ কোরে কার্য্যসিদ্ধ করে, আমিও আজ সেই রূপে রাজনন্দিনীকে অবলোকন কর্‌বো পরে তাকে যে প্রকারে বশ করা যায়, সে রূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান কর্‌বো, কিন্তু কার্য্য করবার অগ্রে একবার দেখাটা চাই। একান্ত যদি তার মনকে বশীভূত

কর্ত্তে না পারি, তাহলে ছলনা অবলম্বন কর্‌বো। (নেপথ্যে দৃষ্টিপাত করিয়া) ঐ যে রাজনন্দিনী উর্ব্বশীর সঙ্গে এই দিকেই আসছেন। আহা! কি চমৎকার রূপ! সাক্ষাৎ যেন দেব-কন্যা! এই যে এই দিকেই আস্‌ছেন, তবে আমি কিঞ্চিৎ অন্তরালে অবস্থিতি করি। (অন্তরালে অবস্থিতি।)

(কুসুমকুমারী এবং উর্ব্বশীর প্রবেশ।)

কুসু। উর্ব্বশি! বিরহানলের কি দাহিকা শক্তি! স্বাভাবিক অগ্নির চেয়ে এ অগ্নি সহস্রগুণে প্রখর। আর দেখ্, কবিগণ যে কন্দর্পের করে কুসুমবাণ দিয়াছেন, সে কেবল নারীকুলকে মজাবার জন্য। নামে ফুলবাণ বটে, কিন্তু তার আঘাত বজ্র হতেও প্রখর, বিষ হতে ও তীব্র এবং পাষাণ হতেও কঠিন। অনঙ্গের শরাঘাত অবলার প্রাণে কি সহ্য হয়? বিচ্ছেদ আগুনের দ্বিগুণ, একেত তার জ্বালার কাছে কিছুই নাই, দ্বিতীয় সে অগ্নিতে একেবারে দগ্ধ করে না। উর্ব্বশি! তা আমি কি করি বল দেখি?

উর্ব্ব। রাজনন্দিনি! আপনি এত ব্যাকুল হচ্ছেন কেন? এখন এই খানে একটু বসুন। দেখুন দেখি, এখানে কেমন শীতল মলয়বায়ু সঞ্চালিত হচ্চে, এ বাতাস কিছুক্ষণ সেবন কল্লে আপনার শরীর সুস্থ হবে এখন। সুগন্ধ পুষ্পের গন্ধ ও এ রূপ শীতল বায়ুতে কে না পরিতৃপ্ত হয়?

কুসু। উর্ব্বশি! তোর কিছুমাত্র বোধ নাই। তুই কি মনে করিস্ যে, সুকুসুমের ঘ্রাণে ও মলয় মারুতে আমার প্রাণ শীতল হবে? তারা হলো কামদেবের অনুচর, তাদের প্রভু যাকে নিগ্রহ করে, অনুচরেরা কি তাকে আশ্রয় দান কর্ত্তে পারে? প্রভুর বিরাগ জান্তে পাল্লে ভৃত্যেরা নীচ স্বভাব বশতঃ তদপেক্ষা নিগ্রহ দায়ক হয়, এই বিধি বিশ্বমাঝে চিরকাল প্রচলিত আছে, তা কি তুই জানিস নি?

উর্ব্ব। রাজনন্দিনি! জেনেই বা কি করি? এখন দশম দশা হতে

আপনাকে ত বাচাতে হবে, অতএব দুচারটা প্রবোধ বাক্যে না ভুলিয়ে কি করি ?

কুসু। এ দশা থেকে যদি আমি বাঁচ্‌বো, তা হলে ছেলেবেলা থেকে আমার এমন দশা হতো না। উহু! প্রাণ যে জ্বলে গেল! উর্ব্বশি! আমায় তুই বিষ এনে দে।

উর্ব্ব। রাজনন্দিনি! এমন কথা কি বল্‌তে আছে? আমি কি আপনার শত্রু, যে আপনার প্রাণ নষ্ট করবো ?

কুসু। সামান্য বিষে কি আমার প্রাণ নষ্ট হবার সম্ভাবনা আছে ? বিচ্ছেদবিষে আমার শরীর জর জর হয়ে রয়েছে, তাই বলছিলেম যে, বিষ এনে দে, তাহলে প্রাণটা বাঁচে। তুই কি জানিসনি যে, "বিষে বিষ ক্ষয় হয়"।

উর্ব্ব। রাজনন্দিনি! এর উপর আমি আর কি বল্‌বো। আপনি ক্ষান্ত হোন, অবশ্য আপনার প্রিয় সমাগমসুখ লাভ হবে। বিধি কি এতই নির্দ্দয় যে, আপনাকে চিরকাল এই রূপ যন্ত্রণা দেবেন ?

কুসু। বিধির কাছে কি সুবিধি আছে ? যদি তা হোতো, তাহলে বল দেখি, কোন্ বিধিতে এই নির্দ্দয় রতিপতিকে সৃজন করেছেন? আর যে তুই নাথের সমাগমের কথা বলছিস্, সে কি আমার এ পোড়া কপালে ফল্‌বে ? পিতা সে আশাতরুর মূল এককালীন নির্ম্মূল করেছেন। দেখ, যে রূপ নরপতি বিনে রাজ্য ছারখার হয়, সেইরূপ পতিবিনে স্ত্রীলোকের যৌবনরাজ্যেরও সেই দশা ঘটে। বিরহরূপ বিদ্রোহানল তাতে নিয়তই প্রজ্বলিত হয়ে থাকে।

উর্ব্ব। রাজকুমারি! চির দিন কারো কখন সমান যায় না, অতএব আপনার দুঃখ যে শেষ হবে না, এ কথা কি রূপে যুক্তিসিদ্ধ বল্‌বো ?

কুসু। এ প্রাণ থাক্‌তে ত নয়। তবে প্রাণের শেষ হলে দুঃখেরও শেষ অবশ্যই হবে। উর্ব্বশি! আমার প্রাণে আর কষ্ট সয় না, তুই সেই বিনোদরূপ ঔষধ এনে আমার এই কষ্ট নিবারণ কর।

উর্ব্ব। রাজনন্দিনি! যিনি আপনার মনে এই বিচ্ছেদরূপ বিকা-

রের উদয় করে দিয়াছেন, তিনিই অবশ্য পুনরায় সে রোগের ঔষধ আপনার নিকট পাঠাবেন এ উতলার কর্ম্ম নয়।

(নেপথ্যে গীত।)

রাগিণী ঝিঁঝিঁট—তাল আড়াঠেকা।

কি করি কি করি বল, বিষম বিরহদায়।
সজনি! সন্তাপ আরো; শরীরে না সহা যায়॥
সদা মনে সাধ করি, পোড়া দেহ পরিহরি,
পাপ প্রাণ সহচরি! তবু নাহি বাহিরায়॥
অন্তরে আগুন জ্বলে, নিবারিতে গেলে জলে;
আমার কপাল ফলে, সে জল শুকায় :—
অনলে ঝাঁপিলে পরে, আঁখি বিপক্ষতা করে,
শোকেরো সলিল ঢেলে, অনল নিবায় হায়॥

কুসু। উর্ব্বশি! ঐ শোন। আমার মাথাটা ঘুর্‌চে কেন? দশদিক যেন অন্ধকার দেখছি, আমায় ধর। (উর্ব্বশীর রাজকুমারীকে ধারণ।)

উর্ব্ব। ওমা! আপনার সর্ব্ব শরীর যে কাঁপ্‌ছে! এ আবার কি হলো! তবে চলুন চলুন, এখানে আর থেকে কাজ নাই। ভাগ্যিস ধরেছি, তা না হলে এখনি পড়ে যেতেন, চলুন, ঘরে নিয়ে যাই।

কুসু। (মৃদুস্বরে) হ্যাঁ নিয়ে চল।

[রাজকুমারীকে লইয়া উর্ব্বশীর প্রস্থান।

(দ্বন্দ্বপ্রিয়ের পুনঃ প্রবেশ।)

দ্বন্দ্ব। (স্বগত) সর্ব্বনাশ! উর্ব্বশী যা বলেছিল, তা ত আজ স্বচক্ষে দেখ্‌লেম। এর মন ভুলান কি আমার সাধ্য? বিদ্যাবিনোদ বলেছিল যে, "দেবতারাও সে কার্য্যে কৃতকার্য্য হবেন না" সে কথাটা রাজকু-

মারীকে দেখে যথার্থ বোধ হলো। আহা! বিধাতা যেন কোমলতর হস্তে, এই রাজকুমারীর কোমল শরীর গঠন করেছেন। আর রূপে যেন সাক্ষাৎ সিন্ধুসুতা, এর কাছে কি আমার চাতুরী খাটবে? আমি মনে করেছিলেম যে, মেয়েমানুষ না মেয়েমানুষ, কিন্তু এ যে এত পতি-প্রাণা, তা যদি অগ্রে জান্‌তেম, তা হলে কি এ ঝকমারি কাজে হাত দিই? (কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া) দ্বন্দ্বপ্রিয় নামটা কি তবে বিফল হলো? শিকারের নিকট-বর্ত্তী হয়েও কি তাকে ছাড়তে হলো? তা না করেই বা কি করি? এত সামান্য শিকার নয়! এর কোপানলে যে আমার সমুদয় শরীর ভস্ম হতে পারে! সতী স্ত্রীর মন কি কখন বিচলিত হয়? সে যাহউক, এখন উপায়ান্তর দেখ্‌তে হলো। (নেপথ্যে পদশব্দ) বোধ হয় উর্ব্বশী আস্‌ছে। তা দেখি, ওর সঙ্গে পরামর্শ করে যদি কিছু কর্ত্তে পারি।

(উর্ব্বশীর পুনঃ প্রবেশ।)

উর্ব্ব। কেমন মহাশয়? যা আমি বোলেছিলেম, তা তো স্বচক্ষে দেখ্‌লেন। এখন কি কর্‌বেন বোলুন দেখি, রাজনন্দিনীর মন কি আপনি বশ কর্ত্তে পারেন? সে আশা আপনার দুরাশা মাত্র।

দ্বন্দ্ব। সহচরি! তুমি যা বলেছিলে, তা সকলি সত্য, এ সামান্য মেয়েমানুষ নয়, সুতরাং পূর্ব্বের আশা এখন ত্যাগ কর্ত্তে হলো। এখন তুমি আমার একমাত্র উপায়, তোমাবিনে আমার গতি নাই।

উর্ব্ব। মহাশয়ের অভিপ্রায় কি বলুন দেখি। আপনি যা ভাব-ছেন, তা হবার যো নাই। আমাহতে সে কাজ হবে না।

দ্বন্দ্ব। না, আমি তা চাইনি, পণ রক্ষা কর্ত্তে এসে কি প্রাণটা হারাবো? তবে কি না, যদি তুমি কোন প্রকারে রাজনন্দিনীর কঙ্কণ গাছটি আমায় দিতে পার, তা হলেই মানটা থাকে। মানে মানে দেশে ফিরে যেতে পাল্লে বাঁচি।

উর্ব্ব। মহাশয়! এও ত বড় সামান্য ব্যাপার নয়। বিদ্যাবিনোদ

সেই কঙ্কণ রাজনন্দিনীকে দিয়েছিলেন, তাকে তিনি প্রাণাপেক্ষাও যত্ন করে রাখেন। আমি তা কেমন করে নোবো ?

দ্বন্দ্ব। আচ্ছা, নিদ্রিত-অবস্থায় অনায়াসে নিতে পার ত ?

ঊর্দ্ধ। এরূপ অসমসাহসিক কাজ কর্ত্তে আমার ত সাহস হয় না।

দ্বন্দ্ব। আচ্ছা, তুমি না পার, আমি কর্ত্তে প্রস্তুত আছি। কোন গতিকে একবার রাজনন্দিনীর শয়নগৃহে আমায় প্রবেশ করিয়ে দিতে পার ?

ঊর্দ্ধ। (কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া) হাঁ, সে বিষয়ের একটা যুক্তি আছে। আর কিছু ক্ষণ বৈ তোমাকে আমার ঘরে নিয়ে রাখবো, তার পর, রাজনন্দিনী যখন নিদ্রায় অভিভূতা হবেন, তখন তুমি যদি বেরিয়ে কার্য্য সিদ্ধি কর্ত্তে পার, তা হলেই ত হয়। আমি রাজনন্দিনীর শোবার পাশের ঘরে থাকি।

দ্বন্দ্ব। হা হা, (হাস্য) তা হলেই হয়, এ কি তুমি সামান্য বুদ্ধি বের করেছো! তোমার বুদ্ধির কাছে কি আমার বুদ্ধি লাগে? তবে আমি এই খানে গুপ্তভাবে থাকি, সময় বুঝে আমাকে এখান থেকে নিয়ে যেও।

ঊর্দ্ধ। হাঁ, তাই কর্‌বো। এখন আমি চোল্লেম্।

[প্রস্থান।

দ্বন্দ্ব। তবে আমিও একটু লুকিয়ে থাকি গে।

[প্রস্থান।

ইতি দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

কুসুমকুমারীর শয়নমন্দির।

মেঘ-গর্জ্জন ও বিদ্যুৎ।

(কুসুমকুমারী শয্যায় আসীনা ও উর্ব্বশীর প্রবেশ।)

কুসু। উর্ব্বশি! কত রাত হয়েছে? উঃ! কি ভয়ানক মেঘ গর্জ্জন হচ্ছে!

উর্ব্ব। রাজনন্দিনি! তিন প্রহর হয়েছে।

কুসু। এত রাত হয়েছে? দেখ্ উর্ব্বশি! আমার আজ কিছু ভাল লাগ্‌ছেনা, প্রাণটা যেন হু হু কর্‌ছে, আর লোকের যেরূপ আসন্ন বিপদ হলে হয়, আমার মনে সেই রূপ হচ্ছে, বিশেষ আজ আমার দক্ষিণ চক্ষু নাচ্‌ছে, এ সকল বড় ভাল লক্ষণ নয়। বোধ হয়, নাথের কোন বিপদ হয়ে থাক্‌বে।

উর্ব্ব। বালাই! আপনার শত্রুর বিপদ হউক। রাজনন্দিনি! ও কথা সর্ব্বদা ভাব্‌বেন না। দিবানিশি মন্দ ভাব্‌লেই মন্দ উপস্থিত হয়। তা একটু শয়ন করুন।

কুসু। ভাল, তাই করি, দেখি, নিদ্রায় যদি মনটা সুস্থ হয়। তবে তুই এখন যা। আর যদি তোর রাত্ থাক্‌তে ঘুম ভাঙ্গে, তবে আমাকে জাগিয়ে দিস্। প্রাতঃকালের সমীরণ সেবন কর্‌তে আমার অভিলাষ হয়েছে। দেখি, তাতে ও যদি এ দগ্ধ মন শীতল হয়।

উর্ব্ব। রাজনন্দিনি! আমাকে যা বল্লেন, তাই আমি কর্‌বো। তবে আমি এখন চল্লেম্, আপনি শয়ন করুন।

[প্রস্থান।

কুসু। (স্বগত) হায়! আমার মন এমন হলো কেন? বস্‌তে শুতে যে সুখ পাই নি। নাথের কিছু অমঙ্গল হলো না কি? উর্ব্বশী আমাকে ঘুমুতে বলে গেল, আমি ও তো তাতে সায় দিলেম, কিন্তু এই

পোড়া চক্ষে কি ঘুম হবে ? নিদ্রা সুখের অনুচরী, দুঃখের কেউ নয়। (করযোড় করিয়া) হে নিদ্রাদেবি! তুমি অনুগ্রহ করে একবার এ দুঃখিনীর চক্ষুমধ্যে আবিষ্টা হও, আর এ দাসীর মনের ক্লেশ দূর কর। হে ভগবন! আমার প্রার্থনা এই যে, আমার প্রাণপতি যেন সুখে থাকেন। তাঁর অমঙ্গল হবার অগ্রে এ অধীনীর প্রাণ সংহার করো! এখনও যে চক্ষু নাচ্চে।——দূর হউক, আর ভাব্‌বো না, একটু শুই। (শয়ন ও নিদ্রায় অভিভূতা)।

(দ্বন্দ্বপ্রিয়ের প্রবেশ।)

দ্বন্দ্ব। (স্বগত) কি ভয়ানক রজনী! এমন অন্ধকার তো আমি জন্মেও দেখি নি! আমার ভয়ানক কার্য্যকে সাহায্য করবার জন্যে বোধ হয় শশী আকাশে লুক্কায়িত হলেন। এ ঘরে আলো জ্বোল্‌চে বলে, মনে কিছু আশঙ্কা হচ্চে না, কিন্তু যখন উর্ব্বশীর ঘরের গবাক্ষদ্বার দিয়া অবনীকে দৃষ্টি করেছিলেম, তখন আমার মনে ভয়ের সঞ্চার হয়ে ছিল, সেই ভয় এখন পর্য্যন্ত তিরোহিত হয় নি, দেখে বোধ হলো যেন, অর্দ্ধেক পৃথিবী নিদ্রায় অভিভূতা হয়ে অচেতনপ্রায় রয়েছে। কেবল হিংস্র পশুদিগের ভয়ানক রোদনের নিনাদ বই আর কিছুই শুনা যায় না। এ সকল কি সামান্য ভয়াবহ ব্যাপার! এ দেখে কার না মনে ভয় হয়? (রাজনন্দিনীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া) আমার চিরাকাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য এই সম্মুখে নিদ্রায় অচেতন হোয়ে মৃতপ্রায় পড়ে রয়েছেন, অথচ যে তাঁর বক্ষের শেলস্বরূপ এই দ্বন্দ্বপ্রিয় কাছে রয়েছে, তার কিছুমাত্র জ্ঞান নাই, নিদ্রাকে যে কবিগণ মৃত্যুর অনুরূপ বলে বর্ণনা করেছেন, তা যথার্থই বটে। আহা! স্বর্ণলতার ন্যায় এই ইন্দোর-রাজবালা শয্যার পড়ে রয়েছেন! কি অলৌকিক রূপ! বোধ হয় যেন, বিধাতা এঁকে কোমলতা গুণের-নিদান করেছেন, আর আমাকে এঁর প্রাণের বেদনার কারণ কন্টকরূপে সৃজন করেছেন। সে যা হউক, আমি যে কার্য্য কর্‌তে মানস করেছি, তা কি আমার করা

ভাল ? (চিন্তা) কি করি, স্বদেশের মান রক্ষার্থে অগত্যা আমাকে সে কার্য্য কর্‌তে হবে। অতএব আমার আর বিলম্ব করে কাজ নাই। (কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া) ভাল মনে পড়েছে। আমি, এ ঘরটার কোথায় কি আছে, ভাল করে দেখে নিই। এই তো দেখ্‌চি, কয়েক খানা চিত্রপট, আর সম্মুখে একখানি দর্পণ, আর তার পার্শ্বে রতি-কামের দুই প্রতিমূর্ত্তি রয়েছে, তা এই তো হলো। এখন কার্য্য সিদ্ধ কর্‌তে প্রবর্ত্ত হই। (নেপথ্যে পদশব্দ) ও বাবা ! এ আবার কে ? কেউ আস্‌চে না কি ! তবেই যে সর্ব্বনাশ ! আমি তবে একটু লুকুই।

(উর্ব্বশীর প্রবেশ।)

উর্ব্ব। (মৃদুস্বরে) মহাশয়ের এখনও কি কার্য্য নির্ব্বাহ হয় নি ? রাত যে প্রায় শেষ হলো ! কি করছেন ?

দ্বন্দ্ব। কে ও ? উর্ব্বশী না কি ? বাঁচ্‌লেম, আমি মনে কর্‌ছিলেম, বুঝি আর কেউ আস্‌চে। সহচরি ! আমি কঙ্কণ খুলে নিতে যা-চ্ছিলেম, এমন সময়ে তুমি এসে পড়েছ। এতক্ষণ আমি কর্ম্ম শেষ কর্‌তে পার্‌তেম, কি জানি, রাজনন্দিনী অল্পকাল শয়ন করেছেন বলে বিলম্ব কর্‌ছিলেম। এ তো সহজ ব্যাপার নয় !

উর্ব্ব। মহাশয় ! আর বিলম্ব কর্‌বেন না, রাত্রা রাতি কর্ম্ম শেষ করুন। বিশেষ রাজনন্দিনীকে আজ অতি প্রত্যূষে উঠাতে হবে। এখন আমি চল্লেম। আপনি শীঘ্র আমার ঘরে আসুন।

[উর্ব্বশীর প্রস্থান।

দ্বন্দ্ব। (স্বগত) তবে আমার বিলম্ব করে কাজ নাই, কার্য্য সিদ্ধ করি। (শয্যার নিকটে গমন) উঃ ! এঁকে যে অগ্নিবৎ উত্তপ্ত দেখ্‌চি, এঁর হাত কেমন করে স্পর্শ কর্‌বো ! সতী স্ত্রীদের দেহে কি এত তেজ ! তা না হলেই বা যমদূত সত্যবানের প্রাণকে সাবিত্রীর নিকট হোতে আন্তে পারে নি কেন ? আমিও কুসুমকুমারীর নিকট আজ কৃতান্তকিঙ্করের ন্যায় হোয়েছি। হে নির্দ্দয় রিপুচয় ! তোমরা সকলে

এক্ষণে আমার হৃদয়ে উদয় হও। হে সাহস! তুমি আমার শরীরের সমস্ত শিরাতে আবির্ভূত হও। হে ধরা! তুমি নিস্তব্ধ হও। হে বায়ু! তুমি স্তম্ভিত হও। হে রজনি! হে নক্ষত্রকুল! তোমরা সাক্ষী থাক, আমি কেবল স্বদেশের গৌরবজন্য এই দুষ্কর্ম্ম কর্‌তে প্রবৃত্ত হলেম। (মৃদুভাবে রাজনন্দিনীর হস্ত ধরিয়া কঙ্কণ গ্রহণ)। ধড়ে প্রাণ এলো!———এখন বিদ্যাবিনোদের দর্প তো এরই দ্বারা চূর্ণ হবে। তা আমি এখন এ স্থান হতে প্রস্থান করি। ভয়ে আমার সকল শরীর কাঁপ্‌চে। (রাজনন্দিনীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া) হে রাজলক্ষ্মি! প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ হোয়ে তোমার মন্দ কর্‌লেম, কিন্তু এতে আমার কিছুমাত্র অপরাধ নাই, তোমার প্রিয়পতিই এর মূল।

[প্রস্থান।

(উর্ব্বশীর পুনঃ প্রবেশ।)

উর্ব্ব। (স্বগত) এই যে দ্বন্দ্বপ্রিয় এখান থেকে গিয়াছে। রাত প্রায় শেষ হয়ে এলো, সূর্য্যের আগমন কাল জেনে নক্ষত্রগণ আকাশে ক্রমে ক্রমে জ্যোতির্হীন হচ্চে, আর পেচকাদি নিশাচর সকল স্ব স্ব কোটরে একে একে প্রবেশ কর্‌চে। তবে রাজকুমারীকে এখন উঠিয়ে দিই না কেন। (কুসুমের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া) হায়! আমার আজ এমন বুদ্ধি কেনই হলো? দ্বন্দ্বপ্রিয়কে আমি ত এখানে এনেছিলেম, অর্থের লোভে অন্ধ হয়ে আমার এ কাজ করা ভাল হয় নাই, নিয়ত রাজনন্দিনীর কাছে থেকে এঁর প্রতি আমার এক অভেদ্য স্নেহ জন্মেছে, সেই স্নেহের স্রোত শতগুণে এক্ষণে বেগবতী হয়ে উঠ্‌লো। একে ত আমি রাজনন্দিনীর প্রতিপালিতা, তাতে আবার তিনি আমাকে অতি স্নেহ করেন, অতএব আমার এ দুষ্ট অভিসন্ধির ভিতর থাকা নিতান্ত অন্যায় হোয়েছে, কিন্তু এখন আর কি করি, গত কার্য্যের উপর মানুষের ত হাত নাই। যদিও দ্বন্দ্বপ্রিয় আমার ঘরে এখনও আছে বটে, কিন্তু সে কি পুনরায় কঙ্কণ ফিরিয়ে দেবে? আর যদি সে

বিষয় নিয়ে তার সঙ্গে গোলোযোগ করি, তাতে আমার অনিষ্টের বিলক্ষণ সম্ভাবনা। আমিও ত চোরের সাথি একজন। দূর হোক, সে কথায় আর কাজ নাই। আমি এখন রাজনন্দিনীকে উঠিয়ে দিই। (মেঘগর্জ্জন নিবৃত্তি। কুসুমের গাত্রে হস্ত দিয়া) রাজকুমারি! উঠুন, রাত প্রভাত হোলো।

কুসু। (নিদ্রিতাবস্থায়) নাথ! আমার কি অপরাধ হয়েছে? দাসীর প্রতি কেন এত নির্দ্দয় হোলেন?

উর্ব্ব। কি সর্ব্বনাশ! রাজনন্দিনী কিছু স্বপন দেখ্‌চেন না কি! দিবানিশি তো স্বামীর জন্য ভাবেন, তা ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও কি তাঁর ভাবনা ছাড়েন না? দেখি, আর একবার ডাকি। দেখি দেখি, ওঠেন কি না? রাজনন্দিনি! আমি উর্ব্বশী, রাত প্রভাত হোলো, আপনি উঠুন।

কুসু। (নিদ্রিতাবস্থায়) তবে নিতান্তই কি আমারে ত্যাগ কল্লেন? হে ভগবন্! এ অভাগিনীকে আর জীবিত রেখেছেন কেন? (রোদন করিতে২ সহসা গাত্রোত্থান।)

উর্ব্ব। (সচকিতে) কি হয়েছে রাজনন্দিনি? আপনি স্বপ্নে কোন ভয় পেয়েছেন না কি? স্থির হোন।

কুসু। উর্ব্বশি! তুই আমাকে ধর, আমি বড় ভয় পেয়েছি।

উর্ব্ব। রাজনন্দিনি! কি ভয় পেয়েছেন? এখানে ভয় কি?

কুসু। দেখ উর্ব্বশি! আমি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে দেখ্‌লেম যে, একটা বনে প্রবেশ করেছি, আর সেখানে নাথের সঙ্গে দেখা হলো। আমি তাইতে আনন্দিতা হয়ে তাঁর সঙ্গে কথা কইতে গেলেম, এমন সময় তিনি আমারে বল্লেন, " তুই নিতান্ত অবিশ্বাসিনী, তোর প্রণয়ে বিশ্বাস নাই, তুই যা, আমি তোকে পরিত্যাগ কল্লেম।" তার পরে আমি অনেক করে তাঁরে অনুনয় বিনয় কল্লেম, তাতে তিনি আমারে ঠেলে ফেলে দিলেন। তাই ভয়ে কেঁপে উঠেছি। উর্ব্বশি! আমার কি হবে বল দেখি? এ কি যথার্থ স্বপ্ন?

উর্ব্ব। রাজনন্দিনি! স্বপ্ন কি কখন যথার্থ হয়ে থাকে? আরো

দেখুন, কুস্বপ্ন দেখ্‌লে লোকের ভাল হয়। বোধ হচ্চে,আপনার দুঃখের শেষ হয়ে আস্‌চে।

কুসু। আমার ভাগ্যে কি তা হবে? সে যা হোক উর্ব্বশি! তুই আমারে ধর। আমার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপ্‌ছে।

উর্ব্ব। বালাই, ভয় কি? রাজনন্দিনি! এখানে আর থাক্‌বার আবশ্যক নাই, চলুন, আপনারে নিয়ে উদ্যানে গমন করি। সেখানে সুশীতল বাতাসে আপনি শান্ত হবেন।

কুসু। আচ্ছা, আমারে সঙ্গে করে নিয়ে চল। এঘরে আমার থাক্‌তে অতিশয় ভয় হচ্ছে, প্রভাতের শীতল বায়ু সেবন কল্লে কিঞ্চিৎ পরিতৃপ্ত হবো এখন।

[উভয়ের প্রস্থান।

ইতি চতুর্থাঙ্ক।

পঞ্চমাঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

সিন্ধুকূলস্থ এক পর্ব্বত প্রদেশ।

(কুসুমকুমারী ও সত্যসুতের প্রবেশ।)

কুসু। সত্যসুত! আরো কত দূর যেতে হবে? আমি যে আর চল্‌তে পারিনি। আমার পা ব্যথা কর্‌চে, যেরূপ কঠিন পথ দেখ্‌চি, এ পথে আর কিছুক্ষণ চল্লে জ্ঞান শূন্য হয়ে পড়্‌বো।

সত্য। রাজনন্দিনি! আপনার যে কষ্ট হবে, তা কি আবার বল্‌তে! আপনি হলেন রাজকন্যা, সামান্য লোকের ন্যায় এরূপ ক্লেশ কি আপনার সহ্য হয়? আপনার শরীর নবনীর ন্যায় কোমল, আপনি যে, এই কঠিন পথে এত দূর এসেছেন, তাই আশ্চর্য্য বোধ হচ্চে! তা রাজকুমারি! আমাদের আর অধিক দূর যেতে হবে না। আস্‌বার সময় এই স্থানের কথাই বলেছিলেম।

কুসু। সেই কি এই স্থল? কৈ, তবে আমার প্রাণনাথ কৈ? তুই তো আস্‌বার সময় বলেছিলি, তিনি এই খানে আমার জন্যে অপেক্ষা করে থাক্‌বেন। আমার যে ক্লেশের কথা বল্‌ছিস্, তাতে আমার কিছু মাত্র দুঃখ নাই। সেই চন্দ্রমুখ দেখ্‌লেই সমুদয় যন্ত্রণা দূর হবে, তাঁর বিরহ অপেক্ষা আমার এ পথশ্রান্তি অধিক নয়।

সত্য। (মৃদুস্বরে) আহা! পতিপ্রাণা সতীগণের এইরূপ চরিত্রই বটে! পতির জন্যে আপনার প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে উদ্যত হয়। (প্রকাশে) রাজনন্দিনি! আপনি এখানে একটু দাঁড়ান।

কুসু। ভাল, সত্যসুত! সত্য বল্ দেখি, আমার প্রাণেশ্বর কেন এখানে নাই? সিন্ধু দেশ থেকে এখানে আস্‌তে তাঁর তো কোন

বিপদ্ হয় নি? তিনি আমাকে যে পত্র লিখেছিলেন, তা পোড়ে তো বেশ বোধ হয়েছিল যে, তিনি এখানে অগ্রেই আস্‌বেন, সে রূপ নিশ্চয় বাক্যে যখন ব্যতিক্রম দেখ্‌চি, তখন আমার বিলক্ষণ জ্ঞান হচ্চে, যেন এ পোড়া কপালে আরো কি বিপদ আছে! বিপদ কখনো একক আসে না। তা বল্ দেখি সত্য! তিনি কেন এত বিলম্ব কোচ্ছেন? আমার মন অত্যন্ত ব্যাকুল হচ্ছে। আচ্ছা, আমি এই খানে থাকি, তুই একটু এগিয়ে গিয়ে দেখ্। এ কি? আমার ডান চোক নাচ্চে কেন? সত্য! তুই এখনই যা। আমার নিশ্চয় বোধ হচ্ছে, আজ আমার কোন বিপদ ঘট্‌বে। (সত্যসুতের হস্ত ধরিয়া অনুরোধ ও সত্যসুতের তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন।) কৈ? তুই যে চুপ কোরে রইলি? (ক্রন্দন করিতে করিতে) তুইও আমার উপর বিরূপ হলি না কি? যখন যা বলেচি, তখনই তাই করেছিস্, আজ যে আমার কথার উত্তর দিচ্চিস্ নি? তা, এতে তোর দোষ নাই, এ কেবল আমার ভাগ্যের দোষ। বাল্যকালাবধি এ পর্য্যন্ত তুই আমার হিত বৈ অহিত জানিস্‌নি, তোকে কি প্রকারে দোষ দিব? এ অভাগিনী কি তোর কিছু মন্দ করেছে?

সত্য। রাজনন্দিনি! আমাকে কি বোল্‌ছেন? আমি কিছু শুন্‌তে পাচ্চি নি। বোধ হচ্চে আমি যেন হতবুদ্ধি হলেম।

কুসু। আহা! আমার জন্যে তুই অনেক পথ চলেছিস্, বোধ হয়, তাইতেই তোর শরীর এত ক্লান্ত হোচ্ছে। সত্য! তুই এখানে একটু শো। আমি তোকে বাতাস করি। আর দাঁড়িয়ে থাকিস্ নি। এই খানে শয়ন কর।

সত্য। (ক্রন্দন করিতে করিতে) কুসুম! তুমি আমাকে আর মিষ্ট কথা বলো না! আমি এখন আর তোমার স্নেহের পাত্র নই। হা বিধাতঃ! এত কাল পরে আমার মনে এমন দুষ্ট ভাবের উদয় কেন হলো? উঃ! তাও কি আমি কর্ত্তে পারি! (দীর্ঘনিশ্বাস)।

কুসু। সত্য! তুই এমন করছিস্ কেন? আমি যে তোর কথা বুঝ্‌তে পাচ্চি নি, তোর কোন রোগ উপস্থিত হলো না কি? তোর

ভাল মন্দ হলে আমারে আর কে যত্ন কোর্‌বে? তুই যে আমারে কন্যার মত ভাল বাসিস্‌!

সত্য। (ক্রন্দন করিতে করিতে) কুসুম! মা আমার! তুমি আর স্নেহের কথা মুখে এনোনা! এ দাস এখন তোমার কালের স্বরূপ হয়েছে! আমি তোমাকে পতির সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্‌বার জন্য এখানে আনি নি, তোমার প্রাণনাশ———। (রোদন)।

কুসু। (সজল নয়নে কম্পিতা হইয়া) কেন সত্য? তুই আমার প্রাণনাশ কর্‌বি কেন?

সত্য। মা! সে কথা আর কেন জিজ্ঞাসা কর? সে কথা বল্‌তে গেলে আমার বুক ফেটে যায়! রাজনন্দিনি! বিদ্যাবিনোদের অনুরোধে আমি তোমার প্রাণনাশ কর্ত্তে উদ্যত হয়েছি! মা! তোমার মনে থাক্‌তে পারে, বিদ্যাবিনোদ একবার আমার কোন উপকার করেছিলেন, তাইতে আমি তাঁর কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম যে, তিনি আমাকে যখন যা বোল্‌বেন, আমি তখনি তাই কর্‌বো। সেই প্রতিজ্ঞানুসারে বিদ্যাবিনোদ আমাকে কয়েক দিন হলো একখানি পত্র লিখেছেন যে "কুসুম অতি দুশ্চরিত্রা, আমি তার বিশেষ প্রমাণ পেয়েছি, অতএব তুমি ছল ক্রমে নির্জ্জন প্রদেশে নিয়ে তার প্রাণ বধ করো।" আরও তিনি লিখেছেন, যে, আপনাকেও তিনি একখানা পত্র লিখেছেন। মা! এখন তো সব কথা শুন্‌লে? প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন না কল্লে যে পাপ হয়, তারি ভয়ে আমি তোমাকে ছলক্রমে এখানে এনেছি! কিন্তু মা! এখন আর স্নেহ সম্বরণ কর্ত্তে পার্‌লেম না, তাই তোমাকে এ কথা বল্লেম। হা পরমেশ্বর! যাকে হাতে করে প্রতিপালন করেছি, তাকে স্বহস্তে কেমন করে বিনাশ কর্‌বো! এতে আমার যে পাপ হয়, হোক, ভাগ্যে যা থাকে, তাই হবে। এ কর্ম্ম আমি কখনই কর্ত্তে পার্‌বো না।

কুসু। কি বল্লি সত্য! যথার্থ কি বিদ্যাবিনোদ তোকে ঐ রূপ পত্র লিখেছেন? হায়! আমার কি হলো! (মূর্চ্ছা)।

সত্য। (হস্ত ধরিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে) কি সর্ব্বনাশ!

রাজনন্দিনী প্রাণত্যাগ কর্‌লেন না কি? হা জগদীশ্বর! আমাকে কি আজ দ্বিবিধ পাপে পতিত হতে হলো? হায় হায়! যে পাপের ভয়ে প্রতিজ্ঞা পালনে অশক্ত হলেম, তাতেই আমাকে আবার লিপ্ত কল্লে! আমি কি ঘাতুকের মত স্ত্রীহত্যা কল্লেম! কুসুম! কুসুম! মা আমার! উঠ, উঠ! তুমি কি সত্যই প্রাণত্যাগ কর্‌লে? তবে এ দাসকে ছেড়ে যাচ্চ কেন? একেও সঙ্গে নাও। মা! তোমাকে আমি হাতে করে পালন করেছি, এখন একবার আমায় সত্য বলে ডাক দেখি! (নাসিকায় হস্ত দিয়া) এই যে নিশ্বাস বৈচে। তবে বোধ হয়, রাজনন্দিনী বেঁচে আছেন। কিঞ্চিৎ সুস্থ হলে চৈতন্য প্রাপ্ত হতে পারেন। (চতুর্দ্দিকে অবলোকন ক'রিয়া) এ পর্ব্বতপ্রদেশে যে একটু জল এনে দেয়, এমন কাকেও যে দেখ্‌তে পাচ্ছি নি। কি করি! (বস্ত্র দ্বারা ব্যজন) আহা! সতীলক্ষ্মী কি না! পতিশোকরূপ শেল কি কমল হৃদয়ে সহ্য কর্ত্তে পারে? আমার বোধ হয়, বিদ্যাবিনোদ অকারণে এর উপর রুষ্ট হয়েছেন। আর আমি এ কাজে প্রবৃত্ত হয়ে, কি কুকাজই করেচি! আর একবার ডাকি দেখি। কুসুম! কুসুম! মা আমার! উঠ—উঠ।

কুসু। (চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া) হা পরমেশ্বর! হা বিধাতঃ! তুমি আমার ভাগ্যে শেষে কি এই লিখেছিলে? মাতঃ বসুন্ধরে! তুমি এখনও কেন এ অভাগিনীকে ক্রোড়ে ধারণ করে রয়েছ? হে দেবরাজইন্দ্র! তোমার বজ্র এখন কোথায়? হা শমন! তুমিও কি এই অভাগিনীকে ভুলে রইলে? হা নাথ! তুমি কি অনাথিনীর প্রতি শেষে এই ব্যবহার কোল্লে? আমার কি এক কালে সকল দুঃখের উদয় হলো? সত্য-সুত! তুই কেন আমারে মেরে ফেল্‌লি নি? তা হলে—সকল যন্ত্রণা দূর হতো। হায়! আমি যা স্বপ্নে দেখেছিলেম, তাই ঘট্‌লো! রে কঠিন প্রাণ! তুই এখনও যে বেরুতে চাস্‌নি: ধিক্ তোরে! (কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া) সত্য! তুই যে পত্রের কথা বল্‌ছিলি, তা কৈ? তোর কাছে আছে?

সত্য। হাঁ! আমার কাছেই আছে, এই নেও। (পত্র প্রদান)।

কুসু। হায়! আমার পদ আর দেহের ভার বহন কোর্‌তে পাচ্ছে না! হা জগদীশ্বর! আমার কি কল্লে! (ধীরে ধীরে উঠিয়া) সত্য! তুই আর এখানে কেন রোয়েছিস্? তুই যা।

সত্য। মা! তোমাকে ফেলে কোথায় যাব? এই ভয়ানক স্থানে তোমাকে এক্‌লা ছেড়ে কি আমি যেতে পারি? চল মা, আমরা ঘরে ফিরে যাই।

কুসু। সত্য! আমি আর কোন্ মুখে ঘরে যাব? আমার আর গৃহে প্রয়োজন কি? আমার স্বামী যে দেশে আছেন, আমি সেই দেশে যাব। বিধাতা যদি অনুগ্রহ করেন, যদি তাঁর সঙ্গে মিলন হয়, ভালই, নচেৎ এ প্রাণ রাখ্‌বো না।

সত্য। ছি মা! ও কথা কি বল্‌তে আছে! তুমি আমাদের মহারাজের এক মাত্র সর্ব্বস্ব, তা আপনার ভাল মন্দ হলে, রাজকুল যে এক কালে নির্ম্মূল হবে!

কুসু। ভগবান তা কখনই কর্‌বেন না। কিন্তু সত্য! আমি বাড়ী ফিরে যাব না। তুই যা, আর দেখ্, পিতা আমার অত্যন্ত কাতর হয়েছেন, তাঁর যাতে কিছুতে কষ্ট না হয়, তার চেষ্টা করিস্।

সত্য। রাজনন্দিনি! নিতান্তই যদি আমার কথা না শুন, তবে একটী কথা রাখো। এই পর্ব্বত প্রদেশে অনেক হিংস্র জন্তু আছে, তুমি যদি নারীবেশে একাকিনী ভ্রমণ কর, তা হলে অনেক অনিষ্ট ঘট্‌বার সম্ভাবনা। স্ত্রীবেশটাই মন্দ। অতএব আমি এই পুরুষবেশটি দিচ্ছি, ইহা পরিধান করে নির্ভয়ে ভ্রমণ করো। আর এখানে তোমার আহারনিদ্রার বিলক্ষণ ব্যাঘাত ঘট্‌বে, অতএব এই ঔষধটি লও, পথশ্রান্ত হলে সেবন করো; শ্রম দূর হবে। (পরিচ্ছদ ও ঔষধপাত্র প্রদান) রাজনন্দিনি! আমার বাক্য শুন্‌লে না, কিন্তু এতে বোধ হচ্ছে, তোমার অত্যন্ত কষ্ট হবে। এখন তোমার যা ইচ্ছা হয়, তাই কর।

কুসু। কষ্টের আর আমার বাকি কি সত্য? যাহোক্ তুই যা বল্লি, তাই কর্‌বো। এখন আর বিলম্বের আবশ্যক নাই, তুই যাস্, আমি চল্লেম। পিতা মাতাকে আমার প্রণাম জানাস্। (গমনোদ্যত)।

সত্য। রাজনন্দিনি! দাঁড়াও! আর গোটা দুই কথা বলি। এ দাস ত তোমার নিকট বিদায় নিচ্চে। (সরোদনে) মা! আমি তবে চোল্লেম! এ দাসকে ক্ষমা করো। হে ভগবন্, তোমার হস্তে এই রাজকুমারীকে সমর্পণ কল্লেম, তুমি এই সরলা রাজবালাকে নিয়ত রক্ষা কর।

[এক পথে কুসুমের ও অন্যপথে সত্যসুতের প্রস্থান।

ইতি প্রথম গর্ভাঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

অরণ্য-মধ্যস্থিত এক কুটীর।

(নীলধ্বজের প্রবেশ।)

নীল। (স্বগত) কৈ? এখানেও ত অম্বর সম্বরকে দেখ্‌তে পাচ্চি নি! ঘরেও ত নাই! গেল কোথা? বোধ হচ্চে, মৃগয়ায় গিয়াছে, কিন্তু এত বেলা হলো, ফিরে আস্‌চে না কেন? এর তো কোন কারণ বুঝ্‌তে পাচ্চি না, আর আমাদের এখানে যে যুবাটি এসেছেন, তিনিও তাদের সঙ্গে যান নি, কুটীরের মধ্যে শয়ন করে রয়েছেন। আহা! তাঁর কি চমৎকার রূপ! সাক্ষাৎ কামদেব! আর প্রকৃতিও তদ্রূপ কোমল। তাঁর মত ধীরস্বভাব আমি তো পুরুষের মধ্যে কখনো দেখি নি। অম্বর সম্বর ত এপর্য্যন্ত অপর কোন সভ্য লোকের সঙ্গে সদালাপ করে নি, তাই তারা তাঁকে পেয়ে অত্যন্ত আহ্লাদিত হয়েছে। তাঁর আসা অবধি নিয়তই তারা দুজনে তাঁর নিকটে থাকে, অতি অল্পকালের মধ্যেই তাঁদের তিন জনে সহোদরতুল্য প্রণয় জন্মেছে। সেই যুবককে কিসে তুষ্ট কর্‌বে, তারি জন্য দুই ভাই অত্যন্ত ব্যস্ত, এতে করে তিনি যে, তাদের সঙ্গে মৃগয়ায় না গিয়ে অসময়ে নিদ্রিত আছেন, এরই বা কারণ কি? বোধ হয়, অত্যন্ত পথশ্রান্ত হোয়ে নিদ্রা যাচ্ছেন। আমি তাঁকে তদবস্থায় দেখে জাগরিত না করে অম্বর সম্বরকে খুঁজ্‌তে এসেছি। তা তাদের তো দেখ্‌তে পেলেম না। দেখি দেখি, অন্য কোন স্থানে যদি গিয়া থাকে। (নেপথ্যে পদশব্দ।) ঐ বুঝি তারা আস্‌ছে।

(অম্বরের প্রবেশ)।

(দেখিয়া শশব্যস্তে) অম্বর! তোমরা কোথায় গিয়েছিলে? আজ এত বিলম্ব হলো কেন? সম্বর কোথায়?

অম্ব। পিতঃ! আজ আমরা মৃগয়ায় গিয়ে এই কাননের এক নিবিড় ভাগে প্রবেশ করেছিলেম, তথায় একটা বৃহৎ হরিণ বধ করে

গৃহে আন্‌বার জন্য বিবিধ উপায় চিন্তা কর্‌লেম, কোন পন্থা না পেয়ে শেষে আমরা দুজনে সেটাকে বোয়ে আন্‌ছিলেম, কিন্তু সেটা অত্যন্ত ভারি বোলে পথমধ্যে আমাদিগকে বিশ্রাম কর্ত্তে হয়েছিল, তাই এত বেলা হয়েছে। সম্বর সেই হরিণের নিকটে আছে, আমি এই আহ্লাদ বার্ত্তা আপনাকে বল্‌তে এসেছি। আমাদের ভ্রাতা চিরন্মুখ আজ অতি তুষ্ট হবেন। আমি যেমন আপনার নিকট সমাচার দিতে এসেছি, সম্বরও বোধ হয় সেই রূপ চিরন্মুখকে সমাচার দিতে গেছে। আমি তাকে কুটীরের নিকটেই ছেড়ে এসেছি।

নীল। তোমাদের এরূপ অসমসাহসের কাজ করা অত্যন্ত অন্যায় হয়েছে। আর তোমরা এ বনের প্রান্তভাগে কখনও মৃগয়ায় যেও না, সেখানে অনেক হিংস্র জন্তু আছে। সে স্থলে যাওয়াতে প্রাণ-নাশের সম্ভাবনা। কেন, নিকটেই মৃগয়া করলেই তো হয়। এ অটবী স্বভাবের ভাণ্ডারস্বরূপ। এর কোন স্থলই মৃগশূন্য নয়।

অম্ব। পিতঃ! আপনি যা বল্‌ছেন, তা সকলই সত্য, এরূপ কার্য্য আর কখনই কর্‌বো না। আজ আমাদের বড় ক্লেশ হয়েছে। কিন্তু পিতঃ! হরিণটী পেয়ে তদধিক হর্ষ অনুভব করেছি।

নীল। সে যা হোক, এখন আর এক কথা বলি শুন, অতি শীঘ্র সিন্ধুদেশের সঙ্গে আমাদের দেশের এক ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হবে, সিন্ধু সেনা-পতি সসৈন্যে কল্যরাত্রে এই কাননে এসেছেন। তোমাদের যে এ পর্য্যন্ত আমি সযত্নে অস্ত্র শিক্ষা করিয়েছি, এখন তার পরীক্ষা দিয়ে স্বদেশকে যদি শত্রুহস্ত থেকে মুক্ত কর্‌তে পার, তা হলেই তোমাদের বিদ্যার সার্থকতা হয় তোমাদের সঙ্গে আমি ও সহকারী থাক্‌বো। কেমন, এতে তোমার অভিপ্রায় কি?

অম্ব। আমাদের দেশের প্রতি সিন্ধু সেনাপতি অত্যাচার কর্‌তে আস্‌ছেন, এ বিষয়ে আমরা অবশ্যই যুদ্ধ কর্‌বো। স্বদেশের জন্যে যদি প্রাণ দিতে হয়, তাতেও আমরা দুই ভায়ে প্রস্তুত আছি। পিতঃ! আপনি তো আমাদের এই নীতি প্রত্যহ দিয়ে থাকেন, তা

এ কথা কি আবার জিজ্ঞাসা কর্‌তে হয়? যদি আজ্ঞা করেন; তা হোলে এখনি সিন্ধু সেনাপতির প্রাণ নাশ করে আস্‌তে পারি।

নীল। অম্বর! তোমার কথা শুনে আমার প্রাণ পরিতৃপ্ত হলো, তোমরা যথার্থই বীরপুরুষ বটে। আর না হবেই বা কেন? (মৃদুস্বরে) পদ্মরাগ মণির আকরে কাচ মণির জন্ম কখনই সম্ভবেনা। না, এখন তোমাদের যেতে হবে না, আজ আহারান্তে তোমাদের দুই জনকে যুদ্ধে যাত্রা কর্‌তে হবে।

(ক্রন্দন করিতে করিতে বেগে সম্বরের প্রবেশ।)

একি? সম্বর, এমন কোরে এলো কেন? (সম্বরের প্রতি) কি হয়েছে সম্বর?

সম্ব। (ক্রন্দন করিতে করিতে) পিতঃ! আমাদের প্রিয় ভ্রাতা চিরন্মুখ প্রাণত্যাগ করেছেন! আমরা যে মৃগটা মেরে এনেছি, সেই কথা তাঁরে বল্‌তে গিয়ে দেখ্‌লেম যে, তিনি মরে কুটীরে পোড়ে রয়েছেন! হায় হায়! আমাদের কি হলো! আমি তাঁকে এত ডাক্‌লেম, তবুও তিনি উত্তর দিলেন না! আর তার হস্ত পদ অত্যন্ত শীতল ও শক্ত হয়েছে! সে পদ্মের ন্যায় মুখ একবারে মলিন হয়ে গিয়েছে! হা ভ্রাতঃ চিরন্মুখ! তুমি কি দুঃখে আমাদের পরিত্যাগ কোরে গেলে?

অম্ব। (ব্যগ্রভাবে) বল কি সম্বর! ভ্রাতা চিরন্মুখ নাই? তিনি যে আমাদের প্রাণ অপেক্ষাও ভাল বাস্‌তেন! হায়! আমাদের কি হোলো! (রোদন)।

নীল। তোমরা ক্ষান্ত হও! চিরন্মুখ প্রাণত্যাগ করেন নি! আমি তাঁকে নিদ্রিত অবস্থায় দেখে এসেছি, এতক্ষণে সেই নিদ্রা প্রগাঢ় হওয়াতে সম্বর তাঁকে মৃতপ্রায় বোধ করেছে।

সম্ব। পিতঃ! আমি নিশ্চয় বল্‌ছি, তিনি প্রাণত্যাগ করেছেন! আমি বিশেষ পরীক্ষা না করেই কি আপনাকে বল্‌তে এসেছি? আপনি যদি বিশ্বাস না করেন, বরং আমার সঙ্গে আসুন।

অম্ব। পিতঃ! সম্বর না জেনেই কি আপনাকে এ কথা বল্‌তে পারে? মৃত্যু আর নিদ্রাকে কি চেনা যায় না? এরূপ কখনও ঘটে না। আরো দেখুন, পিতঃ! চিরন্সুখ এখানে আসা অবধি তাঁকে অত্যন্ত অসুখী ও দুর্ব্বল দেখছি, অদ্য প্রাতে মৃগয়া কর্‌তে তাঁকে অনুরোধ করাতে তিনি বল্লেন যে "আমার শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল, আমি সে কার্য্যে যেতে পার্‌বো না।" তার পর আমরা বেরিয়ে গিয়েছি, বোধ হয়, তিনি ক্ষীণতায় প্রাণত্যাগ করেছেন!

সম্ব। পিতঃ! এখন কি হবে?

অম্ব। (ক্রন্দন করিতে করিতে) চিরন্সুখ-বিরহে বোধ হচ্চে আমাদেরও প্রাণ বিয়োগ হবে! হা ভ্রাতঃ! আমাদের দুঃখী দেখে কি তুমি প্রাণত্যাগ কল্লে? ভ্রাতঃ! কেমন করে তুমি কনিষ্ঠ ভ্রাতা-দের ফেলে চলে গেলে?

নীল। বৎস! ক্ষান্ত হও, এখন কাঁদবার সময় নয়। কাঁদ্‌লে কি চিরন্সুখ ফিরে আস্‌বে? বিধাতার নির্ব্বন্ধ অবশ্যই হবে, তাঁর আয়ুঃ শেষ হয়েছিল বলে প্রাণত্যাগ করেছেন। এখন চল আমরা সকলে যাই। কুটীরে গিয়া দেখা যাউক তিনি যথার্থ প্রাণত্যাগ করেছেন কি নিদ্রায় অচেতন হয়ে রয়েছেন। আর যদি মৃত্যুই যথার্থ হয় তা হোলে তাঁর শব এই অরণ্যের কোন স্থানে রেখে আস্‌তে হবে। বিপন্ন সময়ে শোকাকুল হওয়া পুরুষের উচিত নয়।

সম্ব। (ক্রন্দন করিতে করিতে) পিতঃ! চিরন্সুখের মৃতদেহ যে খানে থাক্‌বে, নিয়ত আমি সেই ভূমিকে আমার অশ্রুজলে অভি-ষিক্ত কর্‌বো। ভ্রাতার মৃত্যুশোক কি সহজে সম্বরণ করা যায়।

অম্ব। (ক্রন্দন করিতে করিতে) আর আমিও প্রতিজ্ঞা কর্‌ছি যে, চিরন্সুখের মৃতদেহের উপর আমি অদ্যাবধি এই গহনের কুসুম বর্ষণ কর্‌বো, তাঁর যে রূপ কুসুমসম প্রকৃতি ছিল, তা আমি এরূপ না করে ক্ষান্ত থাক্‌তে পার্‌বো না। হা ভ্রাতঃ চিরন্সুখ! তুমি কোথায় গেলে!

নীল। (অম্বর ও সম্বরের হস্ত ধারণ করিয়া) তোমরা শান্ত হও। তোমাদের কথা শুনে আমারও মন বিচলিত হতে লাগ্‌লো। চল, আমরা এখন সকলে কুটীরে যাই।

[সকলের প্রস্থান।

ইতি দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

কানন প্রান্তের অপরাংশে সিন্ধুসেনাপতির শিবির সন্নিকটস্থ প্রদেশ।

(পুরুষবেশে কুসুমকুমারী শয়না।)

কুসু। (নিদ্রাবস্থা হইতে উঠিয়া স্বগত) এআবার কোন্ স্থান? এখানে আমি কি প্রকারে এলেম? আমার ভ্রাতাদ্বয়, সেই প্রিয় অম্বর, সম্বর কোথায় গেল? আমার চতুর্দ্দিকে নানা জাতি কুসুম দেখ্‌ছি, এ সকল আমার নিকটে কে নিক্ষেপ কোরে গেল, এর ত আমি কিছুই জান্তে পাচ্চি না। এ কি? আমি স্বপ্ন দেখ্‌ছি না কি? সে কুটীরই বা কই? আমি ত সেই খানে শয়ন করেছিলাম, তবে সহসা কি প্রকারে এই নিবিড় বনে এলেম? (চতুর্দ্দিক অবলোকন করিয়া) কি ভয়ানক স্থান! বৃক্ষ পল্লবে এই স্থল এমন আচ্ছাদিত হয়েছে যে, সূর্য্যের তীক্ষ্ণ করও এর মধ্যে প্রবেশ কর্ত্তে পাচ্চে না, এখান থেকে কোন লোকালয়ে যাবারও কোন পন্থা দেখ্‌তে পাচ্ছি নি। আমার অদৃষ্টে যে আজ কি আছে, তা কিছুই বোল্‌তে পারি নি। বোধ হয়, আমি দুঃখের নিতান্ত প্রিয়পাত্রী। সে আমাবে কিছুতেই পরিত্যাগ কর্ত্তে চায় না! হায়! শৈশবকালে জননীরে হারিয়েছি, তার পর ভাই দুটী যে কোথায় গেল এপর্য্যন্ত তাদের কোন সন্ধান হলো না! আর যদি যৌবনকালে পতি-সমাগমের আশা হচ্ছিল, সে সুখ থেকেও বিধি আমাকে বঞ্চিত কল্লেন! পরিশেষে যদিও একটা প্রাচীন ভৃত্যের স্নেহবাক্যে মনকে পরিতৃপ্ত কর্‌তেম, তা, সেও আবার বিপক্ষ হয়ে উঠলো, তারি প্রদত্ত ঔষধ সেবন করেই আমার এই দশা ঘটেছে! বোধ হয়, সে আমার প্রাণনাশ কর্‌বার জন্যে ঔষধ বোলে কোন প্রকার বিষ অর্পণ করে-ছিল। মৃত্যুতে আমার ভয় নাই, তা হলেত আমার প্রাণটা জুড়ায়। কিন্তু কেবল এই আক্ষেপ যে যাঁর জন্য আমি এত কষ্ট স্বীকার কর্‌লেম, সেই প্রিয়পতির সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো না। আর আমার

সতীত্বের পরিচয় দিতে পার্‌লেম না? হা প্রাণেশ্বর বিদ্যাবিনোদ! এই দুঃখিনী কুসুম তোমার কারণ এত কষ্ট সহ্য কর্‌লে, তা তুমি কিছুমাত্র অবগত হলেনা। জীবিতাবস্থায় তোমার অনুসরণ করেছি; এখন ঈশ্বরের কাছে এই প্রার্থনা যে মরেও যেন সেইরূপ করি, তুমি অতি সুপতি, বোধ হয় তোমার মনকে কোন দুষ্টলোক বিচলিত করে দিয়েছে। (গাত্রোত্থান পূর্ব্বক নেপথ্যে দৃষ্টিপাত করিয়া) এ দিকে এঁরা কে আস্‌ছেন? এঁদের যে অস্ত্রধারী দেখ্‌চি। আর এঁদের মধ্যে এক জনকে যে, আমার সেই প্রাণবল্লভ বিদ্যাবিনোদের মত বোধ হচ্ছে! তিনিই কি!——না, আমার ভাগ্য কি এমন হবে? সে যাহোক আপাততঃ কিঞ্চিৎ গোপন থাকি। যথার্থ বিদ্যাবিনোদ যদি হয়, তা হোলে স্বরেতেই জানা যাবে। এই যে, এই দিকেই আস্‌চেন! তবে এই বেলা একটু লুকুই। (অন্তরালে অবস্থিতি।)

(নেপথ্যে সঙ্গীত)।

রাগিণী বেহাগ—তাল আড়াঠেকা।

আছে আশাতে জীবন।
পোহাইলে দুঃখ-নিশা, উঠিবে সুখ-তপন ॥
চক্রবাক চক্রবাকী, নিশাতে থাকে একাকী,
বিরহে করিবে বা কি, ব্যাকুলিত মন;—
প্রভাত পরশে দোঁহে, হরষে হবে মগন।
ভেবে নব নীরধরে, নয়নে না নীর ধরে,
চাতকিনী নীর তরে, ডাকে চির ক্ষণ;—
ভরসা, বরষা মাত্র, তৃষা হবে নিবারণ ॥
সলিলে সরোজী সতী, না হেরিয়ে নিজপতি,
মোহেতে মলিন মতি, মুদিয়া নয়ন;—
প্রভাতে প্রাণেশে পেয়ে, প্রফুল্ল হবে বদন ॥

(বীরবাহু, বিদ্যাবিনোদ ও দ্বন্দ্বপ্রিয়ের প্রবেশ।)

বীর। দ্বন্দ্বপ্রিয়! তুমি একবার গুপ্তভাবে গিয়ে ইন্দোরাধিপতি মহারাজ বজ্রবাহুর শিবিরটা অনুসন্ধান করে এসো দেখি। আর দেখ, তাঁর সঙ্গে কতই বা অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য এসেছে, সেটীও সন্ধান করো, আর প্রত্যাগমন কালে এই কাননের পথ ঘাট সকলও ভাল কোরে জেনে শুনে এসো। কল্য প্রাতেই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হোতে হবে; অতএব এই সকল অগ্রে জানা আবশ্যক।

দ্বন্দ্ব। যে আজ্ঞা, তবে আমি এখন চল্লেম। আপনি যা অনুমতি কোচ্ছেন, তা বিচক্ষণ সেনাপতির উপযুক্তই বটে। আমি বিদায় হলেম।

[প্রস্থান।

বীর। বিদ্যাবিনোদ! দেখ তোমাকে আমি পুত্রবৎ স্নেহ করি আর তুমিও অস্ত্র বিদ্যাতে অতি সুশিক্ষিত। অতএব তোমাকেও কাল আমার সঙ্গে যুদ্ধে যেতে হবে, কেমন? কি বল?

বিদ্যা। মহাশয়! আপনি যখন আমার পিতার বন্ধু, তখন আমারও পিতৃতুল্য সন্দেহ কি? ফলেও আমি আপনাকে পিতার ন্যায় মান্য করি। কিন্তু মহাশয় যে বিষয়ে আমাকে প্রবৃত্ত হতে অনুরোধ কচ্ছেন, সেই বিষয় আমাকে ক্ষমা করুন। জন্মভুমির বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করা পুরুষের কার্য্য নয়।

বীর। কেন? তোমার জন্মভুমি ত কালের দোষে এখন শত্রুভুমি হয়েছে। তোমার কি মনে নাই যে ইন্দোরাধিপতি তোমাকে কত অপমান করেছেন? তোমার কি মনে নাই যে তিনি তোমাকে যৎপরোনাস্তি দুর্ব্বাক্য বোলে স্বদেশ থেকে নির্ব্বাসিত কোরে দিয়েছেন? আরো দেখ, আমি তোমাকে কত যত্ন কোরে প্রতিপালন কচ্চি, আমাকে বিপদ কালে সাহায্য দান করায় তোমার কিছুমাত্র অপরাধ হবে না। তা যদি হতো, তা হলে ধর্ম্মাত্মা বীরকেশরী কলিঙ্গাধিপতি

কখনই ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে পরিত্যাগ কোরে দুর্য্যোধনের পক্ষ হতেন না।

বিদ্যা। মহাশয়! আপনি যে প্রমাণ দেখাচ্ছেন, তা যথার্থ বটে, কিন্তু জন্মভূমি সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়, অতএব এই নিষ্ঠুর কার্য্যে আমাকে আর অনুরোধ কর্‌বেন না।

বীর। ভাল, তুমি যদি নিতান্তই সম্মত না হও, তা হলে আর অধিক অনুরোধ কত্তে চাই না। (নেপথ্যে দৃষ্টিপাত করিয়া) এ আবার কি? এ যুবা পুরুষটি কে? সাক্ষাৎ যেন কামদেব রতিদেবীকে ছেড়ে বনবিহার কত্তে এসেছেন। আহা! বিদ্যাবিনোদ! একবার চেয়ে দেখ, যেন কোন বনদেবতা মনুষ্যরূপ ধারণ কোরে এই নিবিড় বনে দাঁড়িয়ে আছেন।

বিদ্যা। (দেখিয়া সবিস্ময়ে) তাই ত, মহাশয়! যথার্থ বটে। কে ওটী, এমন সুন্দর পুরুষত আমি কখন দেখি নাই। ইহাঁর আকারে বোধ হচ্ছে ইনি ইন্দোরদেশস্থ কোন ভদ্রসন্তান হবেন!

বীর। বল কি? তবে এ ত বজ্রবাহুর চর নয়? দশানন যেমন মারীচকে কনক হরিণরূপে পঞ্চবটীর বনে পাঠিয়েছিলেন, ইন্দোরাধিপতি ত একে সেইরূপ চর করে পাঠান নি? (নেপথ্যাভিমুখে সম্বোধন করিয়া) ওহে মনোহর যুবক! তুমি একবার এই দিকে এসো ত।

(পুরুষবেশে কুসুমকুমারীর প্রবেশ।)

কুসু। (সেনাপতি ও বিদ্যাবিনোদকে প্রণাম করিয়া, সেনাপতির প্রতি) মহাশয় কি আমাকে ডাক্‌লেন?

বীর। (অন্যমনস্কে) হাঁ বাপু! (একবার বিদ্যাবিনোদের প্রতি ও একবার কুসুমের প্রতি নেত্রপাত করিতে করিতে নিস্তব্ধ ও সন্দিগ্ধ ভাবে অবস্থিতি।)

কুসু। (সেনাপতির প্রতি) বীরবর! ভয় নাই। আমি প্রতারক

নই। পথভ্রান্ত পথিক। নানা প্রকার বিপদ ভোগ কোরে অবশেষে এই অপরিচিত অরণ্যমধ্যে এসে আরো বিপদে পড়েছি। আহারাভাবে অত্যন্ত ব্যাকুল হয়েছি। এই কাননপথে কোথায় যাইব, কি খাইব, এইরূপ চিন্তায় ও ক্ষুধায় কাতর হয়ে বেড়াচ্ছি, এমত সময়ে আপনাদের দেখে ভয়ে লুকিয়েছিলাম। এক্ষণে আমি আপনাদেরই শরণাপন্ন হলেম, আশ্রয় দান কোরে প্রাণ রক্ষা করুন।

বিদ্যা। (সেনাপতির প্রতি জনান্তিকে) এর্ রূপও যেমন, কথা-গুলিও তেমনি অমৃতবৎ। (কুসুমের প্রতি) যুবক! তোমার কথা শুনে আমার কর্ণ শীতল হোল। তোমার নাম কি?

কুসু। (মৃদুস্বরে) বিধির বিপাকে তোমার নিকটেও আমাকে পরিচয় দিতে হলো। ভাল তোমাকে দেখেও আমার প্রাণ সুস্থ হলো। (প্রকাশ্যে) আজ্ঞা—আজ্ঞা—আমার নাম চিরন্দুখ।

বিদ্যা। বাড়ী কোথায়?

কুসু। আজ্ঞে এই দেশেই আমার বাড়ী।

বিদ্যা। (মৃদুস্বরে) এই দেশেই এর বাড়ী, তবে এ কে?

বীর। ঐ; তাই ত এই দেশেই এর বাড়ী, তবে ত সন্দেহেরই কথা। কিন্তু আকার প্রকারে সন্দেহ হচ্চে না। বোধ হয় এ যথার্থই বিপদে পড়ে থাক্‌বে। (কুসুমের প্রতি প্রকাশ্যে) চিরন্দুখ! তুমি কি যথার্থ বল্‌চো যে, তোমার কোন মন্দ অভিপ্রায় নাই?

কুসু। আজ্ঞে ধর্ম্মসাক্ষী কোরে বল্‌ছি আমি প্রতারক নই। আমি জন্মদুঃখী, হতভাগ্য পাপিষ্ঠ।

বীর। চিরন্দুখ! আমি তোমার প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছি। তোমার যদি কোন বাধা না থাকে, তাহোলে আমি তোমাকে আমার সঙ্গে রাখ্‌তে ইচ্ছা করি।

কুসু। মহাশয়! আমি আপনার দাসের যোগ্য। বীরপুরুষের দাস হতেও ভাগ্য অপেক্ষা করে, আমি আপনার অনুগ্রহ শিরে ধারণ কল্লেম।

বীর। ভাল, তবে আমার শিবিরে চল। বিদ্যাবিনোদ! এসো, আমরা এখন তিন জনেই শিবিরে যাই।

বিদ্যা। আজ্ঞে চলুন।

[সকলের প্রস্থান।

ইতি তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

ইন্দোর-সৈন্য-শিবির-নিকটবর্ত্তি এক মরুদেশ।

সৈন্যকোলাহল ও রণবাদ্য।

(বামদেব ও সুদর্শনের প্রবেশ।)

বাম। কি ভয়ানক দিন! আজ্‌কের দিবাবসানে যা ঘট্‌বে, তারি উপর আমাদের রাজ্যের শুভাশুভ নির্ভর কর্‌ছে। উঃ, কি ভয়ানক শব্দ! প্রলয় কালের সিন্ধুতরঙ্গ হইতেও এই কটক কোলাহলের শব্দ ভয়াবহ। কর্ণ একেবারে বধির হয়ে যাচ্চে ও ভয়ে আত্মা কম্পিত হচ্চে। সুদর্শন! তুমি কি ভাই যুদ্ধক্ষেত্রের কোন সংবাদ পেয়েছ? যেরূপ হাহাকার ধ্বনি শুন্‌ছি, তাতে বোধ হয় তুমুল সংগ্রাম হচ্চে। বন্ধুলোকের আজ যে সমূহ বিপদ, তা ভেবে আমি অত্যন্ত ব্যাকুলিত হচ্চি।

সুদ। হাঁ, তা হবার কথাই ত বটে। দেখ ভাই! এই সুদীর্ঘ শিবির, সৈন্য অভাবে কি ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করেছে! আমরা কএক জন মাত্র এখানে কেবল অবস্থিতি কচ্চি, সুতরাং আমরা কিসে স্থির হতে পারি। আর যুদ্ধের বিষয়ের যে সংবাদের কথা বল্‌ছিলে, তাও আমার বড় ভাল বোধ হচ্চে না। এই মাত্র মহারাজের প্রেরিত একজন দূত যুদ্ধক্ষেত্র হতে মন্ত্রি মহাশয়ের নিকট এসেছিলেন, তাঁর মুখে যে সকল সংবাদ শুন্‌লেম, তাতে ত আমার এখনো পর্য্যন্ত হৃৎকম্প হচ্ছে। এখন ঈশ্বর-সমীপে প্রার্থনা এই যে, ভালয় ভালয় যেন আমাদিগের মহারাজের প্রাণরক্ষা হয়। তা না হলে এদেশের তো বিষম বিপদ দেখ্‌ছি।

বাম। কেন কেন? তুমি কি সংবাদ শুনেছ? যুদ্ধে কি আমাদের সৈন্যদল হতবল হয়েছে, আর মহারাজ কি আঘাত প্রাপ্ত হয়েছেন? ভাই আমায় শীঘ্র করে বল।

সুদ। না, মহারাজ এপর্য্যন্ত বীরদর্পে পদাতিক দিগকে রণক্ষেত্রে চালিত কর্‌ছেন, সে বিষয়ের কোন চিন্তা নাই। কিন্তু দূত এরূপ বল্লেন—যুদ্ধের প্রারম্ভে বিপক্ষ দলের সৈন্যেরা এত বল প্রকাশ করেছিল যে, আমাদিগের সৈন্যগণ বিপক্ষের আক্রমণের বেগ কোন মতে সহ্য কর্‌তে পারে নাই। যে প্রকার প্রবল প্রলয় বায়ুতে ক্ষেত্র-স্থিত ধান্যবৃক্ষ সকলকে ছিন্নভিন্ন ও উৎপাটিত করে, কিয়ৎক্ষণ সেই প্রকার সিন্ধু সেনাপতি আমাদের নিবিড় সৈন্যশ্রেণীকে ভগ্ন ও অবসন্ন করেছিল, এমন কি, বহু কষ্টে মহারাজ তাহাদিগকে পুনরায় শ্রেণীবদ্ধ করেছেন, অতএব এ সকল কি সামান্য ভয়ের সংবাদ।

বাম। কি সর্ব্বনাশ! এক তুচ্ছ বিষয় লয়ে এই তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হলো। এর যে শেষ কি হবে, তা কেবল একমাত্র ভগবানই বল্‌তে পারেন। নরপতিগণ অল্প বিষয়ের নিমিত্ত যুদ্ধে প্রবর্ত্ত হয়ে অনর্থক বহুসঙ্খ্যক লোকের প্রাণনাশ করেন। এ কি না কল্লেই নয়, সুখে থাক্‌তে অসুখ বহন করবার প্রয়োজন কি?

সুদ। ভাই! সে বিষয়ে এখন আক্ষেপ করা বৃথা, আবহমানকাল এই রূপই চলে আস্‌ছে। সে যাহউক, বেলা ত প্রায় অবসান হয়ে এল, আর যে যুদ্ধক্ষেত্রের কোন সংবাদ আস্‌ছে না, এর কারণ কি?

বাম। হাঁ, তাও বটে তো, বোধ হয় কোনরূপ বিভ্রাট হয়ে থাকবে, তা না হলে এতক্ষণ অবশ্য কোন সংবাদ আসতো, কার ভাগ্যে যে কি ঘটে তা কে বল্‌তে পারে? (নেপথ্যে দৃষ্টি করিয়া) ঐ য়ে, শিবিরে এক জন ক্ষতযোদ্ধা আসচে, তা ও কিরূপ অবস্থায় রণক্ষেত্র ত্যাগ কোরে এসেছে একবার জিজ্ঞাসা কোরেই দেখিনা কেন?

সুদ। হাঁ, ভাল বলেছ, ওর মুখে সংগ্রামের সংবাদ যথার্থ পেতে পারা যাবে। (নেপথ্যে আর্ত্তনাদ ও ক্ষতযোদ্ধার প্রবেশ) হে ভ্রাতঃ! বীরপুরুষ! যুদ্ধের সংবাদ আমাদের নিকট ত্বরায় বল?

যোদ্ধা। আমাকে ধর—প্রাণ গেল—আমি আর দাঁড়াতে পারিনে।

বাম। (সত্বরে যোদ্ধাকে ধারণ করতঃ) তুমি কিঞ্চিৎ সুস্থ হও,

ত্বরায় তোমার আঘাতের বিহিত কোচ্ছি। ভয় কি, যুদ্ধের সংবাদ কি বল দেখি ?

যোদ্ধা। (দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করতঃ) হায়! সে অতি বাহুল্য, এ অবস্থায় বল্‌তে অক্ষম, কেবল এই মাত্র বল্‌তে পারি যে, তিন চারি বার আমাদের সেনাদল যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হয়েছিল, এবং মহারাজও রণক্ষেত্র হতে প্রস্থান কর্ত্তে বাধ্য হয়েছিলেন, এমত সময়ে নিকট-বর্ত্তি পর্ব্বতীয় একজন বৃদ্ধ ও দুইজন যুবা আমাদিগের দলভুক্ত হোয়ে ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ কোল্লে, এমন কি, সিন্ধুসেনারা শরাঘাতে অস্থির হয়ে যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়েছে। (সহসা ক্রন্দন করিয়া) উহুঃ! আঘাত কি জ্বল্‌ছে, আমি আর দাঁড়াতে পারিনে, আমার সর্ব্বশরীর কাপ্‌ছে আমাকে ধর। (সহসা পতন ও মূর্চ্ছা)।

সুদ। সর্ব্বনাশ! চল এঁকে শিবিরে লয়ে যাই। (নেপথ্যে পুনঃ রণবাদ্য ও কোলাহল) এ আবার কি শুনি ? রণক্ষেত্র হতে কোন দূত এল না কি ?

বাম। চল ভাই! আর দেরি করে কাজ্‌ নাই, সংবাদটা শুনা যাক্‌ গে।

[সকলের প্রস্থান।

ইতি চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

THE BAGBAZAR READING LIBRARY
1883.
CALCUTTA

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

রণক্ষেত্র সম্মুখবর্ত্তী মহারাজা বজ্রবাহুর সভা

মহারাজ বজ্রবাহু আসীন।

(নীলধ্বজ, অম্বর ও সম্বরের প্রবেশ।)

বজ্র। (অম্বর ও সম্বরের প্রতি) হে যুবাদ্বয়! তোমরা যে আমার কত উপকার করেছ, তা আমি প্রকাশ কর্‌তে পারিনা, তোমাদিগের অসমসাহসিক বীরত্বে আমার প্রাণ ও রাজ্য রক্ষা হয়েছে। তোমাদের তীক্ষ্ণ শরনিকরের অগ্নিবৎ আঘাতে প্রবল রিপুদলের সৈন্যশ্রেণিকে একেবারে ছারখার করেছে। অতএব তোমাদিগকে আমি অদ্য বিশেষ পুরস্কার প্রদান না কোরে কোন রূপেই ক্ষান্ত থাক্‌তে পারিনা।

অম্ব। মহারাজ! আমরা এই কার্য্য পুরস্কারের প্রত্যাশায় সম্পাদন করিনি। এ অধীনগণ মহারাজেরি প্রজা। মহারাজ! দাস যদি প্রভুর কোন উপকার করে, সে কি তার জন্যে কোন পুরস্কারের আকাঙ্ক্ষা কর্ত্তে পারে?

সম্ব। রাজন! জন্মভূমি মাতৃতুল্য, মাতাকে যত্ন ও রক্ষা করা সকলেরই উচিত, আর বিশ্বপাতা আপনাকে ইহার পতি করেছেন সুতরাং আপনি প্রজাপুঞ্জের পিতার স্বরূপ। সন্তানের ত পিতার উপকার সর্ব্বতোভাবেই করা উচিত, সে কার্য্যে আবার পুরস্কার কি?

বজ্র। আহা! তোমাদের কথাতে আমার প্রাণ পরিতৃপ্ত হল। বাপু! তোমাদের পিতার নাম কি বল দেখি? এরূপ বীরপুত্র কার ঔরসে জন্মেছে, সে ত সামান্য ব্যক্তি নয়; অবশ্য তাঁকে ঈশ্বর-জানিত ব্যক্তি বল্‌তে হবে। পূর্ব্বজন্মের বিপুল পুণ্যবল না থাক্‌লে এরূপ যোগ্য ও বশম্বদ পুত্র পাওয়া দুরূহ।

অম্ব। (যোড়করে) মহারাজ ! আমাদের নাম অম্বর ও সম্বর, আমাদের পিতা—ইনি !

বজ্র। (সবিস্ময়ে) ইনি তোমাদের পিতা ? (নীলধ্বজের প্রতি) আপনার ভাগ্য ও পুণ্যফল এই দুই পুত্রেতেই প্রচার হচ্ছে। মহাশয় ! আপনার পুত্রেরা বড় সামান্য ব্যক্তি নয়।

নীল। হে প্রজাপালক ! আমাকে "মহাশয়" সম্বোধন করা আপনার উচিত নয়। আমি মহারাজের একজন সামান্য প্রজামাত্র। আর যে, পুত্রদের কথা বল্‌ছেন, তাতে আমার পুণ্যফলের পরিচয় কিছুমাত্র নাই। তারা মহারাজেরই পুণ্যের সাক্ষ্যমাত্র। ধর্ম্মাবতার ! বিবেচনা করুন, রাজার পুণ্যবল না হোলে প্রজারা কি কোন কালে সুখী হতে পারে ?

বজ্র। তোমাদের তিন জনকে আমি অদ্য বিপুল অর্থ ও বিশেষ সম্মানসূচক উপাধি প্রদান কোরবো ; সে বিষয়ে আমি কৃতনিশ্চয় হয়েছি। (নেপথ্যে দৃষ্টি করিয়া) এরা আবার কে ?

(ধন্বন্তরি ও সত্যসুতের প্রবেশ।)

আমার এই হর্ষের সময় তোমাদের বিমর্ষ ভাব কেন ?

ধন্ব। (রাজাকে সম্ভ্রমে প্রণাম করতঃ) নরনাথ ! ——নর—নাথ—

বজ্র। কেন কেন, কি হয়েছে ?

ধন্ব। মহারাজ ! আপনার মহিষী রাজ্ঞী যশোদা প্রাণত্যাগ করেছেন। নরপতে ! মৃত্যুকালীন তাঁহার যে দুর্গতি হয়েছিল, তা প্রকাশ করে বলতে আমার বক্ষঃ বিদীর্ণ হয়। প্রথমতঃ তাঁর এরূপ অবস্থা হল যে, তিনি বিহ্বল বাক্য প্রয়োগ কর্‌তে লাগ্‌লেন, তৎপরে তাঁর শরীরস্থ সমস্ত শিরা বিকৃতিভাব প্রাপ্ত হল, তার পর তিনি যে সকল কথা বলে প্রাণত্যাগ কল্লেন, তা আমি মহারাজের কর্ণগোচর কর্ত্তে ইচ্ছা করিনা। হায় ! আমি অনেক রোগীর চিকিৎসা করেছি বটে, কিন্তু এরূপ মৃত্যুযন্ত্রণা কখন দেখিনি। মহারাজ, আমার কথা যদি আপনি

বিশ্বাস না করেন বরং আপনার প্রিয় দাস সত্যসুতকে জিজ্ঞাসা করুন।

বজ্র। বৈদ্যরাজ! এরূপ হঠাৎ হল কেন? আর তুমি কি ঔষধ প্রয়োগে রাজ্ঞীর কোন উপকার কর্ত্তে পারলে না? সে যাহউক, তুমি বল্লে যে তিনি মৃত্যুকালে আরো অনেক কথা বলেছেন, অতএব সে সকল কথা আমি শুন্তে অভিলাষ করি, আমাকে বিশেষ করে বল।

ধন্ব। মহারাজ! আমি কি যত্নের ত্রুটি করেছি! আপনি কি জানেন না যে, মৃত্যুর কোন ঔষধ নাই! আর যাঁর যেরূপ প্রকৃতি, মৃত্যুও তাঁর সেইরূপ ঘটে থাকে। পরন্তু, মহারাজ! রাজ্ঞীর যে অচেতনাবস্থার কথা শুন্তে চাচ্ছেন, সে বিষয় বলে আপনার পবিত্র কর্ণকে অপবিত্র কর্ত্তে ইচ্ছা করিনা।

বজ্র। তাতে হানি কি, তুমি আমায় বল।

ধন্ব। মহারাজ! প্রথমতঃ রাজ্ঞী এই কথা বল্লেন যে, তিনি আপনাকে কিছুমাত্র ভাল বাসতেন না; কেবল আপনার বিপুল ঐশ্বর্য্যের লোভে বশ হয়ে আপনাকে প্রিয় সম্ভাষণ কর্‌তেন, কিন্তু অন্তরাত্মায় আপনাকে অত্যন্ত ঘৃণা কর্ত্তেন।

বজ্র। কেবল ভগবান্‌ই তাঁর মন জানেন! সে যাহউক, যথার্থ কি এই সকল কথা রাজ্ঞী মর্‌বার সময় বলেছেন? তার পর কি হলো?

ধন্ব। তৎপরে রাজ্ঞী বল্লেন, যে আপনার প্রিয়দুহিতা কুসুমকে তিনি বিষতুল্য দেখ্‌তেন, আর যদ্যপি রাজনন্দিনী মহারাজের ভবন হতে প্রস্থান না কর্‌তেন, তাহলে তিনি এতদিনে তাঁর প্রাণ বিনাশ কর্‌তেন। আরো বল্লেন——

বজ্র। হায়! কি নিষ্ঠুর কথা! স্ত্রীলোকদের মনের গতি কে বুঝ্‌তে পারে! ধন্বন্তরি! রাজ্ঞীর কথা কি আরো কিছু বল্‌তে বাকি আছে?

ধন্ব। মহারাজ! শেষের কথা শুন্‌লে আপনার কর্ণ বধির ও শরীরের রক্ত শীতল হোয়ে যাবে। রাজ্ঞী আমাকে সর্ব্বশেষে এপ্রকার

বল্লেন যে, কুসুম রাজভবন থেকে যাবার পর অবধি তিনি আপনার প্রাণ নাশের উদ্যোগে ছিলেন, তজ্জন্য একরূপ হলাহল প্রস্তুত করে ছিলেন, যা পান কর্‌লে মানুষে দিন দিন ক্ষীণ ও অবসন্ন হয়ে পশ্চাৎ পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হয়। মহারাজ! দেখুন দেখি, একি সামান্য দুষ্ট অভিসন্ধি! আপনি ত বিলক্ষণ অবগত আছেন, রাজার প্রাণ বিনাশ কর্‌তে যে অভিলাষ করে, বিধির বিপাকে তাহাকেই বিপদে পড়্‌তে হয়, সেই রূপ রাজমহিষীও মহারাজের প্রাণ বিনাশ করতে গিয়ে আপনার প্রাণটা হারালেন।

বজ্র। (সত্যসুতের প্রতি) তুইও কি এইরূপ কথা শুনেছিস্?

সত্য। (যোড়করে) ধর্ম্মাবতার! অবিকল এই সকল কথা আমি শুনেছি, রাজ্ঞীর কথা শুনে এ দাস হতবুদ্ধি হয়েছে।

বজ্র। হায়! তবে কি আমার দ্বিতীয়া মহিষী বিষকুম্ভপয়োমুখের ন্যায় ছিল? শাস্ত্রবেত্তারা এইজন্য স্ত্রীলোকদিগকে বিশ্বাস কর্‌তে ভূরি ভূরি নিষেধ করেছেন। সে যা হউক, তার যেমন মতি ছিল, সেইরূপ গতিও হয়েছে, নিজে প্রাণে মোলো, আর আমাকেও অপত্যহত্যার পাতকী করে গেল। তারি ত পরামর্শে আমি কুসুমকে এত যন্ত্রণা দিয়েছি। (ক্রন্দন করিতে করিতে) হায় কুসুম! তুমি কোথায় গেলে! তোমার যে অবোধ পিতা তোমা-বিহনে এক্ষণে নিতান্তই অপুত্রক হলো! মা! আমি অজ্ঞানতাবশতঃ তোমাকে অনেক দুঃখ দিয়াছি।

নেপথ্যে। চল্‌ বেটা চল্‌।

ধন্ব। মহারাজ! আপনি দুঃখ সম্বরণ করুন। পণ্ডিতেরা গত বিষয়ের জন্য শোক করেন না। বিশেষতঃ দেখুন্, রাজপ্রহরীগণ পরাজিত শত্রুদিগকে বন্দী করে রাজসদনে নিয়ে আস্‌চে; এ সময় আপনার খেদ করা অনুচিত।

বজ্র। (নয়ন-জল মার্জ্জন করিয়া দৃষ্টিকরত) ঐ যে সিন্ধুসেনা-পতিকে বন্দী করে আমার নিকট আন্‌ছে। (প্রহরীকর্ত্তৃক বীরবাহু

ও দ্বন্দ্বপ্রিয়কে বন্দী করতঃ আনয়ন এবং পশ্চাৎ পশ্চাৎ বিদ্যাবিনোদ ও পুরুষ বেশে কুসুমকুমারীর প্রবেশ।) প্রহরি! এরা কে?

প্রহ। ধর্ম্মাবতার! এরা রাজদ্রোহী পরাজিত শত্রুদল। দণ্ড-বিধান জন্য মহারাজের সন্নিধানে আনীত হয়েছে।

বজ্র। ভাল, তুই ওদের বন্ধন মোচন কোরে দিয়ে প্রস্থান কর্।

প্রহ। মহারাজের আজ্ঞা শিরোধার্য্য।

[বন্ধন মোচন করতঃ প্রহরীর প্রস্থান।

বজ্র। (বীরবাহুর প্রতি) কেমন, তুমি যে আমার সঙ্গে কল্য তুমুল সংগ্রাম করেছিলে, এখন তোমাকে কে রক্ষা করে? তোমার সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ আজ্ প্রাণ দিতে হবে। মৃত্যুকালে তোমার যদি কিছু অভিপ্রায় থাকে, আমাকে প্রকাশ করে বল, কোন্ রূপ মৃত্যু ইচ্ছা কর?

বীর। নরনাথ! আমার ক্ষত্রিয়কুলে জন্ম, চিরকালই অসির সহিত সহবাস করে এসেছি, অতএব আমি মৃত্যুকে কিছুমাত্র ভয় করিনা, বিশেষতঃ আমি যখন বিধির বিড়ম্বনায় শত্রুহস্তে নিপতিত হয়েছি, তখন আমার মৃত্যুই শ্রেয়ঃ। আপনি যেরূপে আমার প্রাণনাশ কোর্ত্তে ইচ্ছা করেন, সেইরূপেই করুন। কিন্তু রাজসন্নিধানে আমার একটি সামান্য প্রার্থনা আছে, অনুগ্রহ করে যদ্যপি তাহা গ্রাহ্য করেন, তবে আমি কৃতার্থ হই।

বজ্র। আচ্ছা, কি প্রার্থনা বল।

বীর। (কুসুমের হস্ত ধরিয়া) মহারাজ! এই যুবাপুরুষ আপনার রাজ্যেই জন্মগ্রহণ করেছেন। আর এ আমার প্রধান পরিচারক, এর নাম চিরসুখ। বোধ হয়, ভবমাঝে কোন প্রভুর এমন বশম্বদ দাস নাই, অতএব অনুগ্রহ করে যদি এর প্রাণ ভিক্ষা দেন, তা হলে আমি মৃত্যুকে শ্লাঘ্য জ্ঞান করি। কি অনুমতি হয়?

বজ্র। (কুসুমের প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া মৃদুস্বরে) একে যেন চিনি চিনি বোধ হচ্ছে। আমি ত এখন অপুত্রক, তবে একে দেখে আমার

অপত্যস্নেহের উদয় হলো কেন? আহা! এমন রূপ ত আমি কখন দেখিনি। (প্রকাশ্যে বীরবাহুরপ্রতি) ভাল, তোমার কথায় যে, কেবল এর প্রাণ রক্ষা কর্‌লেম এমত নহে, বরং এই তরুণ তোমাদের মধ্যে যার প্রাণ রক্ষার্থ আমার নিকট প্রার্থনা কর্‌বে তাকেও ক্ষমা কত্তে আমি প্রস্তুত আছি। (কুসুমের প্রতি) চিরন্মুখ! তোমার ত প্রাণ রক্ষা কর্‌লেম, আরো যদি তোমার কোন প্রার্থনা থাকে, তবে আমাকে মুক্তকণ্ঠে বল।

বীর। (কুসুমের প্রতি) দেখ, তুমি আমার প্রাণভিক্ষা চেও না, আমার আর বাঁচ্‌বার অভিলাষ নাই।

কুসু। আপনার প্রাণ অপেক্ষা আমার এখানে আরো কিছু প্রিয়-তর বস্তু আছে। তা পরিত্যাগ করে মহাশয়ের প্রাণ ভিক্ষা কত্তে পারি না।

বীর। (সাশ্চর্য্যে মৃদুস্বরে) হায়! বালকদিগের চরিত্রই এই রূপ, এদের বিশ্বাস করা অবোধের কর্ম্ম, আজ্ অকস্মাৎ এর প্রকৃতি এরূপ হয়ে উঠ্‌লো এর কারণ কি?

কুসু। (যোড়হস্তে রাজারপ্রতি) তাত!—নরপতে! এ অধীনের প্রতি যদি এতই অনুগ্রহ হয়ে থাকে, তাহলে কিঞ্চিৎ বিরল হলে আপনাকে আমার মনোভাব বল্‌তে পারি। সকলের সমক্ষে প্রকাশ কত্তে অভিলাষ করিনা।

বজ্র। ভাল, তবে কিঞ্চিৎ বিরলেই চল। (বজ্রবাহু ও কুসুমের কিঞ্চিৎ বিরলে গমন।)

নীল। (অম্বরের প্রতি) এই যুবক কি পুনর্ব্বার জীবিত হলো না কি?

অম্ব। অবিকল যে সেইরূপ দেখ্‌ছি। (সম্বরের প্রতি) ভাই! সম্বর, তুমি কি বল?

সম্ব। ভাই! বোধ হচ্ছে যেন মরে বেঁচে উঠেছে। যেমন একবৃক্ষের দুইটি পুষ্প মধ্যে কোন প্রভেদ উপলব্ধি হয় না, সেইরূপ এই চিরন্মুখ ও আমাদের ভ্রাতা চিরন্মুখ মধ্যে কোন প্রভেদ দেখ্‌তে পাইনি।

নীল। চুপ্, চুপ্—দেখাই যাক্ না, ও ত আমাদের উপর একবারও দৃষ্টিপাত করে নি। এক প্রকারের মনুষ্য ভবমাঝে বিরল নয়, যদি সে হতো, তা হলে অবশ্যই আমাদের সঙ্গে কথা কইত।

সম্ব। কিন্তু আমরা চিরন্দুখকে মর্‌তে দেখেছি।

নীল। ক্ষান্ত হও, এর পর কি করে তাই দেখনা কেন।

সত্য। (মৃদুস্বরে) আমি ত দেখ্‌ছি যে সেই কুসুম, আমাদিগেব রাজনন্দিনী, ভগবান এঁকে এখন বাঁচিয়ে বেখেছেন। তাঁব কি অপূর্ব্ব-লীলা, বোধ হয়——দূর হউক, যখন বেঁচে আছে, তখন আমার নীরব থাকাই ভাল।

বজ্র। (অগ্রসর হইয়া কুসুমের প্রতি) এস, তুমি আমার কাছে এস, তোমাব অভিলাষ প্রকাশ করে বল। (দ্বন্দ্বপ্রিয়ের প্রতি) তুমিও নিকটে এস, আব এই বালক যা বলে, তাহাব সমুচিত উত্তর প্রদান কর। যদি ও এবিষয়ে কিছু মিথ্যা বাক্য বল, তা হলে অতিশয় যন্ত্রণার সহিত প্রাণদণ্ড কর্‌বো। প্রাণের যদি ভয় রাখ, তা হলে কখনই রাজসন্নিধানে মিথ্যা কথা বল না।

কুসু। মহারাজ! আমার এই প্রার্থনা যে, এই ভদ্রলোকটি কার নিকট হতে এবং কিরূপে এই হারছড়াটি প্রাপ্ত হয়েছেন, তা প্রকাশ করে বলুন।

বজ্র। দেখ, তোমার গলায় যে ঐ হারছড়াটি রয়েছে, ওটি তুমি কিরূপে পেয়েছ, তা আমাকে বল।

দ্বন্দ্ব। হে রাজন্! মিথ্যা কথা কহায় অধীনের প্রতি যে রূপ যন্ত্রণা বিধান হলো, কিন্তু সত্য কথা বল্লে মহারাজকে অধীনাপেক্ষা সহস্রগুণে যন্ত্রণা সহ্য কত্তে হবে।

বজ্র। কেন? আমি কিসে যন্ত্রণা ভোগ করবো?

দ্বন্দ্ব। মহারাজ! আমি যে কথাটি গোপন করে এত দিন মনো-কষ্ট ভোগ কচ্ছিলাম, তাহা প্রকাশ কত্তে আপনি আজ আমাকে বাধ্য কোল্লেন, ইহাও আমার ভাগ্যের বিষয়, তবে শুনুন —আমি এই হার-

ছড়াটি ছলনার দ্বারায় হস্তগত করেছি। ইহা বিদ্যাবিনোদের ছিল, যাকে আপনি অবিচার করতঃ দেশত্যাগী কোরেছেন, এবং যাঁর জন্য এক্ষণে আপনাকেও আমার অপেক্ষা মনোদুঃখ ভোগ কত্তে হচ্ছে। পৃথিবীর মধ্যে বিদ্যাবিনোদের তুল্য গুণবান ব্যক্তি জন্ম পরিগ্রহ করেন নাই। মহারাজ! আরো কি অবগত কর্‌বো?

বজ্র। একথার শেষ পর্য্যন্ত আমায় বল।

দ্বন্দ্ব। সেই রূপের আকর, আপনার দেবীতুল্যা কন্যা, যাঁর জন্য এক্ষণে আপনার হৃদয় অনুতাপিত হচ্ছে, এবং যাঁকে স্মরণ করে আমার পাপ-আত্মা মলিন হচ্ছে—মহারাজ ক্ষান্ত হোন। আমায় ক্ষমা করুন, আমার সর্ব্বশরীর কাঁপ্‌ছে। বোধ হয় মূর্চ্ছা গেলেম।

বজ্র। আমার দুহিতা? তার সঙ্গে তোমার কি সম্বন্ধ? না, তুমি ধৈর্য্য ধর, আর আমায় এই বিষয় সযত্নে বিশেষ করে বল।

দ্বন্দ্ব। (ক্রন্দন করিতে করিতে) মহারাজ! একদা কুলগ্নে আমাদের সেনাপতির গৃহে আহারের প্রাক্‌কালীন আপনার জামাতা বিদ্যাবিনোদের সহিত আমার স্ত্রীর বিষয়ে কথোপকথন হয়েছিল, তাতে তিনি সিন্ধুদেশস্থ অঙ্গনাগণের নিন্দা কোরে আপনার দুহিতা কুসুমের অনির্ব্বচনীয় প্রশংসা করেছিলেন, এবং আমি তাঁকে অপমান করবার জন্য কুসুমের যৎপরোনাস্তি নিন্দা করেছিলাম, পরন্তু আমরা উভয়ে এরূপ সত্য প্রতিজ্ঞা কোর্‌লেম যে, যদ্যপি আমি রাজকুমারীর কঙ্কণ বিদ্যাবিনোদকে দিতে পারি, তা হলে তিনি আমাকে হারছড়াটি দিবেন, আর যদি না পারি, তবে আমি তাঁকে পঞ্চ সহস্র মুদ্রা দিব—উঃ! মহাবাজ আমার বাক্‌রোধ হচ্ছে, আমাকে ক্ষমা করুন। আমি আর এ কথা বল্‌তে পারিনি। মহারাজ সেই বিদ্যাবিনোদই———

বজ্র। না, তুমি চুপ কল্লে কেন? বল। অগ্নিকুণ্ডে পতিত হলে ব্যক্তিরা যেরূপ নির্গত হতে ব্যগ্র হয়, আমিও সেই রূপ তোমার বাক্য শুন্তে ব্যগ্র হয়েছি। বল।

দ্বন্দ্ব। ধর্ম্মরাজ! এই পাপাত্মা তার পর আপনার রাজ্যে এসে

রাজকুমারীর সহচরী উর্ব্বশীকে অর্থের দ্বারায় বশীভূত কোরে, ছলক্রমে রাজনন্দিনীর শয়নমন্দিরে গিয়ে তাঁর কঙ্কণ অপহরণ করে ছিল, তার পর বিদ্যাবিনোদকে সেই কঙ্কণ প্রদান কোরে এই হার প্রাপ্ত হোয়েছি। হায়! কি কুলগ্নে সেই কুকর্ম্ম করেছিলাম। রাজন! আমার তুল্য পাপাত্মা কি ভূভারতে আছে? আপনি এই দণ্ডেই আমার প্রাণ বধ করুন।

বিদ্যা। (অগ্রসর হইয়া দ্বন্দ্বপ্রিয়ের প্রতি) রে সিন্ধুদেশস্থ শঠ! তুই এইরূপে কার্য্যসিদ্ধ করেছিলি। হায়! আমি কি নির্ব্বোধ—পাষণ্ড—হত্যাকারী—! হে নরেশ!—হে রাজন! উৎকট যন্ত্রণা প্রদান করতঃ আমার প্রাণবধ করুন, তা হলেই আমার পাপের সমুচিত প্রায়শ্চিত্ত হবে। আমি সেই বিদ্যাবিনোদ, যে আপনার দুহিতার প্রাণনাশ করেছে। আমি অতীব দুরাত্মা, আপনার কন্যা স্বর্গতুল্য পবিত্রা, ভ্রম ও রাগের পরবশ হয়ে বিদ্যাবিনোদ এই কুকর্ম্ম করেছে।—হায় কুসুম! তুমি আমার জীবন—তুমি আমার সহধর্ম্মিণী। হায়! কুসুম—কুসুম—কুসুম—তোমার কিছুমাত্র দোষ নাই। (ক্রন্দন।)

কুসু। (বিদ্যাবিনোদের প্রতি) মহাশয়! এরূপ করে চীৎকার কর্‌চেন কেন? স্থির হউন, আমি যা বলি শুনুন।

বিদ্যা। (সরোষে কুসুমকে আঘাত করিয়া) পাজি! তুই সামান্য ভৃত্য হয়ে, আমার এই বিপদকালে ব্যঙ্গ কর্ত্তে এলি?

কুসু। উঃ—গেলেম্। (ধীরে ধীরে বসিয়া মূর্চ্ছা প্রাপ্ত)।

সত্য। (বিদ্যাবিনোদের প্রতি) হে ভদ্রসন্তান! আমাদের রাজকুমারী ও আপনার স্ত্রীকে ধরুন। হে বিদ্যাবিনোদ! কুসুম এতক্ষণো জীবিতা ছিলেন, কিন্তু এখন প্রাণত্যাগ কল্লেন। (দ্রুতবেগে কুসুমের নিকট যাইয়া) রাজনন্দিনি! রাজকুমারি! উঠুন।

বজ্র। এ সকল ত আমি কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্ছিনা।

বিদ্যা। উঃ! আমার সর্ব্ব শরীর কাঁপ্‌ছে যে!

সত্য। (কুসুমের প্রতি সরোদনে) রাজনন্দিনি! উঠুন।

বজ্র। যদি এ যথার্থ কুসুম হয়, তা হলে ঈশ্বর-ইচ্ছায় আমি যে কি পর্য্যন্ত সন্তুষ্ট হবো, তা বল্‌তে পারিনা।

সত্য। মহারাজ! আমি যথার্থ বল্‌ছি, ইনি আপনার দুহিতা কুসুম। এই নিষ্ঠুর বিদ্যাবিনোদের অনুরোধে আবদ্ধ হয়ে আমি এঁর প্রাণনাশ কারণ সিন্ধুতীরে নিয়ে গেছলুম, পরন্তু আমার মনে অত্যন্ত স্নেহের উদয় হওয়াতে একে আমি সকল কথা বলেছিলাম। পরিশেষে রাজ-ভবনে ফিরে আস্তে অনুরোধ করেছিলাম, কিন্তু সে বাক্য রাজনন্দিনী না শুনাতে আমি তাঁকে এই পরিচ্ছদ প্রদান কোরে পুরুষবেশে বন পর্য্যটন কত্তে বলেছিলাম। মহারাজ! আমাকে যেরূপ দাস বলে জ্ঞান কচ্ছেন, সেই রূপ এই কুসুমকে আপনার দুহিতা জ্ঞান করুন। সে যা হউক, এখন রাজনন্দিনীর চৈতন্য হলে হয়। (কুসুমের গাত্র ঠেলিয়া) মা! ওঠ।

কুসু। (সত্যসুতের প্রতি) হায়! তুই আমাকে স্পর্শ করিস নি, তুই ত বিষ দিয়ে আমার প্রাণনাশের চেষ্টা পেয়েছিলি। তুই ভয়ানক দুরাত্মা, রাজসন্নিধানে থাক্‌বার উপযুক্ত পাত্র নোস।

বজ্র। তাই ত, এ যে সেই কুসুমের মত কথা কচ্ছে। আমি এত-ক্ষণ কিছু মাত্র বুঝ্‌তে পারি নি।

সত্য। রাজনন্দিনি! যদি আমি আপনাকে বিষ দিয়ে থাকি, তা হলে পরমেশ্বর এই দণ্ডেই আমার মস্তকে বজ্রাঘাত করুন। আমি তাহা হিতকর ঔষধ জ্ঞান করে দিয়েছিলাম। রাজ্ঞী আমাকে তাহা প্রদান করেছিলেন।

বজ্র। কি সর্ব্বনাশ! এ আবার কি কথা!

কুসু। কিন্তু তা পান করে আমার ত প্রাণ যাবার উদ্যোগ হয়েছিল?

ধন্ব। (রাজার প্রতি) মহারাজ! এই কথা শুনে রাজ্ঞীর মৃত্যু কালের আর একটা কথা আমার স্মরণ হলো। সত্যসুত যদি কুসুমকে রাজ্ঞীর প্রদত্ত ঔষধপাত্র দিয়ে থাকে, তা হলে সত্যসুতের কিছুমাত্র

দোষ নাই। আমার বিলক্ষণ স্মরণ হচ্চে যে, রাজ্ঞী আমার নিকট হতে একদা বিষ চেয়ে ছিলেন, কিন্তু তাঁর দুষ্ট অভিসন্ধি জান্‌তে পেরে আমি তাঁকে প্রকৃত বিষ না দিয়ে এমন এক ঔষধ দিয়েছিলাম, যাহা সেবনে মানবেরা কিয়ৎক্ষণ মৃতপ্রায় হয়। বোধ হয়, রাজ্ঞী কোন কৌশলক্রমে এই সত্যসুতকে তাহা প্রদান করেছিলেন। (কুসুমের প্রতি) রাজনন্দিনি! আপনি কি তা যথার্থ সেবন করেছিলেন?

কুসু। বৈদ্যরাজ! আমি কি ব্যঙ্গ কচ্ছি না কি? আমি ত সেবন করে মৃতপ্রায় হয়েছিলাম।

নীল। (অম্বর ও সম্বরের প্রতি) দেখ আমাদেরি ভ্রম হয়েছিল।

অম্ব। আমাদিগের ভ্রাতা চিরন্মুখ এই বটে!

কুসু। (বিদ্যাবিনোদের প্রতি) নাথ! এখন কি এ অধীনীকে পর্ব্বত থেকে নিক্ষেপ কর্‌বেন?

বিদ্যা। প্রিয়ে! আর আমাকে গঞ্জনা দিও না। তোমাকে যে পুনরায় পেলুম এ আমার সৌভাগ্য।

বজ্র। কুসুম! তুমি যে আমার সঙ্গে কোন কথা কচ্ছনা? পিতার দোষ বিবেচনা করে তোমার মনে রাগের উদয় হয়েছে না কি? মা! নিরপরাধে তোমাকে এত কষ্ট দিয়েছি। আয়, একবার আমার কোলে আয়! (ক্রন্দন।)

কুসু। (রাজার ক্রোড়ে বসিয়া) পিতঃ! বলেন কি? এ দাসী কি আপনার উপর রাগ কর্ত্তে পারে? আমি কি জানিনি যে, আপনি এ সকল ভ্রমবশতঃ করেছেন, আমি যে পুনরায় আপনার স্নেহের পাত্রী হোলুম, এই আমার সৌভাগ্য। (রাজার অশ্রুজল মার্জ্জন।)

বজ্র। বাছা! আমি ক্রন্দন কচ্ছিনি। শান্তি জলে যেমন লোকের পাপ বিনষ্ট হয়, সেইরূপ আমার এই নয়ন-নীরে তোমার শোক-শান্তি কচ্ছি।

নীল। (মৃদুস্বরে) তবে আমিই বা শেষ মিলনটির বাকি রাখি কেন? সর্ব্বাঙ্গ মিলনের সময় উপস্থিত হয়েছে; অতএব আর বিলম্বের

প্রয়োজন নাই। (প্রকাশ্যে) মহারাজ! এই শুভ দিনে আপনার শ্রীচরণে একটি নিবেদন আছে, অনুমতি হয় ত বলি!

বজ্র। আচ্ছা বল।

নীল। মহারাজের নীলধ্বজ বলে কোন ব্যক্তিকে কি স্মরণ হয়?

বজ্র। (কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া) হাঁ, এক জন অপরাধী ছিল বটে, কিন্তু সে যে কোথায় গেল, তার কোন অনুসন্ধান পাই নি। কেন, তুমি যে একথা জিজ্ঞাসা কচ্ছো?

নীল। ধর্ম্মরাজ! এমন নয়, তবে এই কথা বল্‌ছিলাম, যদ্যপি সে ব্যক্তি অদ্য রাজ-সন্নিধানে উপস্থিত হয়, তা হলে মহারাজ তার প্রতি কি আজ্ঞে করেন?

বজ্র। কেন, তার প্রাণদণ্ড কর্ত্তে আজ্ঞা দি।

নীল। সে যদি মহারাজের পুত্রদ্বয়কে সঙ্গে লয়ে আসে, তাহলে কি তার প্রাণ দণ্ড করেন?

বজ্র। (আশ্চর্য্য জ্ঞান করিয়া) তুমি কি বল্‌ছো? তোমার ভাব আমি কিছু বুঝ্‌তে পাচ্ছি নি। হাঁ, যদি আমার পুত্রদ্বয়কে পাই, তা হলে তার প্রাণদণ্ড করা দূরে থাক, তাকে অর্দ্ধেক রাজত্ব দি।

নীল। মহারাজ! তবে আমি সেই নীলধ্বজ, এখন আমায় অর্দ্ধেক রাজ্য প্রদান করুন।

বজ্র। (সাশ্চর্য্যে) তুমিই সেই নীলধ্বজ? অগ্রে আমার পুত্র-দ্বয়কে এনে দেও, তবে তোমায় পুরস্কার দিব।

নীল। (অম্বর সম্বরের হস্ত ধারণ করতঃ) মহারাজ! তবে আপ-নার সেই পুত্রদ্বয় বীরেন্দ্র ও ধীরেন্দ্রকে নিন।

বজ্র। (পুত্রদ্বয়ের শিরে চুম্বন করতঃ) তাই বুঝি এদের দেখে আমার মনে এত স্নেহের উদয় হয়েছিল! অদ্য আমার কি শুভ দিন! সকল সুখ এককালীন উদয় হলো। ভগবানের কি অনু-গ্রহ। (কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া নীলধ্বজের প্রতি) তুমি এদের কোথায় পেলে?

নীল। মহারাজ! তবে শুনুন। আপনার দ্বিতীয়া মহিষীর অভি-সন্ধি বুঝে, আমি আপনার পুত্রদ্বয়কে অপহরণ কোরে, এ পর্য্যন্ত প্রতি-পালন করে আস্‌ছি। কিন্তু সেই কার্য্য কর্‌বার অগ্রে আমি লোকের দ্বারা আমার মিথ্যা অপবাদ ঘোষণা করিয়েছিলাম, তার পর যখন আপনি আমাকে দণ্ড দিতে স্থির কর্‌লেন্, তখন সেই সুত্র ধোরে ধর্ম্ম-সাক্ষ্য কোরে আপনার পুত্রদ্বয়কে আমি হরণ কোরে পলায়ন কর্‌লেম।

বজ্র। তবে কি তুমি সেই অবধি আমার পুত্রদ্বয়কে প্রতিপালন করে আস্‌ছ? আর এদের তুমিই কি অস্ত্র শিক্ষা করিয়েছ?

নীল। আজ্ঞে, এই অধীন এতাবৎ সব করে আস্‌চে। এক্ষণে ঈশ্বর সন্নিধানে প্রার্থনা এই যে, মহারাজ পুত্রদিগের নিয়ে সুখে কালযাপন করুন। এত বিপদের পর এরূপ সুখ সংঘটন হলো, এ কেবল ভগবানের মহিমা।

(প্রহরীর প্রবেশ।)

প্রহ। (যোড়করে) মহারাজ! দ্বারদেশে এক সম্প্রদা নর্ত্তকী উপস্থিত। মহারাজকে তারা দর্শন কত্তে মানস কচ্ছে। যেরূপ অনুমতি হয়।

বজ্র। আচ্ছা, সভায় তাদের আনয়ন কর।

প্রহ। যে আজ্ঞে ধর্ম্মাবতার!

[প্রহরীর প্রস্থান।

বজ্র। (সকলের প্রতি) দেখ, অদ্য আমার মহোৎসবের দিবস, আমি তোমাদের সকলের প্রাণ রক্ষা কোরলেম। আমার এই অসীম সুখের অংশ তোমরা গ্রহণ কর।

বীর। মহারাজের রাজলক্ষ্মী অচলা হউক। দুষ্মন্ত রাজের মত আপনি পুত্রদ্বয় ও কন্যাকে লয়ে সুখে কালযাপন করুন।

বজ্র। সেনাপতে! আমি তোমাদের রাজার সঙ্গে সন্ধি সংস্থাপন কোর্‌বো।

বীর। মহারাজের যেরূপ অভিরুচি।

দ্বন্দ্ব। মহারাজ! এ পাপাত্মাকে যেরূপ ক্ষমা করলেন, সেইরূপ আমি মনের সহিত আপনাকে চিরসুখী হতে আশীর্ব্বাদ কচ্ছি। (কুসুমের প্রতি) রাজনন্দিনি! আপনাকে আমি বহুকষ্ট দিয়েছি, এখন অনুগ্রহ করে আমাকে ক্ষমা করুন!

কুসু। তোমার প্রতি এখন আর আমার কিছুমাত্র কোপ নাই। তোমাহতে আমি কিছু মাত্র কষ্ট পাইনি, কেবল কর্ম্মসূত্রে আবদ্ধ হয়ে দুঃখ পেয়েছি। দ্বন্দ্বপ্রিয়! তুমি এই কথা চিরকাল স্মরণ রেখ যে, যথার্থ ধর্ম্মপথে মতি থাক্‌লে পরিণামে অবশ্যই ভাল হয়।

(নর্ত্তকীদিগের প্রবেশ।)

নর্ত্ত। (প্রণাম করতঃ) মহারাজ! এ অধিনীরা আপনার অকস্মাৎ সুখের বার্ত্তা পেয়ে রাজসদনে আগমন করেছে। অনুমতি হয় ত কিয়ৎক্ষণ নৃত্যগীত করে সভার সকলের মনোরঞ্জন করে।

বজ্র। আচ্ছা, তাতে হানি নাই। তোমরা উত্তম সময়ে উপস্থিত হয়েছ। তবে নৃত্য আরম্ভ কর। (রঙ্গভূমিতে নৃত্য তদন্তরে গীত।)

রাগিণী ভৈঁরো—তাল কাওয়ালী।

তব, দুখনিশা হইল প্রভাত।
সুখারুণ প্রতিভাত,
স্বজন সহিত সুখে, রহ সদা নরনাথ॥
অস্তাচলে চিন্তা-চাঁদ, করিল শয়ন,
কুভাব-কুমুদী খেদে, মুদিল নয়ন,
আলোকিত হৃদি-নভ, পুলকিত চিত তব,
প্রবাহিত প্রমোদেরি বাত;—
আজি কিবা, প্রবাহিত প্রমোদেরি বাত॥
পাইলে ভূপতি তুমি, বহুভাগ্য ফলে,
কুমার-কমল দুটি, হৃদয়-কমলে,
হেরি কুসুমকুমারী, ঘুচিল বিষাদ বারি,
আনন্দে হইছে অশ্রুপাত;—
সকলেরি, আনন্দে হইছে অশ্রুপাত॥

বজ্র। (কুসুমের প্রতি) বৎসে! কুসুম! আজ আমি হারানিধি প্রাপ্ত হয়ে যে কি পর্য্যন্ত সুখী হলেম, আমার আত্মাই তা জান্তে পাচ্চেন। তুমি আমার গৃহলক্ষ্মী হয়ে রাজরাণীর ন্যায় সুখ সম্ভোগ কর। (বিদ্যাবিনোদের প্রতি) বৎস বিদ্যাবিনোদ! আমি তোমারে অনেক কষ্ট দিয়েছি, তুমি সে সকল বিস্মৃত হয়ে আমারে সন্তুষ্ট কর। আজ আমি স্বহস্তে কুসুমকুমারীকে তোমার হস্তে সমর্পণ কচ্চি। (বিদ্যাবিনোদের করে কুসুমের করার্পণ করিয়া) বৎসে কুসুম! বৎস বিদ্যাবিনোদ! আজ অবধি তোমরা দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার ন্যায় পরম সুখে কালযাপন কর। আমি অঋণী হলেম। আমার সকল যন্ত্রণা, সকল ভাবনা, ও সকল কষ্টের শেষ হলো। (আনন্দাশ্রু পাত।)

নীল। মহারাজ! আপনার আজ অতি শুভ দিন। (আকাশের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া) ঐ দেখুন, দেবরাজ ইন্দ্র আপনার সহিত অপত্য গণের অভাবনীয় মিলনে পরিতুষ্ট হোয়ে আকাশমার্গ হোতে পুষ্পবৃষ্টি কোচ্চেন। (রঙ্গভূমে পুষ্পবৃষ্টি) এক্ষণে অধীনের ঈশ্বর সন্নিধানে এই প্রার্থনা যে, নিষ্কণ্টকে অপত্য সকলকে লয়ে আপনি এই বিস্তীর্ণ বিশ্বমাঝে এক ছত্রে রাজত্ব করুন, ও রাজলক্ষ্মী নিয়তই আপনার কোষাগারে বিরাজমানা থাকুন। বসুমতী অবিরত যেন শস্য উৎপাদন করেন, মেঘসমূহ যেন সময়ে সুবারি বর্ষণ করে, মহারাজের প্রজাপুঞ্জ যেন চিরকালই সুখী সত্যবাদী ও ধার্ম্মিক হয়ে আপনার রাজ্যে রাম রাজ্যের সুখলাভ করে।

[সকলের প্রস্থান।

যবনিকা পতন।

সমাপ্তঃ।

THE BAGBAZAR READING LIBRARY
1853
CALCUTTA